T-Rax Er Sondhane by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

টি-রেক্স এর সন্ধানে

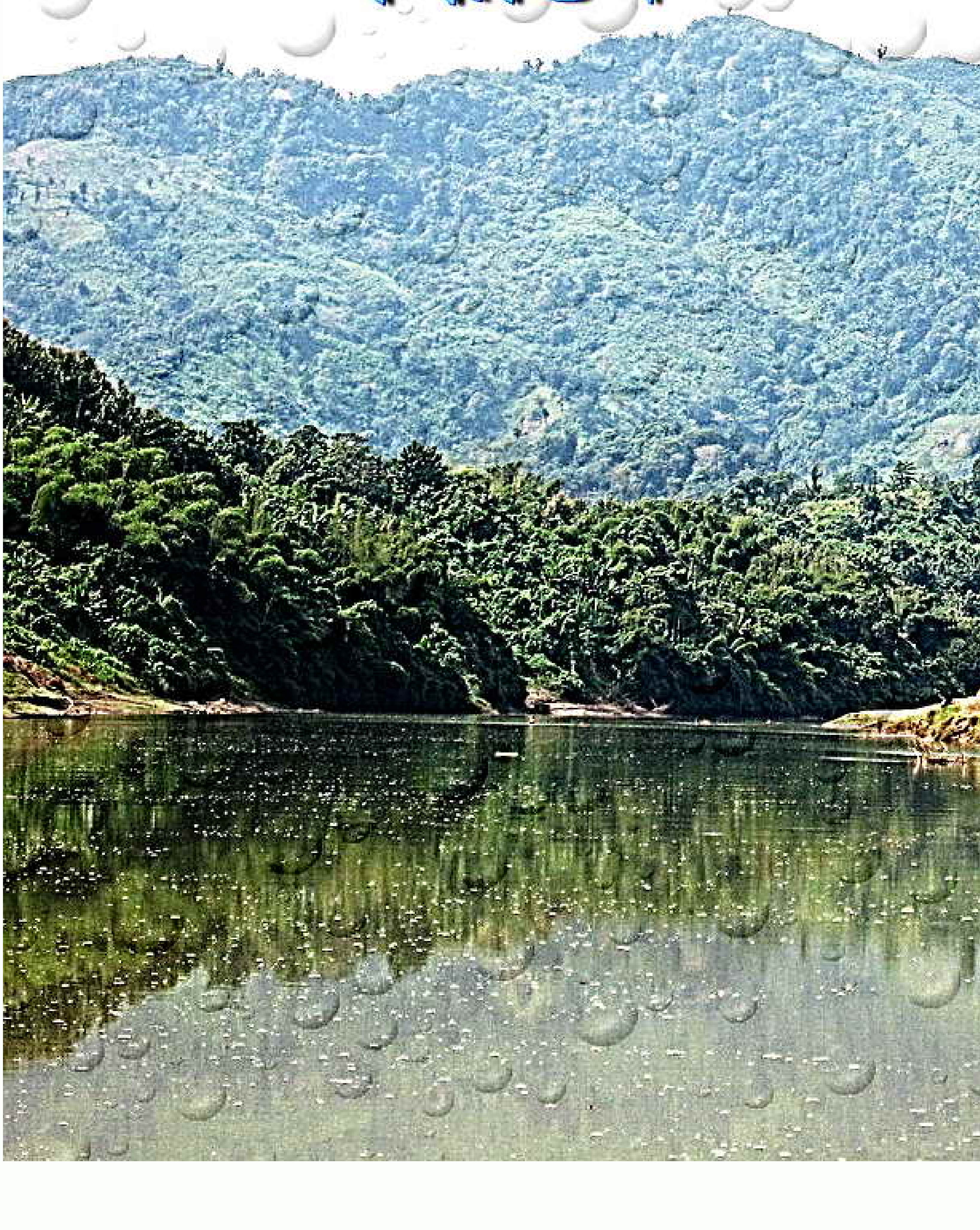

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

১. আমাদের বাসা

মালিবাগের মোড়ে যে নতুন চায়ের দোকানটা খুলেছে, তার ডান পাশের রাস্তাটা ধরে গিয়ে প্রথম গলিটার সামনে যে ময়লা দোতলা দালানটি চোখে পড়ে সেটা আমাদের বাসা। আমাদের মানে ঠিক আমাদের না, আমার চাচাদের। আমার চাচারা ছয় ভাই। তার মাঝে চারজন এখানে থাকেন। যে দু'জন থাকেন না তার একজন আমার বাবা। বাবার থাকার কোন উপায় নেই, কারণ বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন। আমি যখন মায়ের পেটে, তখন বাবা একটা ক্রেনের ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ব্রেনের মাঝে চোট লেগেছিল। দুই দিন হাসপাতালে থেকে মরে গেলেন। আমার জন্মের বছরে বাবা মারা গেছেন বলে আমাকে ধরা হয় অপয়া। শুনলে মনে দুঃখ পাব বলে কেউ সোজাসুজি বলে না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে। তবু দিনে কয়েকবার করে আমাকে শুনতে হয়। আমি অবশ্যি দুঃখ টুঃখ পাই না। বাবা মারা যাবার পর আমার মা একটু অন্য রকম হয়ে গেছেন। অন্যেরা বলে মাথা খারাপের মত, কিন্তু সেটা সত্যি নয়। দিনরাত শুধু মোটা মোটা বই পড়েন। আমাকে সেজন্য বেশি দেখেন শুনেননি, আমি নিজে নিজেই বড় হয়েছি। নিজে নিজে বড় হলে মনে হয়, মানুষের বেশি দুঃখকষ্ট হয় না। সে জন্যে আমার বেশি দুঃখকষ্ট নেই।

আরেকজন যে চাচা এই বাসায় থাকেন না, তিনি হচ্ছেন হীরা চাচা। হীরা চাচা আমেরিকা থাকেন। সেখানে নাকি লস এঞ্জেলস বলে একটা শহর আছে। সেই শহরে নাকি একটা পাহাড় আছে। তার কাছে নাকি একটা সমুদ্র আছে। সেই সমুদ্রের কাছে একটা ছবির মত বাসায় থাকেন হীরা চাচা।

হীরা চাচাকে আমি অনেকদিন দেখি না। শেষবার যখন দেখেছি তখন আমি অনেক ছোট, পরিষ্কার করে মনে নেই। শুধু মনে আছে, তাঁর ঠিক আমার সমান একটা ছেলে, সে দিনরাত শুধু ট্যা ট্যা করে চেঁচাচ্ছে, আর সবাই সেটা নিয়ে খুব ব্যস্ত

www.MurchOna.com

হয়ে ছোটাছুটি করছে! হীরা চাচা মাঝে মাঝে আমেরিকা থেকে ছবি পাঠান, ছবিতে তাঁকে দেখায় খুব সুন্দর, ধবধবে সাদা গায়ের রঙ। তার মাঝে গোলাপী গাল।

আমার তিন ফুফু, তাদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ফুফুর বিয়ে আবার ভেঙেও গেছে। ছোট ফুফা মানুষটাকে আমার ভালই লাগত, একেবারে সিনেমার নায়কদের মত চেহারা কিন্তু মানুষটা নাকি ভীষণ বদমাইস। কেন বদমাইস সেটা বাচ্চা বলে আমাদের শুনানো হয় না কিন্তু আমরা ঠিকই জানি, শুধু বড়দের সামনে ভান করি যে কিছুই জানি না। বিয়ে ভাঙার পর থেকে ছোট ফুফু এখানে থাকেন। আমার মায়ের মত ছোট ফুফু 'অন্যরকম' হয়ে যাননি ; কিন্তু দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সবার ওপর রেগেমেগে আগুন হয়ে থাকেন। কেউ তাঁর ধারেকাছে যাবার সাহস পায় না। ছোট ফুফুর ছেলে রাজু আমার সাথে এক স্কুলে পড়ে। আমার থেকে সে এক ক্লাস উপরে কিন্তু তবু সে আমার এক নম্বর বন্ধু। এ বাসায় আমাদের বয়সী আর কোন বাচ্চা নেই। যারা আছে তারা হয় অনেক ছোট, দিনরাত আমাদের জ্বালাতন করে, না হয় অনেক বড়, যারা আমাদের মানুষ বলে বিবেচনা করে না।

যেমন ধরা যাক, বড় চাচার কথা। তার ধারণা, ছোট বাচ্চারা হচ্ছে সাক্ষাৎ ইবলিশ। হয় তাদের ধরে শক্ত পিটুনি দেয়া দরকার, না হয় ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখা দরকার। সেজন্যে আমি বড় চাচাকে দুই চোখে দেখতে পারি না। অ ছাড়া বড় চাচার মত কৃপণ মানুষ এই পৃথিবীতে মনে হয় আর একটাও নেই। যদি অলিম্পিকে কৃপণ মানুষদের প্রতিযোগিতা থাকত, তাহলে বড় চাচা বাংলাদেশের হয়ে একই সাথে স্বর্ণ পদক আর রৌপ্য পদক নিয়ে আসতে পারতেন। তাঁর হাত থেকে একবার একটা আধুলি গড়িয়ে নালায় পড়ে গিয়েছিল বলে তিনি আধ ঘণ্টা একটা কাঠি দিয়ে নালার ময়লা ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন। পেনসিল যখন লিখে লিখে ছোট হয়ে যায়, আর যখন সেটা হাত দিয়ে ধরা যায় না, বড় চাচা তখন বাঁশের কঞ্চি বেঁধে সেটা লম্বা করে নেন। আমাদের স্কুলের লেখালেখি করতে হয় পেনসিল দিয়ে। একবার লেখার পর বড় চাচা রাবার দিয়ে ঘষে ঘষে লেখাগুলো তুলে সেখানে আবার লিখেন। চিনির দাম বেশি বলে বড় চাচা লবণ দিয়ে চা খান। আমাদের বাসায় পয়সা দিয়ে কোন খবরের কাগজ কেনা হয় না, বড় চাচা রাস্তার মোড় থেকে পড়ে আসেন। সকালবেলা বড় চাচার মুখ দেখলে নাকি সমস্ত দিন বরবাদ হয়ে যায়। বড় চাচা রিটায়ার করে চব্বিশ ঘণ্টা বাসায় থাকেন, সারা দিনে একটু পরে পরে তাঁর মুখ দেখতে হয় বলে মনে হয় আমার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

বড় চাচার পরের জন হচ্ছেন জয়নাল চাচা। জয়নাল চাচা হচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে নীরস মানুষ। সব সময় জয়নাল চাচা ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকাতে থাকেন। একটু পরে পরে কাঠিটা বের করে চোখ কুঁচকে দেখেন কান থেকে কিছু বের হল কি না। যদি কিছু বের হয়, তাহলে খুব যত্ন করে সেটা টেবিলের কোণায় মুছে ফেলেন। যখন তিনি ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকাচ্ছেন না, তখন তিনি ঝাঁটার কাঠি

www.MurchOna.com

দিয়ে দাঁত খোঁচাতে থাকেন। খানিকক্ষণ দাঁত খুঁচিয়ে তিনি কাঠিটা নাকের কাছে এনে শুঁকে দেখে মুখ বিকৃত করে ফেলেন। যদি নিজের মুখের দুর্গন্ধ নিজের কাছে এত খারাপ লাগে, তাহলে সেটা শুঁকতে যান কেন সেটা এক রহস্য। এই রকম নানা ধরনের নোংরা কাজ ছাড়া জয়নাল চাচার আর কোন কিছুতে উৎসাহ নেই। সেবার যখন সাইক্লোনে দুই লাখ লোক মরে গেল আমি জয়নাল চাচাকে খবরটা দিয়েছিলাম। শুনেও তিনি কান চুলকানো বন্ধ করলেন না। মুখে বললেন, অ। যেদিন আমেরিকা ইরাকে গিয়ে বোমা ফেলল, তিনি শুনেটুনে একটা হাই তুলে বললেন, অ। নীরা হত্যা মামলায় সাইফুদ্দিনের ফাঁসির খবর শুনেও সেই একই ব্যাপার। বললেন, অ। আমাদের এই জয়নাল চাচা অফিসে কি করেন আর অন্যেরা তাঁকে কিভাবে সহ্য করে আমার জানার খুব ইচ্ছে।

আমাদের চাচাদের আরেক ভাই হচ্ছেন সুন্দর চাচা। সুন্দর চাচার আসল নাম চান্দু, কিন্তু তাকে সেই নামে ডাকলে তিনি খুব রেগে যান। তাই তাকে সুন্দর চাচা বলে ডাকতে হয়। কেন তাকে সুন্দর চাচা ডাকতে হয় সেটা একটা রহস্য। তার মাঝে সুন্দরের কিছু নেই। তার মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। তিনি নানাভাবে চুলগুলোকে এদিক সেদিক পাঠিয়ে টাকটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন। তার সামনের দুটো দাঁত একটু উঁচু। বেশ কষ্ট করে সেটা ঠোঁট দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। তবে তার গায়ের রঙ ফর্সা। মানুষের গায়ের রঙ ফর্সা হলেই কি তাকে সুন্দর বলা যায়? সুন্দর চাচার গোলমাল অবশ্যি অন্য জায়গায়, তার মত এতবড় গালগল্প আর কেউ করতে পারে না। কোন অফিসে কেরানীর চাকরি করেন, কিন্তু তার কথা শুনলে মনে হয় তিনি বুঝি পাটমন্ত্রী বা আর কিছু। তিনি এক লাখ দু'লাখ টাকা ছাড়া কথা বলেন না। জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং নিয়ে যেভাবে কথা বলেন, তাতে মনে হতে পারে সব তার নাকের ডগায়। দেশের সব বড় বড় মানুষ নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করেন যেন সবাইকে তিনি চেনেন। তার পরামর্শ ছাড়া কেউ কোন কাজকর্ম করে না। সুন্দর চাচার কথা শুনলেই বোঝা যায় যে তিনি গুলপট্টি মারছেন। কিন্তু তিনি নিজে সেটা বুঝতে পারেন না। একজন বয়স্ক মানুষ গুলপট্টি মারছে শুনতে কেমন লাগে?

এই বাসার সবচেয়ে আজব মানুষ হচ্ছেন ছোট চাচা। তবে ছোট চাচা আজব হলেও মানুষটি খুব ভাল। বাসার বড়দের সবার ধারণা ছোট চাচা নিষ্কর্মা এবং অপদার্থ। কিন্তু ছোট চাচা মোটেও অপদার্থ না। ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, অনার্স পরীক্ষার আগে ঘোষণা করলেন এ বছর পরীক্ষা দেবেন না। পরীক্ষার প্রশ্ন নাকি আউট হয়ে গেছে। আউট হওয়া প্রশ্নের পরীক্ষা দেয়া আর গোবর খাওয়ার মাঝে নাকি কোন পার্থক্য নেই।

বাসার সবাই তখন খুব রাগ করল। সুন্দর চাচা বললেন, প্রশ্ন যদি আউট হয়ে থাকে, তাহলে এটাই তো সুযোগ, কিন্তু ছোট চাচা রাজি হলেন না। তার হাতখরচের টাকা আটকে দেয়া হবে বলে ভয় দেখানো হল কিন্তু ছোট চাচা গা করলেন না। প্রথম

www.MurchOna.com

ক'দিন ঘরে বসে যোগ ব্যায়াম প্র্যাকটিস করলেন (পদ্মাসনে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতেন, তখন গোলমাল করা নিষেধ ছিল)। তারপর চুল দাড়ি কাটা বন্ধ করে দিয়ে মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন। শুধু আতপ চাউল ধোয়া পানি খেতেন। ক'দিনের মাঝেই না খেয়ে খেয়ে তার চেহারা খারাপ হয়ে গেল। তখন আবার হঠাৎ করে খাওয়া শুরু করলেন, আর সে কী খাওয়া! চুল দাড়ি বড় হয়ে যখন তাকে চে গুয়েভারার মত দেখাতে লাগল, তখন তিনি হঠাৎ করে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ঘোষণা করলেন, তিনি বাসায় সাপের চাষ করবেন। সাপের বিষ নাকি সোনার দরে বিক্রি হয়। অনেক হৈ চৈ করে কোথা থেকে একটা ঢোরা সাপ ধরে আনা হল। একটা কাঁচের বয়ামে সেটা থাকত, খাবার দাবারে সেটার বেশি রুচি ছিল না। তাই অনেক খুঁজে একটা ইঁদুর ধরে আনা হল। সাপটা সত্যি যখন সেই ইঁদুরটাকে গিলে ফেলল, তখন বাসার সব বড়রা 'হ্যাক থুঃ' 'হ্যাক থুঃ' বলে ছোট চাচাকে প্রায় বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছিল। সাপের চাষ কতদূর এগুতো বলা যায় না কিন্তু তার মাঝে একদিন সাপটা বয়াম থেকে পালিয়ে গেল। এতদিন মানুষ দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে বলে মানুষকে ভয় পায় না। সোজা রান্নাঘরে গিয়ে বড় চাচীর পা পেঁচিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। সেটা দেখে বড় চাচী ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার করে ফিট! বাসার কাজের মেয়েটি কাছে বসে রুটি বেলছিল। বেলুন দিয়ে এক ঘা বসিয়ে সাপের বারোটা বাজিয়ে দিল। সেই ঘটনার পর এই বাসায় সাপের চাষ এবং ছোট চাচার ভবিষ্যৎ দুটোই একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে।

তবু এই বাসায় ছোট চাচা আছেন বলে আমরা কোনমতে টিকে আছি। তা না হলে সারা পৃথিবীতে এই বাসার মত নীরস আর আনন্দহীন বাসা মনে হয় একটিও নেই। গালিগালাজ ধমক খেয়ে আমরা বড় হই। বাসায় খেলার জায়গা নেই। ছাদে কিংবা বাসার সামনে এক চিলতে জায়গায় কিছু খেলার চেষ্টা করলেই সবার চিৎকার হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ছোট ফুফুর বিয়ে ভেঙে এ বাসায় যখন এসে উঠেছিলেন, তখন বাসায় একটু উত্তেজনা হয়েছিল, রাজু আসার পর আমার একটা বন্ধু হয়েছে। কিন্তু তারপর আর কিছু ঘটে নি। মনে হয় না কিছু ঘটবে। এই রকম করে বড় হয়ে হয়ে মনে হয় এক সময় আমরা কেউ বড় চাচা, কেউ জয়নাল চাচা আর কেউ সুন্দর চাচা হয়ে যাব। খুব কপাল ভাল থাকলে হয়ত ছোট চাচা হব। কিন্তু সে রকম কপাল আর ক'জনের হয়?

এরকম সময় আমাদের বাসায় হীরা চাচার একটা চিঠি এল আমেরিকা থেকে। সুদীর্ঘ চিঠি, বড় চাচার নামে এসেছে কিন্তু সবাইকে উদ্দেশ্য করে লেখা। চিঠির বক্তব্য হচ্ছে এরকম ঃ তাঁর বড় ছেলে খালেদের বয়স প্রায় তেরো হতে চলল; কিন্তু সে এখনো তার পূর্বপুরুষের দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বা ভাষা সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার জন্যে খালেদকে তিন মাসের জন্যে দেশে পাঠানো হবে, যেন সে দেশের পরিবেশে তিন মাস থেকে নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে

www.MurchOna.com

একটা ধারণা করতে পারে।

চিঠিটা পড়ে আমাদের মাঝে উত্তেজনার একটা ঢেউ বয়ে গেল। খালেদের বয়স তেরো অর্থাৎ একেবারে আমার আর রাজুর বয়স। আমেরিকা থেকে আসছে, মনে হয় একটা বাংলা শব্দও জানে না। কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার !

বাসার সব বড় মানুষেরা বসে খুব গম্ভীর গলায় আলোচনা শুরু করে দিল। বড় চাচা বললেন, খালেদ হীরার ছেলে মানলাম, কিন্তু একেবারে আমেরিকান বাচ্চা। এই বাচ্চাকে দেশে রাখার একটা খরচপাতি আছে না ?

সুন্দর চাচা বললেন, হীরার মাথায় তো বুদ্ধিসুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে। টাকাপয়সা নিশ্চয় দিয়েই পাঠাবে।

বড় চাচার চোখ সাথে সাথে লোভে চকচক করে ওঠে। মাথা নেড়ে বললেন, নিশ্চয়ই পাঠাবে। নিশ্চয়ই পাঠাবে।

ছোট ফুফু বললেন, কি খাবে এখানে ?

বড় চাচী বললেন, ভাত মাছ কি খায় ? পাওয়া যায় ঐ দেশে ?

কেউ তাঁর কথার উত্তর দিল না। আমাদের বাসায় মেয়েদের কোন রকম মানসম্মান নেই। সময় সময় মনে হয় তাদের অবস্থা বাচ্চাদের থেকেও খারাপ। একটু পরে বড় চাচা বললেন, আজকাল খাবার দাবারের যা দাম !

সুন্দর চাচা বললেন, সোনার গাঁ হোটেলের ম্যানেজারের সাথে আমার জানাশোনা আছে। আমি বলে দেব, হামবার্গার আর হট ডগ পাঠিয়ে দেবে বাসায়।

ছোট চাচা বললেন, বিদেশ থেকে একটা ছেলে দেশে এসেছে কি শুধু হামবার্গার আর হট ডগ খাওয়ার জন্যে ?

জয়নাল চাচা কান চুলকাতে চুলকাতে বললেন, অ।

আমার মা টেবিলের এক মাথায় মাথা গুঁজে কি একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন। হঠাৎ একটু হেসে ফেললেন। ছোট চাচা বললেন, ভাবী, আপনার কি মনে হয় ?

মা মাথা তুলে ছোট চাচার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং।

কি ?

সাইক্লপ নামে এক চোখের দৈত্যের কথা লিখেছে। নাবিকেরা নাকি এক দ্বীপে কঙ্কাল দেখেছে সাইক্লপের। বিরাট মাথা।

মা কথা বন্ধ করে আবার বইয়ের মাঝে ডুবে গেলেন। এখানকার একটা কথাও শুনেছেন বলে মনে হল না। কেউ আর তাকে বিরক্ত করল না। কখনো করে না।

রাজু ভয়ে ভয়ে বলল, কোথায় ঘুমাবে খালেদ ?

কেউ তার কথার উত্তর দিল না। এই বাসায় ছোটদের প্রশ্নেরও কোন উত্তর দেয়া হয় না। খানিকক্ষণ পরে সুন্দর চাচা বললেন, উপরে একটা ঘর খালি করতে হবে। বিছানা বালিশ মশারি —

বড় চাচা মাথা চুলকে বললেন, যা দাম লেপ তোষকের।

www.MurchOna.com

জয়নাল চাচা নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে লুঙ্গি চেপে শব্দ করে নাক ঝাড়লেন।

সুন্দর চাচা বললেন, আমার বোজম ফ্রেন্ডের এয়ার কন্ডিশনারের বিজনেস। সিঙ্গাপুর থেকে একটা চালান এসেছে। বললেই বাসায় লাগিয়ে দেবে।

রাজু আবার ভয়ে ভয়ে বলল, আমার ঘরে ঘুমাতে পারে। টেবিলটা সরালে আরেকটা বিছানার জায়গা হয়ে যাবে।

ছোট চাচা মাথা নাড়লেন। অন্য সবাই রাজুর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল। এই বাসায় ছোটদের সব কথা হয় বোকামি না হয় বেয়াদপি হিসেবে ধরা হয়। ভেবেছিলাম, রাজু একটা রাম ধমক খাবে, কিন্তু তার কপাল ভাল, খেল না। জয়নাল চাচা শুধু ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করলেন।

রাতে ঘুমানোর সময় আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি জান হীরা চাচার ছেলে আসছে আমেরিকা থেকে?

মা অন্যমনস্কের মত বললেন, তাই নাকি! আসছে নাকি?

হ্যাঁ, মা।

মা চুপ করে আবার কি একটা ভাবতে লাগলেন। আমার কথা শুনেছেন বলে মনে হল না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এক চোখের দৈত্যের কথা বলেছিলে মা?

হ্যাঁ। সাইক্লপ নাম।

কোথায় ছিল?

একটা দ্বীপে। মানুষ তার কঙ্কাল পেয়েছিল। সিন্দাবাদের গল্প পড়িস নি?

সত্যি পেয়েছিল মা?

মা হেসে ফেললেন। আজকাল আর বেশি হাসেন না, কিন্তু হাসলে মাকে এখনো কী সুন্দর দেখায়! মায়ের মাথার সব চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুখটা কী সুন্দর, বাচ্চা মেয়েদের মত!

কি হল মা? হাস কেন?

দৈত্য কি কখনো থাকে নাকি!

তাহলে কঙ্কাল পেল কেমন করে?

হাতির কঙ্কাল। যেখান থেকে শুঁড় বের হয় সেখানে গর্ত, মনে হয় বুঝি চোখ। তাই মানুষ ভেবেছিল, এক চোখের দৈত্য। দৈত্য কি আর আলাদা করে হয়? মানুষই দৈত্য হতে পারে। পারে না? একাত্তরে হয়েছিল না?

আমি কিছু না বুঝে মাথা নাড়লাম। মা অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে বললেন, ছেলেটা কষ্ট পাবে।

কোন্ ছেলেটা?

হীরার ছেলে। খালেদ। এই বাসায় কি মানুষ থাকতে পারে? পারে না। এই বাসায়

www.MurchOna.com

কোন আনন্দ নেই, কোন সুন্দর জিনিস নেই, কোন ভাল জিনিস নেই। এই বাসায় শুধু কুৎসিত জিনিস। তুই কেমন করে থাকিস টোপন? আমি হলে তো মরেই যেতাম।

আমি একটু অবাক হয়ে আমার মা'র দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মাথা খারাপ মা! আমার মাঝে মাঝে এত ইচ্ছে করে যে, মা আমাকে একবার একটু বুকে চেপে আদর করবেন, কিন্তু মা আমাকে কখনো হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেন না। এই ঘরে আমাদের আলাদা আলাদা বিছানা। আমি যখন শুয়ে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি আমার মা তখন মশারির ভিতরে বসে বসে বই পড়েন।

আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর আমার চোখে পানি এসে যেতে লাগল।

২. খালেদ

খালেদকে এয়ারপোর্ট থেকে আনার জন্যে বাসার সবাই এয়ারপোর্টে হাজির হল। একটা গাড়ি অনেক কষ্ট করে যোগাড় হয়েছে। সেটাতে ঠেলাঠেলি করে প্রায় সবাই এসে গেছে। সুন্দর চাচা বলেছিলেন, তাঁর এক বন্ধুর অনেকগুলো গাড়ি, তাকে সবসময় ব্যবহার করার জন্যে সাধাসাধি করেন। তাকে বলে একটা মাইক্রোবাস যোগাড় করে আনবেন। শেষ মুহূর্তে তিনি খবর আনলেন, গাড়ি নিয়ে সমস্যা হয়েছে। ইঞ্জিনের গোলমাল, কারবুরেটর না কি যেন পুড়ে গিয়েছে। তখন ছোট চাচা অনেক ছোটাছুটি করে এই গাড়িটা যোগাড় করেছেন। সেই গাড়িতে করে আমরা সবাই এয়ারপোর্টে এসেছি।

প্লেন সময়মত এসে নেমেছে, আমরা কাঁচের জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছি, তখন শেষ পর্যন্ত খালেদকে দেখা গেল। এতটুকু ছেলে একা আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে চলে এসেছে— আমাদের বিশ্বাস হয় না! তাকে দেখে অবশ্যি আমাদের একটু আশাভঙ্গ হল। আমাদের সবার ধারণা ছিল, তার গায়ের রঙ হবে ফর্সা, গাল হবে গোলাপী। তার পরনে থাকবে কোট এবং টাই, হাতে থাকবে চামড়ার এ্যাটাচি কেস। কিন্তু দেখা গেল তার গায়ের রং আমাদের মত শ্যামলা। পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা অত্যন্ত ঢিলা একটা রং ওঠা টি-শার্ট। দেখে মনে হয়, ভুল করে অন্য কারোটা পরে চলে এসেছে। টি-শার্টের বুকে লেখা 'ইকো ফার্স্ট'। তার মানে কি খোদায় জানেন। তার প্যান্টটা ভুসভুসে নীল রঙের। শুধু তাই নয়, মনে হল হাঁটুর কাছে একটু ছেঁড়া। পিঠে ক্যাটকেটে সবুজ রঙের একটা ব্যাগ। মাথায় বারান্দাওয়ালা একটা টুপি, সেটা আবার পরেছে উল্টো করে!

বড় চাচা বললেন, কাস্টমসে অনেক দেরি হবে। আমেরিকা থেকে আসছে। স্যুটকেস ভর্তি জিনিসপত্র। ছোট ছেলে পেয়ে অনেক হয়রানি করবে।

কিন্তু কাস্টমসে কোনই হয়রানি হল না। কারণ খালেদের কোন স্যুটকেসই নেই।

ঘাড়ের ক্যাটকেটে সবুজ ব্যাগটাই তার সব মালপত্র। আমেরিকা থেকে এই ছেলে একটা ছোট ঝোলা নিয়ে চলে এসেছে!

বড় চাচা ব্যাপারটা টের পেয়ে খুব ঘাবড়ে গেলেন। বারবার বলতে লাগলেন, কোন জিনিসপত্র আনে নাই? কী সর্বনাশ! হীরাটা এরকম গাধা হল কেমন করে? একটা ভি. সি. পি., কয়টা বিছানার চাদর আর টাওয়েল দিতে পারত না? হ্যাঁ, এই দেশে একটা খরচাপাতি আছে না?

জয়নাল চাচা কোন কথা না বলে খুব যত্ন করে তার নাকের একটা লোম ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই ব্যাপারটা তিনি নতুন আবিস্কার করেছেন।

খালেদ গেট থেকে বের হয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। আমরা জোরে জোরে হাত নাড়লাম, আমাদের দেখে সে তখন লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল। বড় চাচা এগিয়ে এসে তার পা বাড়িয়ে দিলেন পা ছুঁয়ে সালাম করবে আশায়, খালেদ তার ধারেকাছে গেল না। বড় চাচাকে পাশ কাটিয়ে আমার আর রাজুর কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, হায়।

মানুষজনের সর্বনাশ হয়ে গেলে মানুষ 'হায় হায়' করে, মহররমের মাসে শিয়াদের বুক চাপড়ে 'হায় হাসান' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করতে দেখেছি, কিন্তু এখানে 'হায়' মানে নিশ্চয়ই 'কি খবর'? আমরা কোন কথা না বলে দাঁত বের করে হেসে মাথা নেড়ে এগিয়ে গেলাম। সে এক সাথে আমার আর রাজুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ঠোপন?

আমি শুদ্ধ করে দিলাম, বললাম, টোপন।

সে আবার বলল, ঠোপন? তখন বুঝতে পারলাম যে, সে 'ট' বলতে পারে না। টিপু সুলতান নাটকে দেখেছিলাম ইংরেজ সাহেবরা এরকম করে কথা বলে। খালেদ তখন রাজুর দিকে তাকিয়ে বলল, ড়াজু?

আমি আর রাজু আনন্দে হেসে ফেললাম, কি সুন্দর রাজুকে ডাকল 'ড়াজু'। ঠিক যেরকম আমরা ভেবেছিলাম। খালেদ নিজেকে দেখিয়ে ভাঙা বাংলায় বলল, আমি ক্যালেদ।

আমরা হেসে গড়িয়ে পড়লাম। রাজু খালেদের পেটে গুঁতো দিয়ে বলল, দূর ছাই! তুমি ক্যালেদ হবে কোন্ দুঃখে? তুমি খালেদ।

খালেদ লাজুক মুখে আবার চেষ্টা করল, কাহ্লেদ?

শুনে আমরা আবার হেসে গড়িয়ে পড়লাম। আর আমাদের দেখে খালেদও হাসতে শুরু করল। তখন আমি, রাজু আর খালেদ একজন আরেকজনকে ধরে হাসতে লাগলাম। আর হাসতে হাসতে বুঝতে পারলাম, এই ছেলেটা যদিও আমেরিকা থেকে বড় হয়েছে কিন্তু সে একেবারে আমাদের মত একজন।

আমাদের তিনজনকে এভাবে হাসাহাসি করতে দেখে বড়রা যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা খুব বিরক্ত হল। বড় চাচা নিচু গলায় বললেন, আদব কায়দা কিছু শিখে নি মনে

www.MurchOna.com

হচ্ছে।

তিনি আবার এগিয়ে এসে কেশে গলা পরিষ্কার করে বইয়ের ভাষায় ইংরেজিতে বললেন, গুড ইভনিং খালেদ।

খালেদ তার দিকে তাকাতেই তিনি তাঁর পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে আবার বললেন, আমি তোমার বড় চাচা। গ্রেট আঙ্কেল।

খালেদ হাত বাড়িয়ে ইংরেজিতে বলল, আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।

বড় চাচাকে খুব সুখী দেখা গেল না। মুখ কালো করে হাত মিলিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে নিচু গলায় বললেন, আদব লেহাজ কিছু শেখায় নি। বেজন্মা ছেলে।

খালেদ আবার আমাদের দিকে এগিয়ে এল। ফিসফিস করে ইংরেজিতে বলল, এই বুড়ো মনে হচ্ছে মহা বদমেজাজি !

এয়ারপোর্টে খালেদকে যেমন হাসিখুশি এবং সবকিছুতে তার উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, বাসায় এসে সেটা উবে গেল। তাকে দোষ দেয়া যায় না। আমাদের বাসায় এলে যে কোন মানুষের মন খারাপ হয়ে যায়। অন্ধকার বাসা, ছোট ছোট রুম, ময়লা আসবাবপত্র, তেলতেলে রং ওঠা দেয়াল, মন ভাল হওয়ার কিছু নেই এই বাসায়। খালেদ খানিকক্ষণ বাইরের ঘরে বসে থেকে একবার বাথরুমে ঢুকে ফ্যাকাসে মুখে প্রায় ছিটকে বের হয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

খালেদ কোন উত্তর দিল না। কেমন জানি ভয় পাওয়া চোখে মাথা নাড়ল। আমারও সেরকম সন্দেহ ছিল, আমাদের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ময়লা বাথরুমে গিয়ে সে একটা বড় ধাক্কা খাবে। বাথরুমে একটা বিশাল মাদী মাকড়সা মাঝে মাঝে পেটে ডিম নিয়ে বসে থাকে। কে জানে আজকেও বসে ছিল কি না !

রাতে খালেদের আসা উপলক্ষে ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পোলাও, মুরগির কোরমা, কাবাব, ইলিশ মাছের ভাজা, সালাদ আর বোরহানি। আমরা খুব শখ করে খেলাম। খালেদ অবশ্যি কিছুই খেতে পারল না। প্লেটে খানিকটা পোলাও আর একটা মুরগির রান নিয়ে বসে রইল। আমেরিকায় নিশ্চয়ই কেউ কাউকে খাবার তুলে দেয় না। কারণ খালেদ খাচ্ছে না দেখে বড় চাচী এক সময় তার প্লেটে এক গাদা খাবার তুলে দিলেন। খালেদ তাই দেখে মনে হল আকাশ থেকে পড়ল। হাত উপরে তুলে অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আমি তো চাই নি ! কেন আমাকে দিচ্ছ? কেন?

খালেদ কথাটা বলল ইংরেজিতে, সেটা বড় চাচীকে অনুবাদ করে শোনাতে হল। আর সেটা শুনে বড় চাচী হঠাৎ কেমন জানি খুব লজ্জা পেয়ে গেলেন।

খালেদ বলতে গেলে কিছুই খেল না। যেটাই মুখে দেয়, সেটাই তার ঝাল লাগে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সে খেল একটু পোলাও, অল্প একটু মুরগির গোশত আর বেশ অনেকখানি আলু। পানি খাবার আগে সে কয়েকবার জিজ্ঞেস করল তার পানিটা ফোটানো কি না ওর 'পিডিয়াট্রিশান' নাকি বলে দিয়েছে পানিটা ফুটিয়ে খেতে। কঠিন

www.MurchOna.com

শব্দটার মানেটা কি কে জানে। মনে হয় ডাক্তারই হবে।

রাত্রি বেলা ঘুমানোর আগে খালেদ আমাদের ঘরে এসে মাকে বলল, চাচী, আমার বাবা আমাকে কয়েকটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট আর ট্রাভেলার্স চেক দিয়েছে, সেগুলো আপনাকে দিই?

আমাকে?

হ্যাঁ।

আমার মা খুব ভালো ইংরেজি জানেন। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, কেন বাবা?

ওগুলো মনে হয় ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে ভাঙাতে হবে।

আমি সেগুলো ভাঙিয়ে দেব?

হ্যাঁ।

খালেদ জানে না আমাদের বাসায় মেয়েমানুষদের বলতে গেলে মানুষ বলেই বিবেচনা করা হয় না। টাকা পয়সার ব্যাপারে, বিশেষ করে ব্যাঙ্ক ড্রাফট কিংবা ট্র্যাভেলার্স চেক তো কখনোই কোন মেয়ের হাতে দেয়া হবে না; তার ওপর আমার মা, যিনি গত দশ বছরে কোনদিন বাসা থেকে বের হননি, সবাই মনে করে যার একটু মাথা খারাপের লক্ষণ আছে— তাকে দেয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি খালেদকে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই মা বেশ শান্ত গলায় বললেন, ঠিক আছে বাবা, রেখে যাও। কাল ভোরে তোমাকে নিয়ে যাব।

দরজার বাইরে কয়েকজন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। মুহূর্তে সারা বাসায় খবর ছড়িয়ে গেল যে, খালেদ তার সমস্ত টাকাপয়সা আমার মা'র হাতে দিয়েছে, আর মা সেগুলো নিয়ে কাল ব্যাঙ্কে ভাঙাতে যাবেন। শুনে উত্তেজনায় জয়নাল চাচা দু' দু'বার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে এক টান দিয়ে নাকের কয়েকটা লোম ছিঁড়ে ফেললেন। বড় চাচার প্রায় হার্টফেল করার মত অবস্থা হল, নিজের বুক চেপে ধরে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, শাহানা ব্যাঙ্কে যাবে? টাকা ভাঙাতে? ডাক শাহানাকে।

শাহানা আমার মায়ের নাম। কেউ আমার মা'কে ডাকার সাহস পেল না। মা কখনো রাগারাগি করেন না, তবু সবাই মা'কে খুব ভয় পায়, ছোট ফুফু দিন রাত রেগেমেগে চিৎকার করেন তবু মনে হয় মাকে তার থেকে অনেক বেশি ভয় পায়।

বড় চাচী মিনমিন করে কি একটা বলার চেষ্টা করছিলেনবড় চাচা তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বললেন, সাংসারিক কোন জ্ঞান নেই, কিছু জানে না, কাউকে চেনে না, কোথায় গিয়ে কি করবে শাহানা? গুণ্ডা বদমাইস গিজগিজ করছে চারদিক!

সুন্দর চাচা বললেন, আমাকে বললেই হত, গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমার বোজম ফ্রেণ্ড। একটা ফোন করে দিলেই—

ছোট চাচাও বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন তবু নিজেকে শান্ত রেখে বললেন, এই বাসায় সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ ভাবী। চিন্তার কোন ব্যাপার নেই, ভাবী ঠিক সবকিছু সামলে

নেবেন।

খালেদ সব কথাবার্তা বুঝতে পারছিল বলে মনে হয় না তবু আন্দাজে ধরে নিল, মা'কে নিয়েই কথা হচ্ছে। হাতে একটা কিল দিয়ে বলল, সুপার লেডি! দিনরাত বই পড়েন। কী সাংঘাতিক!

সবাই অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকাল। বই পড়া জিনিসটাকে এই বাসায় সময় নষ্ট বলে ধরা হয়। পাঠ্যবই না হলে সেটাকে 'আউট বই' বলা হয়। কম বয়সীরা 'আউট বই' পড়লে নষ্ট হয়ে যায় বলে এই বাসায় 'আউট বই' পড়া নিষেধ। আমরা যদি পড়তে চাই লুকিয়ে পড়ি। ধরা পড়লে শক্ত মার খেতে হয়।

রাত্রে ঘুমানোর সময় আমি মা'কে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা ভাঙাতে পারবে?

মা বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, কি টাকা?

খালেদ যে টাকা দিয়েছে।

মা অন্যমনস্ক গলায় বললেন, কোন খালেদ?

আমি বুঝতে পারলাম মা আমার কথা ঠিক শুনছেন না, তাঁর বইয়ে ডুবে আছেন। আমি তাকে আর ঘাটালাম না।

পরদিন ভোরে সারা বাসায় একটা চাপা উত্তেজনা। আমার সন্দেহ ছিল যে, মা হয়তো ভুলে গেছেন কিন্তু দেখলাম মা ভোলেন নি। ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে আলমারি খুলে একটা ভাল শাড়ি বের করে পরলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করলেন, তাঁর হাতঘড়িটা বের করে সেটা চাবি দিয়ে চালানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু যে ঘড়ি দশ বছর চালানো হয় নি, সেটা চলতে রাজি হল না। মা ছোট চাচাকে ডেকে বললেন, তোমার ঘড়িটা দাও দেখি।

ছোট চাচা তাড়াতাড়ি তাঁর ঘড়িটা খুলে দিলেন। মায়ের সুন্দর হাতে ছোট চাচার গোবদা ঘড়িটা খুব খারাপ দেখাতে লাগল কিন্তু মায়ের সেটা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা হল বলে মনে হল না।

ছোট চাচা জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু লাগবে ভাবী?

না।

খুচরা টাকা আছে?

আছে। মা খালেদকে বললেন, চল বাবা।

খালেদ আজকে কমলা রঙের একটা টি শার্ট পরেছে। বুকে লেখা 'সেভ দা ট্রীজ' — গাছকে বাঁচাও। গাছকে কেমন করে বাঁচায় কে জানে। তার ক্যাটক্যাটে সবুজ রঙের ব্যাগটা ঘাড়ে নিয়ে সে মায়ের সাথে রওনা দিল।

মা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন তখন পিছু পিছু বাসার সবাই হেঁটে হেঁটে নামতে

www.MurchOna.com

লাগল। গেটের কাছে এসে বড় চাচা শেষবার মা'কে থামানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, শাহানা—

মা চোখ তুলে তাকালেন আর সাথে সাথে বড় চাচা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, ইয়ে মানে যা রোদ একটা ছাতা দেব? আমব্রেলা?

মা কিছু বলার আগেই খালেদ বলল, মাথা খারাপ হয়েছে? ছাতা? এই সুন্দর রোদে?

রোদ আবার সুন্দর হয় কেমন করে কে জানে।

মা খালেদকে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। আমরা দেখলাম মোড়ে একটা রিকশা থামিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে সেটাতে উঠে বসলেন, তারপর দু'জন রিকশা করে চলে গেলেন।

বাসায় একটা থমথমে আবহাওয়া নেমে এল। বড় চাচা বাজারে যেতে দেরি করছে অজুহাতে খামোখা কাজের ছেলেটার গালে একটা চড় কসিয়ে দিলেন। জয়নাল চাচা আর সুন্দর চাচা খুব গম্ভীর মুখে অফিসে গেলেন, যাবার সময় এমনভাবে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন যেন সব দোষ আমার। আমি চুপচাপ ছাদে গিয়ে বসে রইলাম। শুনতে পেলাম নিচে থেকে ছোট ফুফু বলছেন আমার মা'কে অনেক আগেই পাগলা গারদে আটকে রাখা উচিত ছিল তাহলে এখন আর এরকম ঝামেলা হত না।

মা খালেদকে নিয়ে-সকালে বের হয়েছেন, ঘণ্টা দু'তিনের মাঝে ফিরে আসার কথা ছিল কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেল তবু তাদের দেখা নেই। আস্তে আস্তে সবাই মায়ের ওপর ক্ষেপে উঠতে লাগল। বড় চাচা বললেন, মেয়েমানুষের বুদ্ধি আর কত হবে? খামোখা কোরআন শরিফে লিখেছে যে, মেয়েদের ধরে মারপিট করা দুরস্ত আছে?

বড় চাচী আর মেজ চাচী মুখ ঢেকে কি একটা বললেন ঠিক বোঝা গেল না। শুধু ছোট চাচা বললেন, ব্যাঙ্ক ড্রাফট ভাঙানো কি পানিভাত নাকি? সময় লাগবে না একটু? কেউ ভাঙিয়েছে কখনো?

আস্তে আস্তে বিকেল হয়ে গেল তবু মায়ের কোন দেখা নেই। অফিস থেকে সুন্দর চাচা আর জয়নাল চাচা ফিরে এসে খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। রাগের বদলে তখন আস্তে আস্তে সবাই ভয় পেতে শুরু করল। সুন্দর চাচা বললেন, মোড়ের দোকান থেকে সিটি এস. পি.কে একটা ফোন করে আসব?

কেউ তাঁর কথার উত্তর দিল না। ছোট চাচা বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, একবার রাস্তা ধরে এগিয়ে যান তারপর ফিরে আসেন। ভয়ে আমার কান্না পেতে লাগল, কি করব বুঝতে না পেরে ছাদে একা একা দাঁড়িয়ে রইলাম।

মা খালেদকে নিয়ে যখন ফিরে এলেন তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। রিকশাভর্তি বিচিত্র সব জিনিস, এক কাঁদি কলা, একটা মাটির কলসি, বেশ কিছু কবুতর আর এক

ঝাঁকা চিনেবাদাম। দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন চিনেবাদামওয়ালার কাছ থেকে ঝাঁকাসহ কিনে নেয়া হয়েছে। রিকশাওয়ালা খুব উৎসাহ নিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে দিল, কথা শুনে বুঝতে পারলাম সকালে যে রিকশাওয়ালাকে নিয়ে বের হয়েছেন, সেই সারাদিন মা আর খালেদকে নিয়ে ঘুরেছে।

বড় চাচা খুব রেগে আছেন, আমি জানি পারলে আমার মা'কে একেবারে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতেন, কিন্তু মায়ের সাথে কারো রেগে কথা বলার সাহস নেই। শুধু ছোট চাচা বললেন, ভাবী, এতো দেরি হল, কোন অসুবিধে হয় নি তো?

না। আজকাল মানুষজন অনেক ভাল হয়ে গেছে। নিজে থেকে এসে সাহায্য করে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অনেক সাহায্য করলেন।

মায়ের কথা শুনে বড় চাচা চোখ কপালে তুললেন, তাঁর ধারণা পৃথিবীতে সব মানুষ চোর আর বদমাইস, সবাই একে অন্যকে ঠকানোর চেষ্টা করে, তার মাঝে খুব সাবধানে থাকতে হয়। শুকনো গলায় মা'কে জিজ্ঞেস করলেন, ডলারে কত রেট পেয়েছ?

তা তো জানি না। ম্যানেজার যা দিল।

বড় চাচাকে দেখে মনে হল তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। খাবি খেয়ে বললেন, দে-দে-দেখি।

খালেদের কাছে পাসবই আছে। বাচ্চা ছেলে তাই আমার সাথে জয়েন্ট একাউন্ট করতে হল।

তো-তো-তোমার সাথে? বড় চাচা ভাঙা গলায় বললেন, আর কারো সাথে করলে ভাল ছিল না? কোন পুরুষ মানুষ, দরকার পড়লে যেন যেতে পারে। দায়িত্বশীল কেউ—

দরকার হবে না। আমি পুরো চেকবইয়ে সাইন করে খালেদকে দিয়ে দিয়েছি। এখন তার যখন দরকার, সাইন করে তুলে নেবে—

চে-চে-চেক সাইন করে দিয়েছ? স-স-সব চেক?

হ্যাঁ, মা গলা নামিয়ে বললেন, ব্যাঙ্কে অবশ্য কোন টাকা আছে কিনা জানি না। টাকা তুলে যা একটা কাণ্ড করল!

বড় চাচা সাবধানে একটা চেয়ারে বসে দুর্বল গলায় বললেন, কি কাণ্ড?

নিউমার্কেটে যে বাচ্চা ছেলেরা মিন্তির কাজ করে, সেরকম একজন ছিল সাথে। দুপুরে যখন খাওয়ার সময় হল খালেদ বলল, তাকে নিয়ে খাবে। সেই মিন্তির আবার অনেক সঙ্গী সাথী। সবাইকে নিয়ে এক চাইনিজ রেস্টুরেন্টে—

চা-চা-চাইনিজ রেস্টুরেন্টে?

হ্যাঁ, প্রথমে তো আমাদের ঢুকতেই দেবে না, গরিব ছেলেপুলে, খালি পা, খালি গা, হাতে ঝাঁকা, কেন ঢুকতে দেবে? তখন কয়েকটা কলেজের ছেলে ছিল তারা হৈ চৈ শুরু করে দিল। বলল, ঢুকতে না দিলে ওরা পুরো রেস্টুরেন্ট জ্বালিয়ে দেবে!

www.MurchOna.com

বড় চাচা আর কোন কথা বলতে পারছিলেন না। অনেক কষ্ট করে চি চি করে বললেন, তুমি করতে দিলে?

মা সুন্দর করে হাসলেন। বললেন, কেন দেব না? তার টাকা সে যেভাবে খরচ করতে চায়। মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন, দৃশ্যটা যদি দেখতেন! বিশাল একটা টেবিলে প্রায় কুড়িজন বাচ্চা ছেলেমেয়ে হৈচৈ করে চাইনিজ খাচ্ছে। কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে গিয়ে হেসে গড়াগড়ি। সে যা একটা দৃশ্য!

এ রকম সময় রাজু ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এল। বলল, টোপন?

কি?

ছাদে চল।

কেন?

আকাশে কবুতর ওড়ানো হবে। খালেদ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বড় চাচা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, পয়সা দিয়ে কবুতর কিনে আকাশে ওড়াবে মানে? পয়সা কি গাছে ধরে?

মা হেসে বললেন, কি আছে! ছোট বাচ্চারা যদি পাগলামি না করে তাহলে কি বুড়োরা করবে?

বড় চাচার চোখ দিয়ে আগুন বের হতে লাগল।

৩. পরিচয়

সপ্তাহখানেক পরের কথা। খালেদ আজকাল বাংলা বেশ ভালই বুঝতে পারে। বলতে এখনো অসুবিধা হয় কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের ইচ্ছে সে ইংরেজিতে কথা বলুক, তার ইংরেজি উচ্চারণ এত বিদেশী যে আমাদের তাক লেগে যায়। খালেদ কিন্তু চেষ্টা করে বাংলায় কথা বলতে। ভুল বাংলা, অশুদ্ধ বাংলা, হাস্যকর বাংলা, কিন্তু বাংলা তাতে কোন সন্দেহ নেই। সবাইকে চোখ বুঁজে সে তুমি করে ডাকে, কেউ কিছু মনে করে না, শুধু বড় চাচা খুব রেগে যান। বড় চাচা খুব চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাকে আদব কায়দা এবং ধর্ম শেখাতে কিন্তু খুব ভাল এগুচ্ছে বলে মনে হয় না। যেমন ধরা যাক, বাথরুমের সেই মাদি মাকড়সাটার কথা। হাদিসে নাকি আছে মাকড়সা মারা নিষেধ, তাই বড় চাচার কড়া হুকুম কেউ সেই মাকড়সা মারতে পারবে না। সেটা শুনেও খালেদ একদিন এক ঝাঁটার আঘাতে মাকড়সাটার বারটা বাজিয়ে দিল। বাথরুমে কেউ তার দিকে আট চোখে তাকিয়ে আছে সেটা নাকি সে সহ্য করতে পারবে না। বড় চাচা তাকে একটা বড় লেকচার দিলেন, খালেদ গা করল না।

তারপর ধরা যাক জয়নাল চাচার ব্যাপারটা। একদিন ঝাঁটার কাঠি দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে যাচ্ছেন, খালেদ হঠাৎ বলে বসল যে, সবার মাঝখানে বসে

www.MurchOna.com

দাঁত খোঁচানো খুব বাজে অভ্যাস। খোঁচাতেই যদি হয় তাহলে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে খোঁচানো উচিত। শুনে জয়নল চাচার চোখ গোল আলুর মত বড় হয়ে গেল। নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা শব্দ করলেন কিন্তু কিছু বললেন না। বড় চাচা একদিন কাজের ছেলেটাকে একটা চড় দিলেন, দেখে খালেদ বলল, এটা আমেরিকা হলে সে পুলিশে ফোন করে দিত আর পুলিশ এসে বড় চাচাকে ধরে নিয়ে যেতো। বড় চাচা থমথমে মুখে জানতে চাইলেন কেন, খালেদ বলল, শিশু নির্যাতনের অপরাধে। শুনে বড় চাচা অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। সুন্দর চাচার গুলপট্টি মারাও মনে হয় আগের থেকে একটু কমেছে, কারণ প্রত্যেকবার সুন্দর চাচা একটা গুলপট্টি মারতেই খালেদ হা হা করে হেসে উঠে বলে যে সুন্দর চাচা নাকি সত্য আর মিথ্যার মাঝামাঝি একটা ফ্যান্টাসির জগতে বাস করেন। এর নাকি চিকিৎসা দরকার। ভাল রকম চিকিৎসা না হলে শেষ বয়সে সুন্দর চাচাকে নাকি পাগলা গারদে থাকতে হবে।

বড়দের মাঝে শুধু ছোট চাচার সাথে তার খানিকটা ভাব হল কিন্তু সেটাও খুব বেশি নয়। ছোট চাচা সিগারেট খান আর খালেদ দুই চোখে সিগারেট দেখতে পারে না। ছোট চাচাকে সিগারেট খেতে দেখলেই সে এমন হৈ চৈ শুরু করে যেন সিগারেট নয়, বিষ খাচ্ছেন। খালেদের অত্যাচারে বাসায় ছোট চাচার সিগারেট খাওয়া বলতে গেলে বন্ধ, সিগারেট খাওয়ার অপকারিতার উপরে লম্বা লম্বা লেকচার শুনে খালেদকে দেখলেই ছোট চাচার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়।

বাসার মহিলাদের সাথে অবশ্যি খালেদের কোন সমস্যা নেই, তারা মনে হয় খালেদকে পছন্দই করেন। বড় চাচী, মেজো চাচী সবসময়ই বলছেন, আহা, এইটুকু ছেলে কোথায় কোন দেশে বাবা মাকে ফেলে একা চলে এসেছে। তাকে ভালমন্দ খাওয়ানোর জন্যে সবার খুব আগ্রহ। কিন্তু খালেদ খাওয়া নিয়ে বেশি ব্যস্ত নয়। তার প্রিয় খাবার আলু ভাজা, আলু ভর্তা এবং আলু সেদ্ধ। ভাত খায় আলাদা। একই জিনিস বারবার খেতে দেখে সবাই মনে হয় একটু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

খালেদের সাথে আমাদের অবশ্যি খুব ভাব হয়ে গেল। মনেই হয় না তাকে আগে কখনো দেখি নি। যখন আশে পাশে কেউ থাকে না, তখন সে মাঝেমাঝে আমেরিকার গল্প করে, নানা রকম নিষিদ্ধ গল্প, বড়রা জানতে পারলে মনে হয় খুনোখুনি হয়ে যাবে। খালেদের সাথে ইংরেজি বলার চেষ্টা করতে করতে আমাদের সবারই একটু একটু ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস হয়ে গেল, হাস্যকর ইংরেজি কিন্তু তবু তো ইংরেজি!

এভাবে আরো সপ্তাহ খানেক কেটেছে। একদিন খাবার টেবিলে সবাই বসে খাচ্ছি তখন বড় চাচী খালেদকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আমেরিকায় মেয়েরা নাকি খুব বেহায়ার মত কাপড় পরে?

বেহায়া কথাটার মানে কি খালেদকে বোঝাতে বেশ একটু সময় লাগল, বোঝার

পর সে পুরো কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, সেটা সত্যি নয়।

বড় চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন, কি বলছ তুমি, আমি নিজে দেখেছি!

খালেদ অবাক হয়ে বলল, আপনি কখন দেখেছেন? তার মুখে 'আপনি' কথাটা আসতে চায় না কিন্তু বড় চাচার সাথে জোর করে চেষ্টা করে।

তোমার স্কুলের ছেলেমেয়েদের ছবি। মেয়েদের ছোট ছোট কাপড়। আস্তাগফেরুল্লাহ্। পা দেখা যাচ্ছে! ছিঃ!

খালেদ প্রথমে একটু অবাক হল তারপর কেমন জানি রেগে উঠল, বলল, যেখানকার মানুষ সেরকম রীতিনীতি। যেরকম পোশাকে তারা অভ্যস্ত, সেটাই তাদের কাছে স্বাভাবিক। বাইরের মানুষের কাছে সেটা অস্বাভাবিক লাগলে কিছু করার নেই।

বড় চাচা বললেন, কিন্তু পরকাল রয়েছে, খোদার কঠিন শাস্তি রয়েছে।

খালেদ বলল, খোদার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—

তখন বড় চাচা ভীষণ রেগে গেলেন, তিনি যত জোরে কথা বলেন খালেদ তার থেকে জোরে কথা বলে, যাকে বলে একটা ফাটাফাটি অবস্থা। তর্ক যখন খুব জমে উঠেছে, প্রায় হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় তখন মা হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে বললেন, আমার মনে হয় খালেদ আর বাচ্চারা মিলে কোন এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসুক।

বড় চাচা থতমত খেয়ে বললেন, কেন?

মা বললেন, ছোট বাচ্চাদের বেড়াতে ভাল লাগে। এই বাচ্চারা অনেকদিন কোথাও বেড়ায় নি। তা ছাড়া এই বাসার পরিবেশ বলতে গেলে দূষিত! আনন্দের কিছু নেই।

বড় চাচা মুখ হা করে তাকিয়ে রইলেন। মা আবার বললেন, এদেশে অনেক সুন্দর জায়গা আছে, ঘুরে আসুক।

খালেদ টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, ইয়েস!

খালেদের সাথে থেকে থেকে আমাদেরও একটু একটু সাহস বেড়ে যাচ্ছে। আমরাও টেবিলে থাবা দিয়ে বললাম, ইয়েস!

সবাই চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। ছোট চাচা বললেন, কক্সবাজার থেকে ঘুরে আসতে পারে। পর্যটনের চমৎকার হোটেল আছে। সুন্দর বীচ।

বড় চাচা কেশে বললেন, কত পয়সা লাগে হোটেলে জানিস?

খালেদ আবার টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, পয়সার কোন চিন্তা নেই। আমার ব্যাঙ্কে এখনো কত টাকা। সবাইকে নিয়ে খরচ করার জন্যে বাবা দিয়েছেন।

বড় চাচা চুপ মেরে গেলেন, একটু পরে বিড়বিড় করে বললেন, খরচ করতে দিয়েছে, নষ্ট করতে দেয় নি।

ছোট চাচা বললেন, মনে হয় ভাবী ঠিকই বলেছেন। বাচ্চারা ঘুরে আসুক। কক্সবাজার খুব সুন্দর জায়গা। এত সুন্দর সমুদ্র আর কোথায় পাবে?

জয়নাল চাচা নাকের একটা লোম ছিড়তে গিয়ে থেমে গেলেন, সুন্দর চাচা

পর্যটনের বড় অফিসারকে চেনেন এই ধরনের একটা কথা বলতে গিয়ে মনে হয় খালেদের ভয়েই থেমে গেলেন।

বড় চাচী এমনিতে বেশি কথা বলেন না, আজ মৃদু স্বরে কিন্তু বেশ জোর দিয়েই বললেন, আমারও মনে হয় কোন সুন্দর জায়গা থেকে ঘুরে আসুক। এ বাসায় আর কি আছে আনন্দ করার মত?

বড় চাচা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বললেন, ঠিক আছে।

আমরা আরেকটু হলে আনন্দে চিৎকার করে উঠতাম কিন্তু তার শেষ কথাটা শুনে একেবারে চুপসে গেলাম। বললেন, সাথে বড় মানুষ কাউকে যেতে হবে, আমি নিয়ে যাব।

বড় চাচার সাথে আমি বেহেশতেও যেতে রাজি না। যদি সত্যি সত্যি বড় চাচা বেহেশতে যান (আমার খুব সন্দেহ আছে) তাহলে মনে হয় মানুষজন খুন করে আমি দোজখেই যাবো। বড় চাচার সাথে কক্সবাজার যাওয়া হবে একটা বড় বিভীষিকা। পয়সা বাঁচানোর জন্যে তিনি এমন সব কাজ করবেন যে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে যাব। তার ভিতরে ভাল কোন গুণ নেই, তার সাথে ভাল কিছু নিয়ে কথা বলা যায় না। বাসায় থাকলে তবু তার সাথে থাকতে হয় না, আমরা নিজেরা নিজেরা থাকতে পারি। সপ্তাহ খানেকের জন্যে কক্সবাজার গেলে চব্বিশ ঘন্টা তাঁর সাথে থাকতে হবে, চিন্তা করেই আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে।

খুব মন খারাপ করে আমরা উঠে এলাম, ব্যাপারটা কিভাবে অগ্রসর হয় দেখতে হবে। যদি দেখা যায় সত্যি বড় চাচা আমাদের সাথে রওনা দিচ্ছেন তাহলে বগলে রসুন নিয়ে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থেকে জ্বর বাঁধিয়ে ফেলতে হবে।

খোদা আছেন কি নেই সেটা নিয়ে মাঝে মাঝেই আমরা চিন্তাভাবনা করি। খালেদের ধারণা খোদা বলে কিছু নেই। আমার ধারণা খোদা আছেন কিন্তু আমাদের জন্যে নেই। রাজুর ধারণা আমরা ঠিকমত নামাজ রোজা করি না বলে খোদা আমাদের দিকে নেই, যদি নিয়মিত জুম্মার নামাজ পড়তে শুরু করি তাহলেই খোদা আমাদের কথা শোনা শুরু করবেন। আমার কখনই সেটা ঠিক বিশ্বাস হয় নাই।

কিন্তু সপ্তাহ শেষ হবার আগেই আমরা আবিষ্কার করলাম খোদা আছেন। শুধু যে আছেন তাই নয়, আমাদের দিকেই আছেন। খালেদ সেই মাদী মাকড়সাকে ঝাঁটা পেটা করার পরও খোদা মনে হয় তাকে এবং আমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন।

আমাদের রওনা দেবার কথা শুক্রবার রাতে। বৃহস্পতিবার সকালে বড় চাচা দেখলেন মেঝেতে একটা আধুলি পড়ে আছে। বড় চাচা নিচু হয়ে সেই আধুলিটা তুলতে গিয়ে আর সোজা হতে পারলেন না। বাঁকা হয়ে থেকে চিৎকার করতে থাকেন, তার পিঠে কোথায় নাকি টান পড়ে গেছে। তাকে সেই অবস্থায় চ্যাংদোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হল। পয়সা খরচ হবে বলে ডাক্তার ডাকা হল না। বড় চাচী

সর্ষের তেলে রসুন দিয়ে গরম করে পিঠে মালিশ করতে লাগলেন, আর বড় চাচা গরুর মত চিৎকার করতে থাকলেন। সেই চিৎকার আমাদের কানে যে কি মধুর লাগল সেটা আর বলার মত নয়!

ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, হোটেল রিজার্ভেশন হয়ে গেছে, এখন তো আর কিছু বাতিল করা যায় না। বড় চাচা যেতে পারছেন না তাই ঠিক হল ছোট চাচা আমাদের সাথে যাবেন। এতদিন আমরা কোন উৎসাহ পাচ্ছিলাম না, হঠাৎ করে আমাদের মাঝে উৎসাহের বান ডাকল। আমরা আমাদের ব্যাগ বোঝাই করতে শুরু করলাম। ট্রেনে পড়ার জন্যে সায়েন্স ফিকশান, সমুদ্র দেখে ভাব এসে গেলে কবিতা লেখার জন্যে নোটবই এবং কলম, ভ্রমণে কাজে লাগতে পারে সেজন্যে পকেটে রাখার মত ছোট চাকু, টর্চ লাইট, ফার্স্ট এইডের জন্যে ব্যান্ডেজ, এ্যান্টিসেপ্টিক, মাথা ধরার জন্যে এসপিরিন, পেটের গোলমালের ওষুধ। খালেদের একটা ছোট ক্যাসেট প্লেয়ার আছে সেটাতে শোনার জন্যে গানের ক্যাসেট। ছোট চাচা একটা ক্যামেরা যোগাড় করার চেষ্টা করছিলেন তখন দেখা গেল খালেদের নিজেরই একটা ক্যামেরা আছে, তবে ছবি তোলার তার কোন শখ নেই। আমি আর রাজু খোঁজাখুঁজি করে মাথায় পরার জন্যে বারান্দাওয়ালা টুপি বের করলাম, বাসায় পরলে সবাই হাসাহাসি করবে, একবার বের হলেই মাথায় দিয়ে দেব। উৎসাহে আমাদের শেষ কয়েকটি ঘন্টা আর কিছুতেই কাটতে চায় না।

৪. টি-রেক্স

আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছালাম খুব ভোরে। ট্রেনে ঘুমনো খুব সোজা নয়। বড় চাচা যাবেন ঠিক ছিল বলে সস্তা টিকিট কিনেছেন, না হয় একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কেনা যেত আর আমরা একেবারে মন্ত্রীদের মত আরামে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারতাম। আমি কখনো ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে উঠি নাই, না জানি কত মজা ফার্স্ট ক্লাসে! অবশ্যি সেটা নিয়ে আমাদের মনে একেবারেই কোন দুঃখ নাই, যখনই মনে পড়ছে যে বড় চাচা বিছানায় বাঁকা হয়ে শুয়ে আছেন, আনন্দে আমাদের মন ভরে যাচ্ছে। খোদা সত্যিই আছেন এবং আমাদের ওপর তাঁর নেক নজর আছে সেটা নিয়ে এখন আর আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কে জানে এবারে ফিরে গিয়ে হয়তো নিয়মিত জুম্মার নামাজ শুরু করে দেব।

আমরা বেশ খানিকক্ষণ ট্রেনে বসে থাকলাম। অন্ধকার কেটে যখন একটু আলো হল আমরা ট্রেন থেকে নেমে এলাম, সাথে বেশি মালপত্র নেই, যে যার নিজের ব্যাগ নিয়ে নেমেছি। খালেদের দেখাদেখি আমরাও টুপিটা পরেছি উল্টো করে, দেখতে নিশ্চয় একেবারে অভিযাত্রীদের মত লাগছে আমাদের। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, চোখে

www.MurchOna.com

এখনো ঘুম লেগে আছে। হাত মুখ ধুয়ে কিছু একটা খাওয়া দরকার। আমাদের জন্যে কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু খালেদের খাওয়া নিয়ে অনেক যন্ত্রণা। ফোটানো পানি ছাড়া কিছু খাওয়া নিষেধ, ভাল করে রান্না না করে খাওয়া নিষেধ। খোঁজাখুঁজি করে স্টেশনের বাইরে একটা রেস্টুরেন্ট বের করা হল, বাইরে তাওয়ায় পরোটা ভাজা হচ্ছে, গনগনে আগুন, কোন জীবাণু থাকার কথা নয়। আমরা সেই রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেলাম।

কক্সবাজারের বাসে যখন উঠেছি তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। বাসটা ছাড়তে একটু দেরি হল। বাসের ছাদে বস্তায় করে নানা রকম জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে, বড় বড় টায়ার, কার্ডবোর্ডের বাক্স বোঝাই রঙচঙে জিনিস, তেলের টিন, কি নেই! বাস ছাড়ার কিছুক্ষণের মাঝেই শহর থেকে বের হয়ে এলাম, দু পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ, বেশ লাগে তখন দেখতে। আমি খালেদকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে খালেদ?

ভালই। তবে—

তবে কি?

মনে হচ্ছে শরীরের পার্টস সব খুলে আসবে।

কেন?

ঝাঁকুনি দেখছ না?

আমি বেশ অবাক হলাম। চমৎকার রাস্তা, ঝাঁকুনির এমন কিছু চিহ্ন নেই। আমেরিকার রাস্তা কি মাখন দিয়ে তৈরি?

ভেবেছিলাম অভ্যেস নেই বলে এই ঝাঁকুনিতেই খালেদের শরীর খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু অবাক ব্যাপার, তার কিছু হল না, ঘণ্টা দুয়েক পর কথা নেই বার্তা নেই রাজু হড় হড় করে তার সামনে বসে থাকা মানুষটার ঘাড়ে বমি করে দিল। বমিতে আধা হজম হওয়া পরোটা, সব্জি সব আলাদা আলাদা করে চেনা যায়। সামনের মানুষটি খুব বিরক্ত হল সত্যি কিন্তু বাচ্চা একটা ছেলে যদি শরীর খারাপ করে বমি করে দেয় তাহলে তো তার ওপরে রাগ করা যায় না। বাসটা থামানো হল একটু পরেই। একটা ছোট বাজারের মতন জায়গা। কয়েকটা দোকান, কিছু ফেরিওয়ালা, মাইক লাগানো একটা মসজিদ। বাসের সব মানুষ নেমে গেল, হাত পা ছড়িয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করবে। রাজু যার ঘাড়ে বমি করে দিয়েছে সেই মানুষটিকে দেখলাম তার শার্ট খুলে খুব ভালো করে টিউবওয়েলে ধোয়ার চেষ্টা করছে।

বমি করার পর বোধ হয় রাজুর শরীর একটু ভাল লাগতে থাকে। দেখলাম সে কথাবার্তা বলা শুরু করেছে, বাসে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। বাসের ওপর থেকে কিছু জিনিসপত্র নামিয়ে আবার অন্য জিনিসপত্র তোলা শুরু করেছে, মনে হয় বাস ছাড়তে একটু দেরি হবে। ছোট চাচা একটা সিগারেট ধরালেন এবং খালেদ সাথে সাথে তার লেকচার শুরু করল, বলল, সিগারেট খাওয়া আর নিজের মাথায় গুলি করার

www.MurchOna.com

মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

ছোট চাচা বললেন, আমি তো নিজের মাথায় করছি, তোমার মাথায় তো করছি না।

একটা সিগারেট খেলে দশ মিনিট আয়ু কমে যায়।

আয়ু যতো কমে তত ভাল। বুড়ো মানুষদের কত যন্ত্রণা দেখেছ?

সিগারেট খেলে লাংস ক্যান্সার হয়। লাংস ক্যান্সারের মৃত্যু ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মৃত্যু।

ছোট চাচা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কোন্ মৃত্যু আরামের?

খালেদ তর্কে বেশি সুবিধে করতে না পেরে হঠাৎ লাফিয়ে ছোট চাচার মুখ থেকে সিগারেটটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। ছোট চাচা কিছু বোঝার আগেই সে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়েছে রাস্তার ওপারে। অন্য কেউ হলে ছোট চাচা রেগে মেগে একটা কাণ্ড করতেন, কিন্তু খালেদের ওপর রাগবেন কেমন করে? সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে সিগারেট খাওয়া আর মানুষ খুন করার মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

ছোট চাচা আরেকটা সিগারেট ধরাবেন কি না বুঝতে পারলেন না। খালেদের দিকে একবার বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেঁটে অন্যদিকে চলে গেলেন। ঠিক তখন দেখতে পেলাম এক কোণায় বেশ কিছু মানুষের জটলা, সেখান থেকেই রাজু আমাদের হাত তুলে ডাকছে। রাস্তার পাশে আশ্চর্য মলম, দাঁতের মাজন, সাপ কিংবা বানরের খেলায় খালেদের খুব উৎসাহ, রাজুকে দেখে সে প্রায় সাথে সাথে ছুটে গেল।

ভিড় ঠেলে ঢুকে দেখি মাটিতে একটা চাদর বিছিয়ে সেখানে ছোট ছোট কৌটায়, ছোট ছোট বাক্সে নানারকম গাছগাছড়া, ওষধপত্র সাজানো। পেছনে দড়ির মতো শুকনো একজন মানুষ চিৎকার করে হাত পা নেড়ে কথা বলছে। নানা রকম অসুখের বর্ণনা— বেশির ভাগই অসভ্য অসুখ এবং কিভাবে তার আশ্চর্য ওষুধ দিয়ে সেই সব অসুখ নিরাময় হয় তার উপরে বক্তৃতা। এক পাশে নানা রকম হাড়গোড়, একটা মানুষের মাথার খুলি আর একটা বিশাল হাড়। এতো বড় হাড় কোন্ প্রাণীর কে জানে।

খালেদ বড় হাড়টা দেখে খুব অবাক হয়ে গেল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কিসের হাড়?

আমি তো জানি না।

ছোট চাচা এই সময় বাস থেকে আমাদের নাম ধরে ডাকলেন। বাস নিশ্চয়ই ছেড়ে দিচ্ছে।

খালেদ তখনো অবাক হয়ে হাড়টার দিকে তাকিয়ে আছে, আমাকে আবার বলল, জিজ্ঞেস কর তো কিসের হাড়।

দড়ির মত শুকনো লোকটা তখন খুব উত্তেজিত হয়ে সপ্ত ধাতু দিয়ে তৈরি কি একটা মহৌষধের কথা বলছে, মাঝখানে তাকে বাধা দেয়া ঠিক না, কিন্তু আমাদের বাসও ছেড়ে দিচ্ছে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না লোকটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতেই হল, ওটা কিসের হাড়?

www.MurchOna.com
==

www.MurchOna.com

লোকটা থতমত খেয়ে থেমে গেল। বেশ বিরক্ত হল, ভেবেছিলাম আমার কথার উত্তরই দেবে না, কিন্তু উত্তর দিল। গম্ভীর হয়ে বলল, পাহাড়ি দানো।

পাহাড়ি দানো?

হ্যাঁ।

সেটা আবার কি?

পাহাড়ে থাকে। বটগাছের সমান উঁচু। একটা দাঁত হাত দুই লম্বা।

আমার মুখে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠেছিল, কারণ দেখলাম হঠাৎ লোকটা খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, আমার কথা বিশ্বাস করলে না? মনে করছ দুই চার পাতা বই পড়েছ বলে আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় যা যা আছে সব জান, হ্যাঁ?

আমি কিছু বললাম না। লোকটা এবার মাথা এগিয়ে বলল, এই হাড্ডিটা এসে তুলো দেখি!

বাস একটা হর্ন দিল সাথে সাথে ছোট চাচার ক্রুদ্ধ গলার স্বর শুনতে পেলাম কিন্তু এত বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দিই কেমন করে? এগিয়ে গিয়ে হাড়টা তোলার চেষ্টা করে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম, ভয়ংকর ভারী— যেন হাড় নয়, পাথর। খালেদও এগিয়ে এসে তোলার চেষ্টা করল, পারল না। সে অবাক হয়ে একবার লোকটার দিকে তাকাল তারপর কেমন যেন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ফসিল!

কি?

ফসিল।

ফসিল?

হ্যাঁ, ডাইনোসোরের ফসিল।

বাসটা খুব খারাপ ধরনের লম্বা একটা হর্ন দিয়ে নড়তে শুরু করল, খালেদ তখনো হাড়টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, চল খালেদ।

খালেদ ফিসফিস করে বলল, আমি যাব না।

কি বললে?

আমি যাব না।

আমি অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকালাম, হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে সত্যিই যাবে না!

ছোট চাচা বেশি রাগেন না বলে রাগলে কি করতে হয় ঠিক জানেন না। বারবার শুধু ডান হাতটা ওপরে তুলে নাচার মত একটা ভঙ্গি করে একটু একটু তোতলাতে থাকেন। রাগলে ছোট চাচা ইংরেজিতে কথা বলতে থাকেন, বেশি রাগলে আবার ইংরেজিটাও ঠিক বের হয় না, ঢাকাইয়া কথা বের হতে থাকে! রাগটা খালেদের উপরে, কিন্তু সে একেবারেই গা করল না, একটু পরে চোখ বড় বড় করে বলতে লাগল, ফসিল! সত্যিকারের ফসিল! ডাইনোসোরের ফসিল!

www.MurchOna.com

শেষ পর্যন্ত ছোট চাচার রাগ একটু কমল, বাস থেকে নামানো আমাদের মালপত্রের ওপর বসে পড়ে গজগজ করতে করতে একটা সিগারেট ধরালেন, খালেদ পর্যন্ত সেটা সহ্য করে গেল। বাসের টিকিটের ভাড়াটা এর মাঝে গেছে, সময় মত কক্সবাজারে না পৌঁছালে হোটেলের রিজার্ভেশনের টাকাটাও গচ্চা যাবে। বড় চাচা হলে এতক্ষণে খুনোখুনি হয়ে যেত, ছোট চাচা বলে রক্ষা।

ছোট চাচার মেজাজটা ঠাণ্ডা হওয়ার পর খালেদ হাত পা নেড়ে বলল, এটা ডাইনোসোরের ফসিল।

তোমায় কে বলেছে এটা ডাইনোসোরের ফসিল?

পৃথিবীতে আর কোন জন্তু নাই যার এতবড় হাড় আছে। আর এটা কতখানি ভারী দেখেছ? ঠিক ফসিল যে রকম হয়।

তুমি কেমন করে জান?

আমি জানি। গত বছর আমরা ডাইনোসোরের উপর একটা প্রজেক্ট করেছি। ডাইনোসোরের উপর পড়াশোনা করার জন্যে আমরা কয়েকজন পিটসবার্গ গিয়েছিলাম। আমি ফসিল চিনি।

হুঁম। ছোট চাচা গুম হয়ে বসে রইলেন।

একটা হাড় কত বড় সেটা দেখেই জন্তুর সাইজ বলা যায়। এটা বড় কোন ডাইনোসোর। ব্রাকিওসোরাস না হয় ডিপ্লোডোকাস। লোকটার কথা যদি সত্যি হয় যে, এর দু'হাত লম্বা দাঁত তাহলে এটা নিশ্চয়ই টি-রেক্স।

টি-রেক্স?

হ্যাঁ। টাইরানোসোরাস রেক্স। সংক্ষেপে টি-রেক্স। ভয়ঙ্কর ডইনোসোর!

ছোট চাচা কোন কথা বললেন না, খালেদ আবার চোখ বড় বড় করে বলল, বিশ্বাস করতে পারেন যে আশপাশে কোথাও ডাইনোসোরের ফসিল রয়েছে। সত্যিকারের ফসিল! বিশ্বাস করেন?

খালেদের এরকম উত্তেজনা দেখে আমি আর রাজুও মোটামুটি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, ছোট চাচাও মাথা নাড়লেন, বললেন, তা ঠিক, পৃথিবীতে ডাইনোসোরের ফসিল আর কত জায়গায় পাওয়া যায়?

আমাদের খুঁজে বের করতে হবে জায়গাটা।

ছোট চাচা একটু অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়লেন।

রাজু জিজ্ঞেস করল, কেমন করে বের করবে?

খালেদ বলল, ঐ লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কোথায় পেয়েছে।

আমি বললাম, আমরা জিজ্ঞেস করলে আমাদের হয়তো পাত্তাই দেবে না, ছোট চাচা, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

ছোট চাচা তার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, চল চাই।

ওষুধ বিক্রি করার শুকনো মানুষটার কাছে তখন ভিড় একটু কম। সে লম্বা বক্তৃতা

www.MurchOna.com

দিয়ে মনে হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বসে বসে তাই বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাদের দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল। ছোট চাচা জিজ্ঞেস করলেন, কি চাচা মিয়া, ব্যবসাপাতি কেমন? নবযৌবন সালসা কেমন চলছে?

আর ব্যবসাপাতি! লোকজনের ভাত খাওয়ার পয়সা নেই, নবযৌবন সালসা কিনে কেমন করে?

লোক ঠকানোর বিজনেস, যত কম হয় ততই ভাল! কি বলেন ?

ভাবলাম ছোট চাচার কথা শুনে লোকটা খুব রেগে যাবে, কিন্তু রাগল না। মুখ বাঁকা করে একটু হেসে বলল, কি চান বলেন?

ছোট চাচা ডাইনোসোরের ফসিলটা দেখিয়ে বললেন, এই হাড়টা কোথায় পেয়েছেন?

লোকটা ভুরু কুচকে বলল, কেন?

এমনি জানতে চাই।

এমনি?

হ্যাঁ, ছোট চাচা উদাস মুখে বললেন, এমনি। কোথায় পেয়েছেন?

লোকটা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছোট চাচার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, বলতে পারি কিন্তু পাঁচশ টাকা লাগবে।

ছোট চাচা হে হে করে খুব খারাপ ভঙ্গি করে হেসে উঠে বললেন, আপনার কি ধারণা গাছে টাকা ধরে? হ্যাঁ? লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলে একশ টাকার নোট ঝুরঝুর করে নিচে পড়তে থাকে? নাকি আমাকে দেখে মনে হয় আমি আদম ব্যাপারী? মানুষের বিজনেস করে এত টাকা কামিয়েছি যে, আপনার মুখ দেখে পাঁচশ টাকা দিয়ে দেব?

লোকটা সরু চোখে ছোট চাচার দিকে তাকিয়ে রইল আর ছোট চাচা সিনেমার ভিলেনের মত মুখ করে উঠে আসতে শুরু করলেন। খালেদ ছোট চাচার হাত জাপটে ধরে বলল, কি করছেন আপনি? কি করছেন? রাজি হয়ে যান।

আরে দাঁড়াও তো! দ্যাখ, এখনি ডাকবে।

সত্যি সত্যি আমরা দশ পাও যাই নি, লোকটা আবার ডাকল, শুনেন।

কি হল?

কত দেবেন?

পয়সাকড়ি কোথা থেকে দেব? জিনিসটা যদি খাঁটি হয় খবরের কাগজে আপনার নাম ধাম লেখা হবে, ছবি ছাপা হবে।

শুনে লোকটার মুখ কেমন জানি বিষণ্ণ হয়ে গেল। মাথা নেড়ে বলল, খবরের কাগজে নাম দিয়ে কি আর পেট ভরে? নাকি সংসার চলে? ওসব আপনাদের ব্যাপার। আমার কোন নামের দরকার নাই, নাম আপনারাই নেন। আমি একটা দরকারি খবর দেই আপনারা কিছু সাহায্য করেন। চুরিচামারি তো করি না। স্বাধীন ব্যবসা করি।

ছোট চাচা চুপ করে বসে রইলেন। লোকটা বলল, ঠিক আছে, তিনশ টাকা দেন।

www.MurchOna.com

দুইশ।

আড়াইশ লোকটা মুখে একটু মিনতির ভাব করল, তখন ছোট চাচা রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, ঠিক আছে আড়াইশ।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলেন একটু চা খাই, গলাটা শুকিয়ে গেছে। চা খেতে খেতে কথা বলি।

আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা একপাশে বসে থাকা একটা কালো মতন বাচ্চাকে ধমক দিয়ে বলল, হেই কাউলা, বস এখানে। খবরদার, পাঁচ টাকার কমে কোন নবযৌবন সালসা দিবি না।

কালো মতন ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, জে, দেব না।

কে জানে সত্যিই ছেলেটার নাম কাউলা নাকি গায়ের রঙ কালো বলে ওকে কাউলা ডাকছে।

রেস্টুরেন্টে চা খেতে লোকটা যা বলল, তার সারমর্ম এরকম : সে নিজে এই হাড়টা যোগাড় করে নি। তার বড় শালা তাকে দিয়েছে। বান্দরবনের ভেতর দিয়ে একটা নদী ভেতরে চলে গেছে, নদীর নাম শঙ্খ নদী, স্থানীয় লোকজন বলে সাঙ্গু। সেই নদী ধরে পুরো দিন পাহাড়ে উঠে গেলে একটা জায়গা আসে সেটার নাম ঝুমিয়া। জায়গাটা চেনার সহজ উপায় আছে, খুব সুন্দর একটা ঝরনা আছে সেখানে। সেই ঝুমিয়া থেকে দুই পাহাড়ের মাঝে দিয়ে ঝরনার স্রোতধারা বেয়ে প্রায় কুড়ি মাইল হেঁটে গেলে একটা হ্রদ পাওয়া যায়। সেই হ্রদের পানি নাকি আকাশের মত নীল। সেই হ্রদের তিন দিক পাহাড় দিয়ে ঢাকা, পাহাড়গুলি পাথরের, পাথরগুলির রঙ নাকি আগুনের মত। সেই পাথরের মাঝে নাকি নানারকম জন্তু জানোয়ারের হাড় ছড়ানো ছিটানো আছে। লোকটার বড় শালা শঙ্খ নদীতে নৌকা চালায়, সে একসময় গিয়েছিল। সেই এই হাড়টা এনে দিয়েছে। তার কাছে শুনেছে দৈত্যের মত বড় নাকি জন্তুর মাথা, তার বড় বড় দাঁত হাত দুই হাত লম্বা।

খালেদ নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল, কথা শেষ হবার সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করল, আর কেউ কি জানে এটা সম্পর্কে? আর কেউ উৎসাহ দেখিয়েছে?

লোকটা বলল, মনে হয় খুব বেশি মানুষ জানে না। কেউ কোন উৎসাহও দেখায় নাই। কয়েকজন বিদেশী একবার একটু উৎসাহ দেখিয়েছিল কিন্তু আজকাল বিদেশীরাও খুব চালু হয়ে গেছে, হাত দিয়ে পয়সা গলতে চায় না।

খালেদ জানতে চাইল বান্দরবন কেমন করে যেতে হয়, থাকার জন্যে হোটেল আছে কি না। খাওয়ার ভাল রেস্টুরেন্ট আছে কি না।

লোকটা ভাল উত্তর দিতে পারল না, তবে তার বড় শালার নাম ঠিকানা লিখে দিল। সে স্থানীয় মানুষ, ভাল খোঁজখবর দিতে পারবে। দরকার পড়লে এক দু'রাত তার বাড়িতে থাকা কোন সমস্যা না। গরীব মানুষ কিন্তু আদর যত্ন ঠিকই করবে।

www.MurchOna.com

খালেদ তখনি তার নাম ঠিকানা লিখে নিল।

ছোট চাচা বাইরে এসে একটা গাছের নিচে বসে তখন একটা জরুরী মিটিং ডাকলেন। বললেন, কক্সবাজারে আমাদের হোটেলে রিজার্ভেশান করা আছে। আমাদের এখন সেখানে গিয়ে প্রথমে পুরো ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করা দরকার। দু'একদিন থেকে খোঁজখবর নিয়ে কিছু একটা করা যাবে।

খালেদ বলল, আপনি যান কক্সবাজার। আমি যাচ্ছি না।

ছোট চাচা রাগ চেপে বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বান্দরবন হয়ে ঝুমিয়া। সেখান থেকে টি–রেক্সের সন্ধানে।

তুমি একা?

আর কেউ যদি না যায় তাহলে একা।

ছোট চাচা খাঁটি বাংলায় খালেদকে একটা গালি দিয়ে বললেন, তুমি একা বান্দরবনের পাহাড়ি জঙ্গলে যেতে পারবে?

আমি আমেরিকা থেকে একা চলে এসেছি।

আমেরিকা আর বান্দরবন এক জায়গা হল?

যে আমেরিকায় থাকতে পারে সে পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারে। সেখানে প্রত্যেক তিন মিনিটে একটা মানুষ খুন হয়। পাঁচ মিনিটে — খালেদ হঠাৎ থেমে গেল।

পাঁচ মিনিটে কি?

নাহ্। কিছু না।

তোমার বাবা যদি খবর পায়—

কিছু হবে না। খালেদ তার ঝোলাটা হাতে নিয়ে বলল, কে যাবে আমার সাথে?

আমার বুক ধুক ধুক করতে থাকে। দিনরাত বড়দের গালিগালাজ খেয়ে আমাদের মনটাই ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু এখন এই রকম সুযোগ তো আমি ছেড়ে দিতে পারি না। দাঁড়িয়ে বললাম, আমি যাব।

ছোট চাচা দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, টোপন, তোর মাথা যদি আমি চিবিয়ে না খাই।

রাজুও ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমিও যাব।

ছোট চাচার মুখ রাগে থমথম করতে থাকে। কাঁপা হাতে তিনি আরেকটা সিগারেট ধরালেন। খালেদ নিচু গলায় বলল, সিগারেট খাওয়া আর মাথায় গুলি করার মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

ছোট চাচা এত জোরে চিৎকার করে বললেন 'চুপ কর' যে আশপাশের সব লোক ঘুরে তার দিকে তাকাল। গাছের ওপর দুইটা পাখি কিচমিচ করে ঝগড়া করছিল, ভয় পেয়ে সেগুলি উড়ে গেল হঠাৎ।

www.MurchOna.com

৫. ফ্রেডারিক সাহেব

বান্দরবনে যে বাসটা যায়, সেটি আসলে বাস নয়, একসময় সেটি ছিল একটা জীপ। এখন তার ওপরে নিচে মানুষের বসার জায়গা করায় সেটি একটি বিদ্‌ঘুটে জিনিসে পরিণত হয়েছে। আমরা বসেছি তার ছাদে। আমাদের এক পাশে একটা বস্তা বোঝাই তামাক, অন্য পাশে ঝাঁকা বোঝাই মুরগি। এক পাশ থেকে আলকাতরার দুটি টিন ঝুলছে। যে বস্তাটায় হেলান দিয়ে বসেছি, গন্ধ থেকে বোঝা যাচ্ছে সেটা আসলে শুঁটকির বস্তা। দেখে মনে হয়েছিল খুব বেশি হলে এখানে সাত আটজন মানুষ বসতে পারবে কিন্তু ওপরে নিচে মিলে প্রায় তিরিশজন মানুষ, তার মাঝে বেশ কয়েকজন চাকমা না হয় মগ। এতটুকু জায়গায় এতজন মানুষ কেমন করে বসেছে সেটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আমি, রাজু আর খালেদ এই গাড়িটার ছাদে। ছোট চাচা ভেতরে বসে রাগে ফুলছেন। প্রথমে বলেছিলেন তিনি কক্সবাজার যাচ্ছেন, আমাদের যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারি, জাহান্নামে গেলেও তার কোন আপত্তি নাই বরং তিনি সেটা পছন্দই করবেন। যখন দেখলেন আমরা সত্যি সত্যি বান্দরবনের দিকে রওনা দিচ্ছি তখন আমাদের সঙ্গে এসেছেন। যখন বাসায় ফিরে যাব তখন আমাদের কি অবস্থা হবে সেটা নিয়ে আমাদের খুব বেশি দুশ্চিন্তা নেই। বাসার বড় মানুষেরা ছোট চাচার কি অবস্থা করবে সেটা চিন্তা করে বরং ছোট চাচার জন্য একটু দঃখই লাগছে।

বান্দরবনের রাস্তাটা অপূর্ব সুন্দর। আমি এর আগে কখনো এত সুন্দর রাস্তা দেখিনি। দুই পাশে পাহাড়, গাছগাছালি ঢাকা, মনে হয় কোথাও কোন মানুষ নেই, হঠাৎ করে দেখা যায় কিছু পাহাড়ি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তা এঁকেবেঁকে একবার ওপরে উঠে যায় একবার নিচে নেমে যায়। মাঝেমাঝেই পাহাড় এতটা খাড়া হয়ে যায় যে তখন গাড়ি আর নড়তে চায় না। সবাইকে নেমে তখন গাড়িটা ঠেলতে হয়। খালেদের তখন কী উৎসাহ! মাঝখানে হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি দাঁড়া করিয়ে হেলপার একটা বালতি নিয়ে ছুটে গেল। তারপর হুড খুলে রেডিয়েটরে পানি ঢেলে দেয়, টগবগ করে সেখানে পানি ফুটতে থাকে। খালেদের চোখেমুখে একটা অবিশ্বাস্য দৃষ্টি। আমাকে ফিসফিস করে বলল, মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি!

স্বপ্ন?

হ্যাঁ। কোনদিন কল্পনাও করি নাই এরকম একটা নির্জন পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গাড়ির ছাদে বসে বসে যাব। এইরকম দৃশ্য, এইরকম অ্যাডভেঞ্চার! গল্পের বইয়েও তো এ রকম হয় না। হয়?

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম, খালেদ আবার বলল, কী আশ্চর্য! আসলেই এটা হচ্ছে। আমার নিজের জীবনে! বিশ্বাস হয়?

রাজু ফিসফিস করে বলল, যখন বাসায় যাব যা একটা মার দেবে—

www.MurchOna.com

আরে ধুর ! ভুলে যা বাসার কথা !

বান্দরবনের রাস্তাটা অপূর্ব, কিন্তু শহরটা এমন কিছু আহামরি নয়। দেশের যে কোন মফঃস্বলের বাজারের মত। ছোট ছোট দোকানপাট। রাস্তাঘাটে ভিড়। তবে তুলনামূলকভাবে চাকমা, মগ এরকম মানুষ বেশি। বিচিত্র ভাষায় কথা বলছে, পোশাকও একটু অন্যরকম। শুকনো দড়ির মত মানুষটি আমাদের বলে দিয়েছিল বাজারের কাছ থেকেই সাঙ্গু নদী কিন্তু কোন নদী আমরা খুঁজে পেলাম না। লোকটা কি ধোঁকা দিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে? ছোট চাচা তাহলে মনে হয় লবণ ছিটিয়ে আমাদের কাঁচা ধরে খেয়ে ফেলবেন।

আমরা বাজারের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সাঙ্গু নদীটা কোথায়? লোকটা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই তো পেছনে !

তাকিয়ে দেখি সত্যিই দোকানের পাশ দিয়ে সরু রাস্তা নিচে নেমে গেছে। আমাদের বুকে বল ফিরে এল, হেঁটে নিচে নেমে আসতেই দেখি নদী। নদীর তীরে এক পাশে অনেক মানুষের জটলা। দূর থেকে দেখতে পেলাম পাশাপাশি অনেকগুলো নৌকা তার মাঝে বড় বড় কাঠের বাক্স তোলা হচ্ছে। এটা দেখার জন্যে এত ভিড় কেন বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি একজন সাদা চামড়ার বিদেশী মানুষ, তখন হঠাৎ করে ভিড়ের আসল কারণটা বুঝতে পারলাম। বিদেশী মানুষ দেখলে সবসময় ভিড় জমে যায়। আমি খালেদকে বললাম, মনে হয় তোমার দেশের মানুষ, যাও কথা বলে এসো !

খালেদ উত্তর না দিয়ে হাসল। বোঝাই যাচ্ছে তার কোন উৎসাহ নেই।

ছোট চাচা অবশ্যি খুব উৎসাহ নিয়ে হেঁটে গেলেন। বিদেশী দেখলেই ছোট চাচা এগিয়ে যান, তাঁর ধারণা এদেশে বিদেশীদের খুব অসুবিধে হয়, ছোট চাচা লেখাপড়া জানা মানুষ তাই গিয়ে তাদের সাহায্য করবেন।

আমরা আমাদের সেই শুকনো মানুষের বড় শালার খোঁজ করতে শুরু করলাম, নাম বলেছিলা তার বাহাউদ্দিন। মাঝিদের জিজ্ঞেস করতেই তারা চিনে ফেলল, মনে হয় এখানে সবই সবাইকে চেনে। তারা বলল, বাহাউদ্দিন মাঝি গত রাতে নৌকা নিয়ে পাহাড়ে গেছে। শুনে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারে আমরা চিন্তা করিনি।

এতদূর এসে তো আর ফিরে যাওয়া যায় না, তাই ছোট চাচা এসে হৈ চৈ শুরু করার আগেই আমরা খোঁজ খবর নেয়া শুরু করলাম, নৌকা করে একরাত একদিন ওপরে উঠে গেলে সত্যি সত্যি ঝুমিয়া নামে একটা জায়গা পাওয়া যায়, সেখানে সত্যি পাহাড়ের ওপর থেকে ঝরনার পানি এসে পড়ছে। কথা বলে মনে হল যে কোন মাঝিই আমাদের নৌকা করে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে। কোথায় থাকব জানতে চাইলে একজন মাঝি হেসে বলল, নৌকায় থাকবেন।

কোথায় ঘুমুব?

www.MurchOna.com

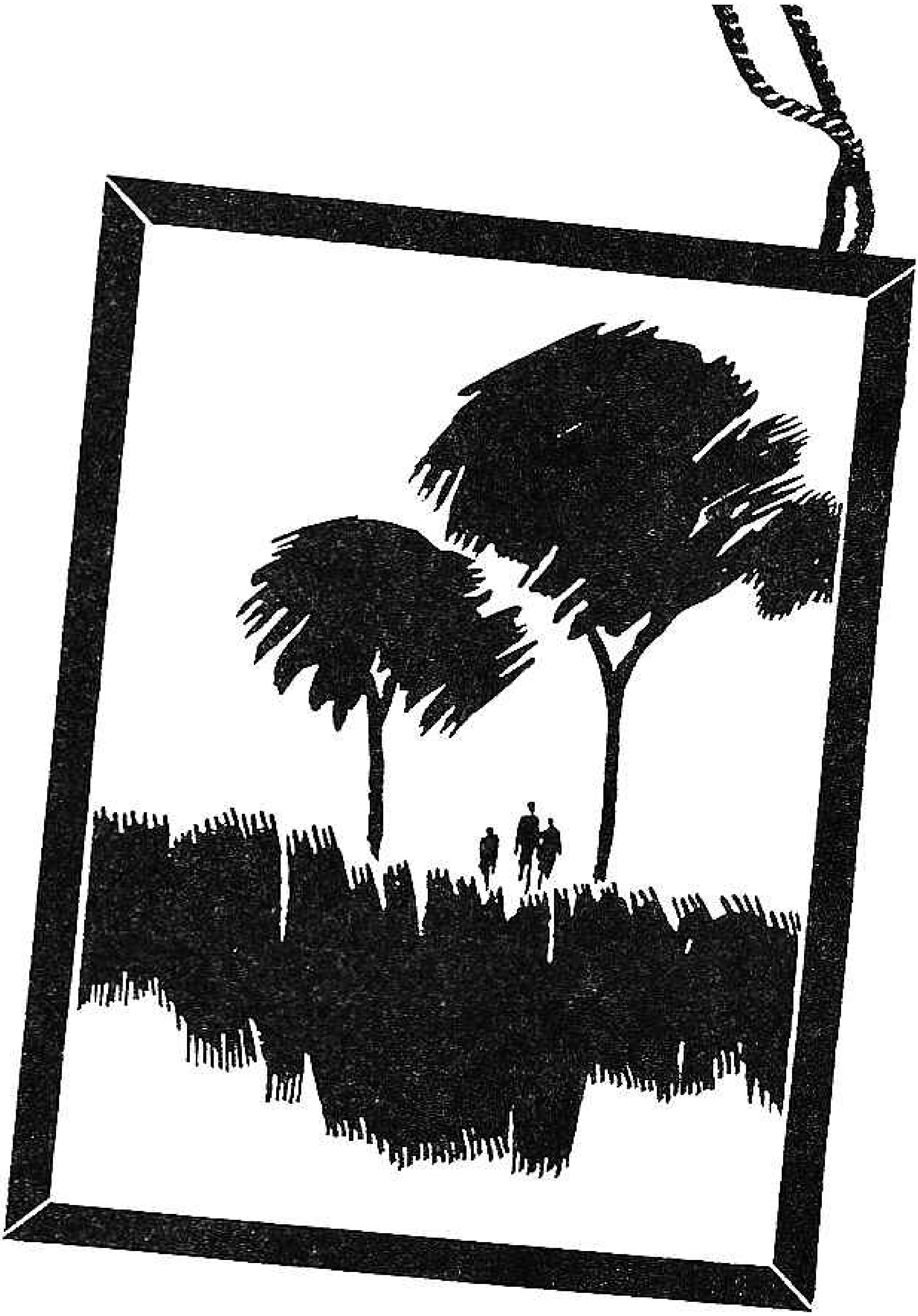

নৌকায়!

খাওয়া দাওয়া?

খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে কি? আমরা রান্না করব সেটা খাবেন। সব নৌকায় চুলো আছে, ডেকচি পাতিল আছে।

বাথরুম?

মাঝি হো হো করে হেসে বলল, এত বড় পাহাড় জঙ্গল আছে কি জন্যে?

ছোট চাচা তখনো সাহেবের পেছনে ঘুরঘুর করছেন। সাহেব মনে হচ্ছে তাকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে না, কিন্তু তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। আমরা আর ছোট চাচার জন্যে অপেক্ষা করলাম না, নিজেরাই একটা নৌকা ঠিক করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমরা বাচ্চা ছেলে বলে নৌকার মাঝিরা আমাদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিল না। যখন জানতে পারল সাথে একজন বড় মানুষ আছে তখন কয়েকজন মাঝি বেশ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এল। তারা নিজেরাই আলাপ আলোচনা করে একজন মাঝিকে ঠিক করে দিল। লম্বা ঢ্যাঙা হালকা পাতলা মানুষ, হাসিখুশি চেহারা, নাম মুসলিম। তার কথা বোঝা অবশ্যি খুব কঠিন, মনে হয় সেখানে চট্টগ্রাম নয়, একেবারে আরাকানের ভাষার টান।

মাঝির সাথে দরদাম করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু খালেদের যন্ত্রণায় বেশিদূর যাওয়া গেল না। মাঝি যত চাইল খালেদ ঝপ করে সেটাতেই রাজি হয়ে গেল। আমরা তখন আমাদের ঝোলাঝুলি নিয়ে নৌকায় উঠে পা ছড়িয়ে বসলাম। নৌকার মাঝিকে কিছু টাকা ধরিয়ে দেয়া হল, সে গেল বাজার করতে, আগামী কয়েকদিনের জন্যে চাল ডাল কিছু কিনে আনবে। আমরা বলে দিলাম বিস্কুট কলা এসবও যেন কিনে আনে।

আমাদের মাঝে তখন কেমন জানি এক ধরনের স্ফূর্তির ভাব এসে গেছে। নৌকার বসে নদীর পানিতে পা ভিজিয়ে হৈ হল্লাড় করছি। আশপাশে অনেক নৌকা। নদীর অন্য পাশে খাড়া পাহাড়। সেখানে দেখি কিছু বানর লাফঝাঁফ দিচ্ছে। জায়গাটার নাম বান্দরবন হওয়ার কারণ তাহলে সত্যি আছে! কিছু লোক দেখলাম নদীতে গোসল করছে, জামা কাপড় খুলে আমরা লাফিয়ে পড়ব কি না চিন্তা করছিলাম, তখন দেখলাম ছোট চাচা ফিরে আসছেন। মুখে বেশ বড় একটা হাসি।

আমরা নৌকা ঠিক করে নিয়েছি দেখে রাগ করবেন ভেবেছিলাম কিন্তু রাগ করলেন না, বরং মনে হল একটু খুশিই হলেন। নৌকার গলুইয়ে পা ঝুলিয়ে বসে এক গাল হেসে বললেন, সাহেবের নাম ফ্রেডারিক মায়ার। বাড়ি নিউজার্সি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি করছে এখানে?

তেল কোম্পানিতে কাজ করে। এক্সন। ড্রিল করার জন্যে এসেছে।

ড্রিল?

হ্যাঁ। তেল খোঁজার জন্যে মাটি খুঁড়ে দেখতে হয় তো। তাই করবে পাহাড়ে।

ও।

খালেদ জিজ্ঞেস করল, পাথর ড্রিল করার যন্ত্রপাতি কই?

যন্ত্রপাতি? আছে নিশ্চয়ই। ঐ দেখ না কত বাক্স।

রাজু মাথা নাড়াল, উঁহু। ঐগুলি খালি বাক্স। দেখ না এক নৌকায় কতগুলি বাক্স তুলেছে। যন্ত্রপাতি হলে অনেক ভারী হত।

ছোটি চাচা একটা ধমক দিয়ে বললেন, আজকাল কত রকম হাই টেক যন্ত্রপাতি বের হয়েছে, তুই কি জানিস?

খালেদ মাথা নেড়ে বলল, রাজু ঠিকই বলেছে। হাই টেক যন্ত্র দিয়ে কি আর পাথর ড্রিল করা যায়? পাথর ড্রিল করতে লাগে ভারী যন্ত্র।

ছোটি চাচা হাত নেড়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, তাহলে কি লোকটা মিথ্যে কথা বলবে আমার সাথে?

আর কি বলেছে আপনাকে?

একেবারে গোমড়ামুখো মানুষ। প্রথমে তো কথাই বলতে চায় না। শেষে যখন বললাম আমরাও যাচ্ছি অ্যাডভেঞ্চারে, তখন হঠাৎ করে উৎসাহ দেখাল।

কি করল তখন?

যখন শুনল আমরা ডাইনোসোরের ফসিল খুঁজতে যাচ্ছি তখন একেবারে হকচকিয়ে গেল। মনে হয়, কল্পনাই করতে পারেনি যে আমরা এরকম একটা সাংঘাতিক মিশনে যাচ্ছি। বারবার জিজ্ঞেস করল, কতজন যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, আমরা কে, কোথায় থাকি, কি করি, আমরা যে এখানে এসেছি, সেটা কারা জানে, আমাদের সাথে বন্দুক আছে কি না — এই রকম হাজার হাজার প্রশ্ন! মনে হল পারলে সেও আমাদের সাথে যায়। সাহেবের জাত তো, মনে হয় রক্তের মাঝে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের নেশা।

ছোটি চাচার কথাবার্তা শুনে মনে হল অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলে সাহেবকে ভড়কে দিয়ে খুব খুশি হয়ে ফিরে এসেছেন। শার্ট খুলে নৌকায় চিৎ হয়ে শুয়ে গুনগুন করে একটা গান গাইতে গাইতে বললেন, বাঙালি জাতটার সমস্যা একটাই। সেটা হচ্ছে পলিটিক্স। পলিটিক্সে সময় নষ্ট না করে যদি অন্য কোন কাজে মন দিত কোন দিন এই জাতি মাথা তুলে দাঁড়াত।

আমার খুব ইচ্ছে করল তাকে মনে করিয়ে দিই, দু'মাসও হয়নি তার ইউনিভার্সিটিতে ইলেকশান হল। ছোটি চাচা সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে দাঁড়িয়েছিলেন। ইলেকশানে হেরে মুখ চুন করে ফিরে এসে বলেছেন, পুরো ব্যাপারটা নাকি একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ফল। এর মাঝে একই সাথে সি.আই.এ. এবং কে.জি.বি.-র হাত ছিল!

মাঝি কিছুক্ষণের মাঝেই ফিরে এল। ছোটি চাচা গম্ভীর হয়ে তাকে কিছু প্রশ্ন করে বাজিয়ে নিয়ে বললেন, চল তাহলে রওনা দিই।

www.MurchOna.com

মাঝি নৌকাটার দড়ি খুলে নিয়ে লগি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে কি একটা বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র নামটা শুনতে পেলাম। নিশ্চয় বলছে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুরু করছি। বড় চাচার ঘটনাটার পর থেকে আমাদের আল্লাহর উপর বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। ওজু নাই তবু মনে মনে তিনবার কুলহু আল্লাহ্ পড়ে নিলাম।

আমরা নৌকা থেকেই দেখলাম নদীতীরে ছোট চাচার সেই ফ্রেডারিক সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছেন। সাথে আরেকজন মানুষ, গায়ের রং কুচকুচে কালো, দাঁতের ফাঁকে একটা সিগারেট চেপে ধরে রেখেছে। মানুষটির পরনে লাল লুঙ্গি। লাল রঙের লুঙ্গি হয় আমি জানতাম না।

আমরা যতক্ষণ না চলে গেলাম সাহেব আর লাল রঙের লুঙ্গি পরা কালো মানুষটি দাঁড়িয়ে রইল। যখন আরো দূরে চলে গেলাম দেখলাম সাহেবটা বাইনোকুলার বের করে আমাদের দেখতে লাগল। নিজে দেখে বাইনোকুলারটি দিল তার সাথের কালো মানুষটিকে, সে মানুষটিও চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। নিশ্চয়ই আমাদের দেখছে, কিন্তু কেন দেখছে?

ঠিক জানি না কেন হঠাৎ করে আমার মনে হল আমরা একটা অশুভ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছি। বুকের মাঝে হঠাৎ কেন জানি কাঁপুনি দিয়ে একটা ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল।

৬. কাচু মিয়া

নৌকাটা একটা বাঁক ঘুরতেই আমরা একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। কী অপূর্ব দৃশ্য! কী সুন্দর একটা নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে, দুই পাশে উঁচু পাহাড়, সেই পাহাড়ে ঘন জঙ্গল। বিকেলের নরম আলোতে যেন এক ধরনের রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর পানির ওপর হালকা কুয়াশা, চারদিকে সুমসাম নীরবতা। সমস্ত প্রকৃতি যেন চুপ করে তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মনে হয় সারাটা জীবন আমি একটা অন্ধকার দোতলা দালানের ছোট ছোট খুপরির মাঝে বড় চাচা, জয়নাল চাচা আর সুন্দর চাচার মত অস্বস্তিকর মানুষের কাছাকাছি থেকে কাটিয়ে দিয়েছি। অথচ বাইরের পৃথিবী কত সুন্দর! মনে হয় আগের জীবন ছেড়ে এখানে চলে আসি, একটা পাহাড়ে পাহাড়ি কিছু শিশুর সাথে জীবনটা কাটিয়ে দিই। কী না মজা হত তাহলে!

নৌকাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে। বাঁশের লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে মাঝি নৌকাটা নিয়ে যাচ্ছে। পানিতে শুধু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, আর কোন শব্দ নেই। আমরা কেউ কোন কথা বলছি না, কেন জানি মনে হতে থাকে, এখানে কোন কথা বলার কথা নয়। কথা বললেই এই অপূর্ব সৌন্দর্য, মায়াবী নীরবতা, আর কোমল রহস্যময়

www.MurchOna.com

অনুভূতির কোন ক্ষতি হয়ে যাবে। আমরা চুপ করে বসে রইলাম. ছোটচাচা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বললেন, আহারে! কী সুন্দর! এখন মরে গেলেও কোন দুঃখ নাই।

নৌকার মাঝি ছোট চাচার কথা শুনে মাথা নাড়ল, বড়রা ছোটদের অর্থহীন কথা শুনে যে রকম সস্নেহে মাথা নাড়ে সেভাবে।

আমরা নৌকায় বসে বসে অন্ধকার নেমে আসতে দেখলাম। নৌকার মাঝি মুসলিম, যাকে আমরা মুসলিম ভাই বলে ডাকছি, আমাদের জিজ্ঞেস করল, খিদে লেগেছে নাকি ভাই?

ছোট চাচা উত্তর দিয়ে বললেন, হঁ্যা মাঝি, পেটের মাঝে তো চিকা বুক ডন মারছে, খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা করলে?

মুসলিম ভাই বলল, এই তো সামনে থামিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করব। তার কথায় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার টান খুব বেশি কিন্তু কয়েক ঘণ্টা তার সাথে কথা বলে আমরা এখন তার কথা মোটামুটি বুঝে ফেলি। খালেদ অবশ্যি একটা কথাও বুঝে না। বুঝবে সেরকম আশাও করি নি!

ছোট চাচা জিজ্ঞেস করলেন, সামনে কোথায় থামাবে?

নদীর পাশে একটা ছোট জায়গা আছে। সেখানে রাতে সব নৌকা জড়ো হয়ে রাত কাটায়। একটা ছোট ঘর আছে, মাঝিরা সেখানে গল্পগুজব করে, চা সিগারেট খায়। রাতে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করে। সবাই এক সাথে থাকে যেন বিপদ আপদ না হয়।

কী রকম বিপদ আপদ?

মুসলিম ভাই উত্তর না দিয়ে বলল, কত রকম বিপদ আপদ আছে! রাত্রে নৌকা চালানো ঠিক না, পাহাড়ি নদী, কিছু বলা যায় না।

ছোট চাচা কোন কথা বললেন না, মনে হল একটু ঘাবড়ে গেছেন হঠাৎ করে।

মুসলিম ভাইয়ের কথাই সত্যি। আরেকটা বাঁক ঘুরতেই দেখি নদীর তীরে ছোট একটা ঝুপড়ির মত ঘর। তীরে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা। মাঝিরা রান্না চড়িয়েছে। নৌকায় নৌকায় ছোট ছোট বাতি জ্বলছে মিটমিট করে।

মুসলিম ভাই নৌকা থামাতেই আমরা নৌকা থেকে নেমে গেলাম। হাত পা ছড়িয়ে হাঁটাহাঁটি করে আমরা ঝুপড়ির ভেতরে গেলাম দেখার জন্যে। ভিতরে টিমটিম করে বাতি জ্বলছে, মাঝখানে একটা চুলোয় বড় কেতলিতে চা গরম হচ্ছে। মাঝিরা শব্দ করে চুমুক দিয়ে দিয়ে চা খাচ্ছে। ভিতরে সিগারেটের ধোঁয়া, তার মাঝে সবাই গল্পগুজব করছে।

ভিতরে সবাই আমদের জায়গা দিল। বসার কোন জায়গা নেই। মাটিতে পা ছড়িয়ে বসতে হল। আমরা কে কোথায় যাচ্ছি সেটা নিয়ে দেখলাম সবার খুব কৌতূহল। ছোট চাচা সুযোগ পেয়ে ডাইনোসোর, ডাইনোসোরের ফসিল এই সব নিয়ে একটা মস্ত গল্প

কেঁদে বসলেন।

উপস্থিত যারা আছে তার মাঝে বেশ কয়েকজনকে দেখা গেল যারা এই জায়গাটার কথা শুনেছে। ঝুমিয়া থেকে উত্তরে ছোট্ট একটা স্রোতধারার পাশ দিয়ে কয়েকটা পাহাড় ডিঙিয়ে গেলে একটা পাহাড়ি হ্রদ পাওয়া যায়। তার আশেপাশে সত্যিই নাকি ভয়ঙ্কর প্রাণীর দেহাবশেষ দেখা গেছে। স্থানীয় মানুষ সেখানে যায় না, অনেকে মনে করে সেখানে সে ভয়ঙ্কর প্রাণী এখনো বেঁচে আছে। সবাই সেটাকে বলে পাহাড়ি দানো।

গল্প শুনে আমাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। রাজু ফিসফিস করে বলল, সত্যি কি পাহাড়ি দানো আছে?

খালেদ মাথা নেড়ে বলল, মনে হয় না। আমরা যে হাড়টা দেখেছি, সেটা ফসিল। ফসিল তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগে। এই প্রাণী পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে শেষ হয়ে গেছে।

আমরা খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে একটু হাঁটাহাঁটি করে ফিরে এলাম নৌকোয়। মুসলিম ভাই রান্না চাপিয়েছে। কী চমৎকার ঘ্রাণ বের হচ্ছে, জিবে একেবারে পানি এসে গেল। ছইয়ের মাঝে হেলান দিয়ে ছোট চাচা আয়েস করে বললেন, এটাকে বলে বেঁচে থাকা! কি বলিস তোরা?

আমরা সবাই মাথা নাড়লাম। রাজু মাথা নেড়ে বলল, আপনি তো আসতেই চাচ্ছিলেন না!

ছোট চাচা না শোনার ভান করে গম্ভীর হয়ে বললেন, প্রকৃতির কাছাকাছি যে জীবন, সে হচ্ছে সত্যিকার জীবন। তারপর গম্ভীর হয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন, আবার আসিব ফিরে . . .

ছোট চাচার ভাব এসে গেলে ভারি মুশকিল।

মুসলিম ভাই কিছুক্ষণের মাঝে আমাদের ভাত বেড়ে দিল। ভাত এবং ডাল, এর আগেও কিছু নেই, পরেও কিছু নেই। না একটু সব্জি, মাছ, ডিম, আলু — কিচ্ছু না। সেটা যে অস্বাভাবিক হতে পারে সেটাও মুসলিম ভাইয়ের চোখে পড়ছে না। আমি বুঝতে পারলাম, অসম্ভব গরিব মানুষ এই নৌকোর মাঝিরা, তারা হয়তো জানেও না ডাল এবং ভাত ছাড়াও আরো কিছু খাওয়া যায়।

শুধু ডাল এবং ভাত, কিন্তু খেতে কী যে ভাল লাগেল তা আর বলার নয়। হাত দিয়ে মাখিয়ে গপাগপ করে গোগ্রাসে খেয়ে ফেললাম আমরা। ছোট চাচা খাওয়া শেষ করে একটা ঢেকুর তুলে বললেন, এই হচ্ছে সত্যিকার জীবন।

খাওয়ার পর নৌকার ছইয়ে হেলান দিয়ে ছোট চাচা খালেদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে সাবধানে একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, খুব ভাল রান্না করেছ মাঝি।

মুসলিম ভাই একটু হেসে কি একটা বলল। ছোট চাচা আবার জিজ্ঞেস করলেন,

এতো সুন্দর জায়গা, লোকজন বেড়াতে আসে?

জে না। মাঝেমধ্যে কেউ একজন আসে।

বিদেশী লোকজন আসে?

জে না। আগে কখনো দেখি নাই।

এই যে দেখলাম একজন।

এই প্রথম দেখলাম। মুসলিম ভাই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছে জানেন?

তেল খুঁজতে এসেছে। মাটির নিচে তেল থাকে। যন্ত্রপাতি দিয়ে সেই তেল খুঁজে বের করে।

মুসলিম ভাই অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, জে না। আমার বিশ্বাস হয় না। অন্য বদ মতলব আছে।

ছোটি চাচা অবাক হয়ে বললেন, সে কী! বদ মতলব থাকবে কেন?

জে, আছে বদ মতলব।

কেমন করে জান তুমি?

সাহেবের সাথে লাল লুঙ্গি পরা একজন মানুষ দেখেছিলেন কালো মতন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ দেখেছি। সাহেবের সাথে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল।

তার নাম কাচু মিয়া।

কি হয়েছে কাচু মিয়ার ?

কাচু মিয়া হচ্ছে এই এলাকার বদমানুষ। খুন খারাপির মানুষ। টাকা দিলে গলা নামিয়ে দেয়। এই মানুষকে যেখানে দেখবেন, বুঝবেন সেখানে গোলমাল আছে। খুন খারাপি আছে।

মুসলিম ভাইয়ের কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম। আমার মনে পড়ে গেল নদী তীরে দাঁড়িয়ে সাহেব আর কাচু মিয়া বাইনোকুলার দিয়ে আমাদের দেখছিল। তাহলে কি আমাদের নিয়ে কোন বদমতলব আছে? আমি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই ছোটি চাচা বললেন, আরে ধুর! কি বলছ মাঝি!

জে, ঠিক বলছি। সাহেবের সাথে কাচু মিয়াকে দেখলাম। তার নিশানা ভাল না। অনেক বড় বদ মতলব এই সাহেবের।

ছোটি চাচা হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে কি বলছ তুমি? এরা কত বড় জাতি! কত বড় এদের মন! কত বড় এদের ডেমোক্রেসি! আমি নিজে সাহেবের সাথে কথা বলেছি। কী মাইডিয়ার মানুষ!

সাহেবের কথা চিন্তা করেই ছোটি চাচার মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটে উঠল, কিন্তু আমার পেটের ভেতরে হঠাৎ কেমন জানি পাক খেয়ে ওঠে।

রাতে ঘুমানো নিয়ে একটু সমস্যা হল, সবাইকে নিয়ে আরাম করে শোয়ার জন্যে নৌকোটা যথেষ্ট বড় না। আমি আর খালেদ এক পাশে শুয়েছি, মাঝখানে ছোট চাচা আর রাজু, অন্য পাশে নৌকোর গলুইয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়েছে মুসলিম ভাই। ছোট চাচার পা আমাদের পেট পর্যন্ত চলে এসেছে আর সেই পায়ে সে কী বিদঘুটে গন্ধ!

রাত্রে নৌকায় শুয়ে নৌকোর অল্প অল্প দুলুনিতে ঘুমনোর চেষ্টা করতে লাগলাম। আরো নৌকো এসে থামছে আশেপাশে, শুয়ে থেকেই আমরা টের পাচ্ছি। রেল গাড়ির যে রকম জংশন থাকে, এটাও নিশ্চয় সে রকম নৌকার জংশন।

শুয়ে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতে থাকি কিন্তু এত সহজে চোখে ঘুম আসতে চায় না। মনে হচ্ছিল বুঝি কখনোই ঘুম আসবে না কিন্তু এক সময় সত্যি চোখে ঘুম নেমে এল। ছাড়াছাড়া ভাবে ঘুমাচ্ছি হঠাৎ দেখি খালেদ উঠে বসেছে। আমি আধো ঘুমে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

বাথরুম পেয়েছে।

ছোট বাথরুম না বড় বাথরুম?

ছোট বাথরুম।

নৌকোর পাশে দাঁড়িয়ে করে ফেল।

ধুর! নিচে নেমে করে আসি। তুমি আসবে একটু? ভয় ভয় করে।

চল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আমি আর খালেদ নৌকা থেকে নেমে এলাম। খালেদের লজ্জাশরম বা স্বাস্থ্যজ্ঞান মনে হয় অন্য দশজন মানুষ থেকে একটু বেশি। একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ সেরে ফেলতে অসুবিধে কি, কিন্তু সে একেবারে জঙ্গলের মাঝে ঢুকে গেল। আমি দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মনে হল দু'জন মানুষ একেবারে অন্ধকার ফুঁড়ে বের হয়ে এল। আমি ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠছিলাম, কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে গাছের আড়ালে সরে গেলাম। মানুষ দু'জন আমাকে দেখেনি। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল আর আমি ম্যাচের আলোতে মানুষটাকে চিনতে পারি, কাচু মিয়া!

আমার বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে। নিজেকে লুকিয়ে রেখে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কাচু মিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কোন নৌকা?

সাথের অন্য মানুষটা বলল, দক্ষিণের দুইটা ছেড়ে তিন নম্বরটা।

আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, সেটা আমাদের নৌকা!

ঠিক জান?

জে। দেখে এসেছি। তিনজন ছেলে, একজন বড় মানুষ। সাথে মাঝি।

অ। শালার ফেউয়ের বাচ্চা। কাচু মিয়া অসম্ভব মুখ খারাপ করে আমাদের গালি দিয়ে বলল, পাহাড়ি দানোর হাড্ডি নেবে আমাদের আগে, কত বড় সাহস!

কত বড় সাহস! অন্য লোকটা বিশ্বস্ত অনুচরের মত মাথা নাড়ে।

চল। ছেলে তিনটারে ছেড়ে দেব। বড়টার গলাটা নামিয়ে দিয়ে আসি।

www.MurchOna.com

এখনই কাচু ভাই?

তাহলে কখন?

আরেকটু রাত হোক। লোকজন এখন জাগা।

জাগাই তো ভাল। কাচু মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, কাচু মিয়ার হাতের কাজ তো লোকজন জেগেই দেখবে! কাচু মিয়া কি কাউকে ভয় পায়?

আমি আবছা অন্ধকারে দেখলাম, কাচু মিয়া তার বগল থেকে একটা দা বের করে তার উপরে আঙুল বুলিয়ে তার ধারটা পরীক্ষা করে মুখ দিয়ে একটা খুব সন্তুষ্টির মত শব্দ করল। অন্য লোকটি বলল, আগে এক কাপ চা খেয়ে আসি চলেন।

কাজের সময় কাজ। খাওয়ার সময় খাওয়া।

এক কাপ চা খেতে আর কতক্ষণ লাগবে। ফ্রেস পাত্তির গরম চা । সাদা চিনি।

কাচু মিয়া একটু নরম হল মনে হল। জিজ্ঞেস করল, এত রাতে চা কি আছে?

জে, আছে।

চল তাহলে।

কাচু মিয়া আর তার সঙ্গী দু'জন হেঁটে হেঁটে ঝুপড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ভয়ে আতঙ্কে আমার হৃদস্পন্দন থেমে গেছে, কোনমতে চাপা গলায় ডাকলাম, খালেদ!

খালেদ জঙ্গল থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

আমি ফিসফিস করে বললাম, তাড়াতাড়ি চল নৌকায়। সর্বনাশ!

কী হয়েছে?

কাচু মিয়া এত বড় একটা দা নিয়ে এসেছে, ছোট চাচাকে মারবে।

সত্যি?

হ্যাঁ, নৌকায় চল। আমি আর খালেদ ছুটতে ছুটতে নৌকায় এসে ছোট চাচাকে তোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু ছোট চাচা গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছেন। দু একবার ধাক্কা দেয়ার পর ঘুমের মাঝে বিড়বিড় করে বললেন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পরিপন্থী . . .

মুসলিম ভাই আর রাজু ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। মুসলিম ভাই জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

কাচু মিয়া আমাদের খুঁজছে। ছোট চাচাকে কেটে ফেলবে। হাতে এই বড় একটা দা।

কোথায়?

এখন চা খেতে গেছে।

মুসলিম ভাই লাফ দিয়ে উঠে বসে নৌকার ছই থেকে টেনে কি একটা জিনিস বের করল। আমরা দেখলাম একটা বর্শা। হাতে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, কোন ভয় নাই। আমি আছি।

মুসলিম ভাইয়ের শক্ত শরীর, কঠোর মুখ আর এরকম একটা বর্শা দেখে হঠাৎ

www.MurchOna.com

আমরা বুঝতে পারি এই মানুষটা সত্যি আমাদের রক্ষা করবে। একটু আগে যে রকম আতঙ্কে হাত পা শীতল হয়ে যাচ্ছিল সেটা কমে গিয়ে এখন এক ধরনের উত্তেজনা হতে থাকে। মুসলিম ভাই দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে নৌকা থেকে নেমে গেল। একটু পরে দেখি মুসলিম ভাই নৌকা খুলে দিয়েছে। স্রোতের টানে নৌকা ভেসে যাচ্ছে নিঃশব্দে। বেশ খানিকক্ষণ পরে মুসলিম ভাই ভেজা কাপড়ে নৌকায় উঠে বসল, নৌকা নিঃশব্দে অন্ধকারে ভেসে যেতে থাকে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, কোথায় যাও মুসলিম ভাই?

সরে যাই। কাছে একটা জায়গা আছে, গাছপালায় ঢাকা। কারো সাধ্যি নেই সেখানে আমাদের খুঁজে পাবে।

শুনলাম ছোট চাচা আবার বিড়বিড় করে শোষণহীন শাসন ব্যবস্থা আর গণতন্ত্র নিয়ে কি একটা কথা বলে আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে গেলেন। আমরা তাকে আর ঘাটালাম না। মুসলিম ভাই প্রায় নিঃশব্দে নৌকাটাকে নিয়ে গাছপালা ঢাকা একটা জায়গায় হাজির হল। সেখানে সাবধানে নৌকাটাকে লুকিয়ে ফেলে বলল, আর কোন ভয় নাই।

সত্যি?

হ্যাঁ, কারো বাবার সাধ্যি নাই আমাদের খুঁজে বের করে। আর আমি তো আছি। কাচু মিয়া যদি আসে, এই বর্শা দিয়ে তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেব। ইবলিশের বাচ্চা!

কাচু মিয়া গামছা দিয়ে তার ভেজা শরীর মুছে নিচ্ছিল। আমি বললাম, তোমার ভেজা কাপড় বদলাবে না?

মুসলিম ভাই হেসে বলল, এই তো, দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাবে।

আমি বুঝতে পারলাম তার আর কোন কাপড় নেই।

আমি, খালেদ আর রাজু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রাতজাগা নানারকম পাখি আর জন্তুর ডাক শুনতে শুনতে এক সময় সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে গেলাম।

৭. থোয়াংসা চাই

খুব ভোরে ছোট চাচা আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। তাঁর চোখে মুখে আতঙ্ক, ফিসফিস করে কাঁপা গলায় বললেন, তাড়াতাড়ি ওঠ সবাই। মহাবিপদ।

আমি লাফিয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

সর্বনাশ হয়েছে।

কি সর্বনাশ?

বাইরে তাকিয়ে দ্যাখ নৌকা কোথায় এনে রেখেছে। একটা জঙ্গলের ভেতরে। এই

মাঝি আসলে ডাকাত, নৌকোটা জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে তার দলের অন্য লোককে ডেকে আনতে গেছে। এখন আমাদের সবাইকে কেটে ভাসিয়ে দেবে।

আমি ছোট চাচাকে থামালাম, বললাম, ভয় পাবেন না ছোট চাচা। কেটে আমাদের ভাসাত না, ভাসাত আপনাকে। আর সেটা কে করত জানেন? মুসলিম ভাই না, আপনার প্রাণের বন্ধু ফ্রেডারিক সাহেবের ডান হাত কাচু মিয়া। মুসলিম ভাই না থাকলে কাল রাতে আমরা গিয়েছিলাম।

কেন? কি হয়েছে?

আমরা তখন ছোট চাচাকে গত রাতের পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম। শুনে ছোট চাচা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। বেশ খানিকক্ষণ লাগল তাঁর শান্ত হতে। তখন তিনি তাঁর ভয়টা ঢেকে ফেলার জন্যে খুব রেগে যাবার ভান করলেন। চোখ লাল করে বললেন, আমাকে ডাকলি না কেন?

ডেকেছি ছোট চাচা। অনেক ডেকেছি। আপনি উঠেন নাই।

খালেদ বলল, পলিটিক্স নিয়ে একটা লেকচার দিলে।

ছোট্ট চাচা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোদের কথা শুনে এখানে আসাই ভুল হয়েছে। আরেকটু হলে জানটা যেত। এখুনি ফিরে যাব।

খালেদ বলল, এই বদমাইস সাহেব এসেছে ফসিলের খোঁজে। সব ভেঙে নিয়ে যাবে।

যাক। ব্যাটার কাছে কত রকম বন্দুক আছে, গুলি করে শেষ করে দেবে। এখনো সময় আছে, তাড়াতাড়ি ফিরে যাই।

আমরা কেউ কোন কথা বললাম না।

কোথায় মাঝি? ডেকে আন।

খালেদ একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, কাচু মিয়া বলেছে তোমাকে কেটে ফেলবে। আমাদের কিছু করবে না।

তার মানে?

তোমার যদি ভয় করে তুমি চলে যাও। আমরা তিনজন জায়গাটা দেখে আসি।

ছোট চাচা চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন, রাগে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। শেষে যখন কিছু একটা বলতে গেলেন, তখন দেখলাম মুসলিম ভাই হেঁটে হেঁটে ফিরে আসছে। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর মুসলিম ভাই? কোথায় গিয়েছিলে?

একটু দেখে এলাম।

কি দেখে এলে?

কাচু মিয়াকে।

কি করে কাচু মিয়া?

নদীর ঘাটে বসেছিল তার সাগরেদকে নিয়ে। সবগুলি নৌকায় আপনাদের খুঁজছে।

ছোট চাচা চোখ বড় বড় করে বললেন, শুনলি? শুনলি? এখন যখন আমাদের দেখবে, কপ করে গলাটা কেটে ফেলে দেবে।

মুসলিম ভাই বলল, আমি একটা কাজ করেছি।

কি কাজ?

পরিচিত একজন মাঝিকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি যে, কাল রাতে আপনাদের একজনের খুব শরীর খারাপ হয়েছে, দাস্ত আর বমি। তাই আপনারা তাড়াতাড়ি ফিরে গেছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, দেখলাম খবরটা কাচু মিয়ার কানে গেছে। তখন সে খুব খুশি হয়ে তার নৌকায় শুয়ে একটা ঘুম দিচ্ছে। আর সে আপনাদের খুঁজবে না।

খালেদ হাতে কিল দিয়ে বলল, ভেরি গুড।

মুসলিম ভাই বলল, সাহেব তার অন্য লোকজন নিয়ে সকালে রওনা দেবে। যাবার সময় এখান থেকে কাচু মিয়াকে তুলে নেবে।

আমি বললাম, সাহেব পৌছানোর আগে আমাদের পৌছাতে হবে।

মুসলিম ভাই মাথা নাড়ল, বলল, এখন আমরা লুকিয়ে চলে যেতে পারি কিন্তু যদি কাচু মিয়া দেখে ফেলে ঝামেলা হয়ে যেতে পারে।

আমি বললাম, আমরা নৌকার একেবারে ভেতরে গুটিসুঁটি মেরে লুকিয়ে থাকব।

মুসলিম ভাই বলল, আপনারা আরেকটা কাজ করেন।

কি কাজ?

নদীটা এই পাহাড়কে ঘুরে গেছে। আপনারা এই পাহাড়টা হেঁটে হেঁটে পার হয়ে আসেন। আমি অন্য পাশে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করব। আমি একা খালি নৌকা চালিয়ে যাব, কাচু মিয়া যদি দেখেও ফেলে কোন সন্দেহ করবে না।

ছোট চাচা খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন, না, না, না, সেটা কেমন করে হয়? মাথা খারাপ নাকি? এত বড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক না—

মুসলিম ভাই মাথা নেড়ে বলল, আপনি ভয় পাবেন না সাহেব। আমি আছি। এই খোদার নামে কীরা কেটে বলছি, আমি বেঁচে থাকতে কেউ আপনাদের কিছু করতে পারবে না। আল্লাহর কসম।

ছোট চাচা আপত্তি তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে আমরা এক লাফে নৌকা থেকে নেমে গেছি।

মুসলিম ভাই বলল, নৌকো থামিয়ে আমি রান্না শুরু করে দেব। কালকে শুধু ডাল দিয়ে খেতে আপনাদের খুব কষ্ট হয়েছে। আজকে মাছের ব্যবস্থা করব।

ছোট চাচা গম্ভীর মুখে বললেন, মাঝি, তুমি এখনো খাবার কথা ভাবছ?

মুসলিম ভাই হেসে বলল, সাহেব, বিপদ আপদ যতই আসুক খেতে তো হয়। সকালে নাশতার ব্যবস্থা করতে পারি নাই, এই যে নেন মুড়ি আর গুড়।

www.MurchOna.com

মুসলিম ভাই একটা ঠোঙা ধরিয়ে দিল।

আমি মুড়ির ঠোঙাটা নিয়ে জঙ্গল ভেঙে পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছি। আমার পেছনে খালেদ আর রাজু। সবার পেছনে ছোট চাচা। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি তাকে জোর করে খানিকটা আলকাতরা খাইয়ে দিয়েছে। তার মুখ খুব বিমর্ষ। চোখের কোণে কালি। শেভ করেননি বলে গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

মুড়ি খেতে খেতে আমরা হাঁটছি। জঙ্গলের মাঝে দিয়ে আমরা আগে কখনো হাঁটিনি। ব্যাপারটা এত সোজা না। তাছাড়া পাহাড়টা ওপরে উঠে গেছে। সমান জায়গায় খুব সহজে হাঁটা যায়, কিন্তু ওপরে উঠতে হলে খুব সহজেই দম ফুরিয়ে যায়। আমাদের একটু পরে পরেই থেমে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। হাঁটার কোন পথ নেই, পা ফেলার কোন জায়গা নেই। ঘন জঙ্গল গাছ আর লতাপাতায় ঢাকা, সেই সব গাছের ডালপালা চোখে মুখে লেগে যায়। কে জানে সাপ খোপ আছে নাকি। বিছুটি গাছ যদি থাকে তাহলে কি হবে? কষ্ট হচ্ছিল খুব কিন্তু আবার কেমন জানি মজাও লাগছিল আমাদের। মনে হচ্ছিল, আমরা বুঝি যাচ্ছি সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চারে। মনে হচ্ছিল, আমরা বুঝি সেই মুক্তিযোদ্ধাদের মত, যাচ্ছি সত্যিকারের কোন অভিযানে।

একটু পর আমরা মোটামুটি সমতল জায়গায় এসে পৌঁছুলাম। ছোট চাচা পেছন থেকে বললেন, দেখি আমি সামনে দিয়ে যাই। তোরা শুধু শুধু দেরি করছিস।

আমরা তাকে সামনে যেতে দিলাম। ছোট চাচা একটা শুকনো ডাল হাতে তুলে নিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে মিনিট দশেক গিয়েছি, ঠিক তখন আমার জীবনের সবচেয়ে বিচিত্র জিনিসটি ঘটল, দেখলাম, হঠাৎ করে ছোট চাচা আঁ-আঁ-আঁ শব্দ করে ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে করতে দুই পা ওপরে তুলে শূন্যে উঠে গেলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, তিনি উল্টো হয়ে একটা গাছ থেকে ঝুলছেন। ব্যাপারটি এত বিচিত্র, আমাদের বেশ খানিকক্ষণ লাগল ব্যাপারটি বুঝতে। আমরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। বোঝার চেষ্টা করছি কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে। হঠাৎ করে শুনলাম কে যেন হি হি করে হেসে উঠল। সে হাসি কিছুতেই থামে না। একেবারে বাচ্চার গলার হাসি, প্রায় মেয়েদের হাসির মত। আমরা ঘুরে ফিরে তাকালাম, হঠাৎ দেখি একটা গাছের আড়াল থেকে বারো তেরো বছরের একটা ছেলে বের হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে হাসতে হাসতে তার পেট ফেটে যাবে। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সে একবার ছোট চাচাকে দেখায়, তারপর আবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। হাসি জিনিসটা সংক্রামক, ছেলেটাকে এভাবে হাসতে দেখে আমরা হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটার হাস্যকর দিকটা দেখতে পারলাম। একজন বয়স্ক মানুষ দুই পা ওপরে দিয়ে একটা গাছ থেকে ঝুলছে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। আমরাও হাসতে শুরু করেছি তখন ছোট চাচা বাঘের মত একটা গর্জন করলেন, জানে মেরে ফেলব সব কয়টাকে।

বাচ্চা ছেলেটা, যার খালি গা, খালি পা, পরনে ছোট একটা কাপড় এবং কোমর

www.MurchOna.com

থেকে তার সমান একটা ধারালো রাম দা ঝুলছে। এবারে হাসি থামিয়ে তার সেই ভয়ংকর রাম দা বের করে কোথায় একটা কোপ দিল, সাথে সাথে একটা দড়ি ছিঁড়ে ছোট চাচা হুড়মুড় করে নিচে একটা ঝোপের মাঝে এসে পড়লেন। আমরা দেখলাম, তাঁর পুরো শরীর ঝোপের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেছে, শুধু তার পা দুটি দেখা যাচ্ছে।

ছেলেটা সেটা দেখে আবার হি হি করে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

আমাদেরও সাংঘাতিক হাসি পাচ্ছিল কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, এখন হয়তো হাসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা ঝোপের কাছে এগিয়ে গেলাম, দেখলাম, ছোট চাচা এর মাঝে সামলে সুমলে বের হয়ে এসেছেন। কপালের খানিকটা ছাল ওঠে গেছে, শার্টের পকেটটা ছিঁড়ে ঝুলছে, গা হাত পায়ে ইতস্তত কাটাকুটি। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ছোট চাচা, ব্যথা পেয়েছ নাকি?

না। ছোট চাচা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, খুব আরাম লেগেছে, অসম্ভব আরাম লেগেছে। এখনও আরাম লাগছে!

এবারে তিনি খালি গায়ের ছেলেটার দিকে তাকালেন। তার হাতে যদি এত বড় রাম দাটা না থাকত, আমি নিঃসন্দেহ যে তিনি ছেলেটার কান মুচড়ে একটা ডাবল সাইজ চড় কসতেন।

খালেদ ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, এটা কি? কেমন করে হল এটা?

প্রথমে বাংলায়, ছেলেটা কিছু বুঝল না, তখন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, তাতেও লাভ হল না। তারপর পৃথিবীর আদি ভাষায়, আকার ইঙ্গিত এবং চোখের দৃষ্টি দিয়ে— ছেলেটা এবারে চট করে প্রশ্নটা বুঝে যায়।

সে আমাদের একটা ঝোপের কাছে নিয়ে দেখাল, পুরো জিনিসটা শেয়াল, হরিণ বা বুনো শূকর ধরার একটা ফাঁদ। গাছের একটা ডাল নুইয়ে সেখানে দড়ি বেঁধে একটা ফাঁস তৈরি করা হয়, গাছের ছোট একটা ডাল দিয়ে সেটা আটকে রাখা হয়। দড়ির ফাঁসে পা দিতেই ছোট ডালটা সরে গিয়ে ফাঁসটা পায়ে আটকে যায়, নুয়ে থাকা গাছটি ছিটকে ওপরে উঠে যায় আর সাথে সাথে প্রাণিটি শূন্য থেকে ঝুলতে থাকে। এটা জন্তু জানোয়ার ধরার ফাঁদ। ছোট চাচা তার এই ফাঁদে পা দেবেন সেটা সে কখনো সন্দেহ করেনি।

ছেলেটা বাংলা বোঝে না জানার পর ছোট চাচা দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, জংলী ভূত। বেয়াদব। এক চড় মেরে সবগুলি দাঁত ফেলে দেওয়া দরকার। শিক্ষা দীক্ষা নেই, মানসম্মান জ্ঞান নেই—

আমি বললাম, কেন, রাগ করছেন ছোট চাচা? সে কি আর আপনার জন্যে এটা পেতে রেখেছিল? আপনি ভুল করে পা দিয়েছিলেন বলেই তো—

তাই বলে এভাবে হাসবে? এটা হাসি তামাশার জিনিস হল?

ছোট চাচা, আপনি যদি দেখতেন, তাহলে আপনিও হাসতেন! একজন বয়স্ক মানুষ উল্টো হয়ে ঝুলছে—

www.MurchOna.com

আমি হাসি শুরু করে দিচ্ছিলাম, কিন্তু ছোট চাচার মুখ দেখে আর সাহস হল না। তিনি ঘাড়টা বাঁকা করে এক জায়গায় বেশ জোরে জোরে মালিশ করে যাচ্ছেন। নিশ্চয়ই খুব ব্যথা লেগেছে। কারো ব্যথা লাগলে সেটা নিয়ে তো আর হাসা যায় না!

এদিকে মনে হচ্ছে খালেদ আর রাজুর সাথে ছেলেটার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। হাত নেড়ে, চোখ বড় করে, শরীর ঝাঁকিয়ে অনেক রকম ভাবের আদান প্রদান হয়ে যাচ্ছে। আমিও গিয়ে যোগ দিলাম।

খালেদ হাত ঝাঁকিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বলল, খালেদ।

ছেলেটা, যার নাকটা একটু চাপা, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, একেবারে গোলাপী গায়ের রঙ এবং গ্রীক দেবতাদের মত সুঠাম শরীর, নিজেকে দেখিয়ে বলল, থোয়াংসা চাই।

থোয়াংসা চাই? তোমার নাম?

ছেলেটা মাথা নাড়ল। রাজুর দিকে আঙুল দেখিয়ে তার নাম জানতে চাইল। রাজু বলল, রাজু।

আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, আমি বললাম টোপন।

টোপন? ছেলেটা আবার পেটে হাত দিয়ে হি হি করে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করে। টোপন নামটাতে এত হাসির কি থাকতে পারে, আমরা বুঝতে পারলাম না।

থোয়াংসা চাইয়ের সাথে আমাদের যত সহজে ভাব হল, আমার মনে হয়, এত তাড়াতাড়ি আমাদের এর আগে কারো সাথে বন্ধুত্ব হয়নি। একজন আরেকজনের কথা বুঝি না, কিন্তু তবুও আকারে ইঙ্গিতে চোখের ভাষায় তাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিলাম। আমরা যাচ্ছি একটা অ্যাডভেঞ্চারে, দূর পাহাড়ে টি-রেক্সের সন্ধানে। আমাদের পেছনে লেগেছে এক ভয়ঙ্কর বদমাশ সাহেব। তার সাথে যোগ দিয়েছে কাচু মিয়া নামের একজন খুনে। আমাদের নৌকা আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল। আমরা কোনমতে পালিয়ে এসেছি। তাই আমরা এখন পাহাড়ের মাঝে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। পাহাড়টা পার হয়ে অন্য পাশে গিয়ে নৌকা ধরব। সেখানে মুসলিম ভাই আমাদের জন্যে নৌকায় অপেক্ষা করছেন।

থোয়াংসা চাই কতটুকু বুঝল, কে জানে, কিন্তু দেখলাম সে খুব গম্ভীর হয়ে তার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। দড়ির ফাঁসটা পেঁচিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নিল, ঝোপের ভেতর থেকে বের করে আনল তীর ধনুক, বাঁশের তৈরি তামাক খাওয়ার একটা পাইপ, তারপর রাম দাটা হাতে নিয়ে সে বুঝিয়ে দিল সে প্রস্তুত।

আমরা কিসের জন্যে প্রস্তুত জানতে চাইলাম, সে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে, সে আমাদের সাথে যাবে। যদি সেই সাহেব বা কাচু মিয়া এসে হাজির হয়, সে এক কোপে তাদের মাথাটা নামিয়ে দেবে। শুনে আমাদের আনন্দ দেখে কে! বাচ্চা একটা ছেলে, বয়স নিশ্চয়ই আমাদের থেকে একদিনও বেশি হবে না, কিন্তু কী আশ্চর্য তার

www.MurchOna.com

আত্মবিশ্বাস! কী তার সাহস! যদি সে আমাদের সাথে থাকে, তাহলে আমাদের ভয় কি?

রওনা দেয়ার আগে থোয়াংসা চাই খুব যত্ন করে তার বাঁশের পাইপে তামাক ভরে ফস করে ম্যাচ দিয়ে সেটা জ্বালিয়ে নিল তারপর খুব শখ করে সেটা টানতে থাকে। এত ছোট ছেলেকে আমরা এর আগে এত শখ করে তামাক খেতে দেখিনি।

তামাকটা খুব ভাল করে জ্বলে ওঠার পর সে পাইপটা আমাদের দিকে এগিয়ে দেয়, আমি সভয়ে মাথা নাড়লাম। রাজু চোখ কপালে তুলল, কিন্তু খালেদ, যে মনে করে সিগারেট খাওয়া আর মাথায় গুলি করার মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, থোয়াংসা চাইয়ের চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করে বাঁশের পাইপটা মুখে নিয়ে একটা টান দিয়ে বসল।

তারপর খালেদের যা একটা অবস্থা হল, সেটা সত্যি বলার মত না। লাফিয়ে কুদিয়ে কাশতে কাশতে একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা। খালেদের চোখে পানি এসে গেল, থোয়াংসা চাই সেটা দেখে খুব হতাশ ভঙ্গিতে খালেদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে থাকে। তাকে দেখে বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না যে আমাদের দেখে তার খুব আশা ভঙ্গ হয়েছে!

খালেদ একটু সামলে নেবার পর আমরা রওনা দিলাম। সবার সামনে থোয়াংসা চাই, তার হাতে বিশাল রামদা, সামনে কোন গাছপালা, লতাপাতা আসতেই সে তার রামদা ঘুরিয়ে সেটা কেটে ফেলতে ফেলতে যাচ্ছে। প্রথমে মনে হল, সে বুঝি একটু উল্টোপথে যাচ্ছে। একটু পরেই সে একটা হাঁটাপথে তুলে দিল। তখন হাঁটা আমাদের জন্যে খুব সহজ হয়ে গেছে।

ছোট চাচা গজগজ করতে করতে বললেন, এই জংলী কী এখন আমাদের সাথে যাবে নাকি?

হ্যাঁ ছোট চাচা, আমি বললাম, আর কোন ভয় নেই। আপনার কাচু মিয়া থোয়াংসা চাইকে দেখলে কাপড়ে পেশাব করে দেবে।

ছোট চাচাকে সেটা নিয়ে খুব আহ্লাদিত হতে দেখা গেল না।

থোয়াংসা চাই খুব তাড়াতাড়ি আমাদের নিয়ে কিভাবে কিভাবে জানি পাহাড়ের পাশে ছোট খালটার কাছে নিয়ে এল। সেখানে সত্যি সত্যি মুসলিম ভাই নৌকা নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মনে হয় রান্না হয়ে গেছে। কারণ কাছে আসতেই খাবারের ঘ্রাণে আমাদের জিবে পানি এসে গেল।

মুসলিম ভাই আমাদের দেখে অবাক হয়ে বলল, অনেক তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন দেখি!

রাজু বলল, হ্যাঁ। এই যে থোয়াংসা চাই! আমাদের নিয়ে শর্ট কাট মেরে চলে এসেছে।

www.MurchOna.com

ভালই হল। আপনাদের এরকম জায়গায় ঘুরে ফিরে অভ্যাস নেই, তাই একটু চিন্তায় ছিলাম।

ছোট চাচা শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কাচু মিয়ার কি খবর?

মুসলিম ভাই বলল, একটু আগে নৌকা করে গেল। সাথে সেই সাহেব। সব মিলিয়ে মোট চারটা নৌকা। নৌকোর মাঝে মালপত্র আর লোকজন দেখে মনে হয় যুদ্ধ করতে যাচ্ছে।

ছোট চাচা চিন্তিত মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ, অ্যাডভেঞ্চার অনেক হয়েছে। জীবনে মনে হয় এত অ্যাডভেঞ্চার হয়নি। লিখলে বই হয়ে যাবে। চল এখন ফিরে যাই।

খালেদের সাথে থেকে থেকে আস্তে আস্তে আমাদেরও সাহস বেড়ে গেছে। আমি বললাম, ছোট চাচা, তুমি ফিরে যাও। আমরা জায়গাটা গিয়ে দেখে আসি।

রাজু মনে হল আরো এক ডিগ্রি ওপরে। গম্ভীর গলায় বলল, শুধু জায়গাটা দেখে আসব না, সাহেবের বারটা বাজিয়ে দেব।

ছোট চাচা রাগ চেপে রেখে বললেন, সেটা কেমন করে হবে শুনি?

খালেদ বলল, প্ল্যান করছি। তুমি শুধু দেখ।

ঠিক কি নিয়ে কথা হচ্ছে থোয়াংসা চাইয়ের বোঝার কোন উপায় নেই কিন্তু দেখলাম সে গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে রামদা'টা মাথার ওপরে তুলে একটা হুঙ্কার দিল।

ছোট চাচা তখন হাল ছেড়ে দিলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, কাগজ আছে কারো কাছে।

আছে, কেন?

একটা চিঠি লিখি।

কাকে?

বান্দরবন থানার ও.সি.কে। জানিয়ে রাখি ব্যাপারটা। মাঝি, চিঠিটা পৌঁছানো যাবে না?

কোন অসুবিধা নেই। ফিরে যাচ্ছে সে রকম কোন মাঝিকে দিয়ে দেব। পৌঁছে দেবে।

ছোট চাচা সময় নিয়ে একটি চিঠি লিখলেন। ছোট চাচা ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়েন কিন্তু লেখার হাত খুব ভাল। এমন একটা চিঠি লিখলেন যে, সে চিঠি পড়ে বান্দরবন থানার ও. সি. যদি সাথে সাথে শ'খানেক পুলিশ নিয়ে ছুটে না আসে, আমি কান কেটে ফেলব।

www.MurchOna.com

৮. আক্রমণ

আমাদের নৌকা আবার চলছে। সাহেব আর কাচু মিয়া তাদের নৌকা নিয়ে ঘণ্টা চারেক আগে গিয়েছে, আমরা তাদের পেছনে। ব্যাপারটা একদিক দিয়ে বেশ নিরাপদ। আমরা নদীতীরের লোকজন, উল্টোদিক থেকে আসা মাঝিদের জিজ্ঞেস করে তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারি, কিন্তু তারা কখনোই আমাদের খোঁজ নিতে পারবে না। ছোট চাচা ভেতরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। আমরা চারজন বাইরে। থোয়াংসা চাইয়ের দেখাদেখি আমাদেরও এখন খালি গা, তবে আমাদের শরীর হাড় জিরজিরে, মোটেও তার মত এত সুন্দর নয়। কিন্তু পাহাড়ের মাঝে এই নির্জন নদীতে সেটা নিয়ে আমাদের তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই।

থোয়াংসা চাইয়ের সাথে কথা বলার জন্যে একটি দুটি আঞ্চলিক শব্দ শিখে নিয়েছি। মুসলিম ভাইও বেশ কিছু শব্দ জানে। সেগুলো ব্যবহার করে অনেক রকম কথা বলা হয়ে গেছে। থোয়াংসা চাইয়েরা ছ' ভাইবোন। সে সবচেয়ে ছোট। এক দুইদিন বাসায় না গেলে তার বাবা মা কখনো চিন্তা করে না। তার স্কুলে যাবার কোন ইচ্ছে নেই। টেলিভিশন কি সে জানে না। গাড়ি বলে একটা জিনিসের কথা সে শুনেছে, তবে কখনো দেখেনি। মাঝে মাঝে আকাশে প্লেন উড়তে দেখেছে, তার ধারণা, ব্যাপারটায় কোন ধরনের যাদু আছে। তার কী ধর্ম সে জানে না। বড় হয়ে তার ঘর সংসার করার ইচ্ছে। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে হবে। তাদের নিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘরের দাওয়ায় বসে গান গাইবে।

জীবনকে নিয়ে কি করবে, সেটা এত নিখুঁতভাবে ঠিক করে রাখতে আমি আগে কাউকে দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, শুনে আমাদের কেমন জানি একটু হিংসে হতে লাগল!

সারাদিন ধরে নৌকা চলল। আস্তে আস্তে জংগল আরো গভীর হয়ে উঠেছে, আরো জনমানবহীন হয়ে উঠেছে। দু'পাশে খাড়া পাহাড়, নদীর পানি কোথাও কোথাও গভীর, কালো পানি সেখানে ঘূর্ণাবর্ত্ত তৈরি করে ঘুরছে। পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে বুনো পশুর ডাক শুনতে পাই, থোয়াংসা চাই সে ডাক শুনে আপন মনে মাথা নাড়ে। আমরা বসে বসে একটা পরিকল্পনা করার চেষ্টা করি, কিন্তু চারজন ছোট ছেলে তার মাঝে একজন আমাদের কথা বুঝে না, আর একজন ভীরু বড় মানুষ নিয়ে একটা বিদেশী সাহেব, কাচু মিয়ার মত খুনে আর চার নৌকা বোঝাই মানুষের সাথে কেমন করে লড়া যায়, চিন্তা করে পেলাম না। আমরা বসে বসে অনেক চিন্তা করে দুটি সিদ্ধান্তে পৌছালাম। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(এক) ফ্রেডারিক সাহেবের কাছে নানা রকম বাক্স প্যাটারা আছে, তার মাঝে নিশ্চয়ই নানারকম যন্ত্রপাতি, সেগুলি ব্যবহার করে সে নিশ্চয় ফসিলগুলি তোলার চেষ্টা করবে। যেভাবেই হোক তার বাক্স প্যাটরাগুলি আটকাতে হবে। চেষ্টা করতে হবে

www.MurchOna.com

নদীতে নৌকাগুলি ডুবিয়ে দিতে, রাত্রে যখন বিশ্রাম নেবে তখন চুপিচুপি গিয়ে নৌকার তলায় ফুটো করে দিতে পারলে হয়। সেটা অবশ্যি কেমন করে করা হবে, আমাদের জানা নেই।

(দুই) ফ্রেডারিক সাহেবের সাথে মানুষ অনেক বেশি কাজেই কোন রকম বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের ভাগিয়ে দিতে হবে। সাহেব এবং কাচু মিয়া জানে না যে আমরা তাদের পিছু পিছু এসেছি, আমরা তাদের কোন রকম ভয় দেখাতে পারি। জায়গাটাতে পাহাড়ি দানো থাকে বলে একটা কথা প্রচলিত আছে, মনে হয় সেটা ব্যবহার করা যাবে। কেমন করে ভয় দেখানো হবে, সেটা এখনো আমাদের জানা নেই।

আমরা সারা দিন বসে বসে চিন্তা ভাবনা করলাম, খুব একটা লাভ হল না। ছোট চাচাকেও আমাদের আলাপ আলোচনায় টেনে আনতে চাইছিলাম কিন্তু আনা গেল না, নৌকার মাঝে গোমড়া মুখে শুইয়ে রইলেন।

আমরা ঝুমিয়া পৌঁছালাম সন্ধ্যেবেলা সূর্য ডুবে যাবার পর। ফ্রেডারিক সাহেবের দলবল তাদের নৌকা থামিয়েছে ঠিক ঝরনার মুখে। আমরা আমাদের নৌকা থামালাম তার বেশ আগে, একটা ঝাপড়া গাছের আড়ালে। মুসলিম ভাই নৌকা থামিয়ে চুপিচুপি দেখে এসে খবর দিল, সাহেব আর তার লোকজন নৌকা থেকে সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখছে। রান্নার আয়োজন করছে, সাহেব একটা গাছের গোড়ায় বসে পেট মোটা একটা বোতল থেকে মদ খাচ্ছে। কাচু মিয়া সাহেবের আশ পাশে ঘোরাঘুরি করছে মদের ভাগ পাবার আশায় কিন্তু সাহেব তাকে কিছু দিচ্ছে না। ভাব দেখে মনে হয়, তারা রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল ভোরে রওনা দেবে।

মুসলিম ভাই যখন আমাদের জন্যে রান্না চাপাল তখন ছোট চাচা আমাদের আক্রমণের প্রথম পরিকল্পনাটা বললেন। আমরা ভেবেছিলাম, ছোট চাচা গোমড়া মুখে বসেছিলেন কিন্ত আসলে সারাক্ষণ চিন্তা করছিলেন কি করা যায়। ছোট চাচা যখন খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন তখন তাকে কেমন জানি গোমড়ামুখী দেখায়! ছোট চাচার পরিকল্পনাটা খুব ভাল, শুনে আমরা আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম! শুধু যে পরিকল্পনাটা ভাল তাই নয় তার পরিকল্পনাটা শুনে আমরা জানতে পারলাম, ছোট চাচা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, আমাদের মনের জোর তখন বেড়ে গেল একশ গুণ।

ভাল পরিকল্পনা সহজ হতে হয়। ছোট চাচার পরিকল্পনাটা ভাল কারণ সেটা খুবই সহজ! ফ্রেডারিক সাহেবকে থামিয়ে দেয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তার জিনিসপত্র নষ্ট করে দেয়া। সেটা আগুন ধরিয়ে নষ্ট করে দেয়া হবে। আগুন ধরানো হবে থোয়াংসা চাইয়ের তীর ধনুক দিয়ে। তীরের মাথায় কাপড় পেঁচিয়ে কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে তারপর সেই জ্বলন্ত তীর ছুঁড়বে থোয়াংসা চাই! সেই তীর পড়বে সাহেবের জিনিসপত্রে। দাউ দাউ করে সবকিছু জ্বলে উঠবে!

পুরো ব্যাপারটা করা হবে জঙ্গলে লুকিয়ে, কেউ জানতেও পারবে না কেমন করে হল!

উত্তেজনায় আমাদের তখন খিদে তৃষ্ণা চলে গেছে। মুসলিম ভাই খুব মজার খিচুড়ি রান্না করেছেন, সাথে ডিম ভাজা. তাড়াতাড়ি করে আমরা সেটা খেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি রাত আরেকটু গভীর হওয়ার জন্যে। ছোটি চাচা তার গেঞ্জি ছিঁড়ে তীরের মাথায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেশ কয়েকটা আগুন জ্বালানোর তীর তৈরি করলেন। থোয়াংসা চাই সেগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখল, গম্ভীর হয়ে পিছনে আরো কিছু পালক বেঁধে নিল। তাকে বোঝানো হয়েছে কি করতে হবে, শুনে তার মুখে এগাল ওগাল জোড়া হাসি।

রাত গভীর হবার পর আমরা মুসলিম ভাইয়ের হ্যারিকেনটা নিয়ে রওনা দিলাম। হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দেয়া হয়েছে, নেয়া হয়েছে কেরোসিনের জন্যে। আমাদের কাছে টর্চলাইট আছে কিন্তু সেটা জ্বালানো হচ্ছে না, ফ্রেডারিক সাহেবের লোকজন দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, আমরা বলতে গেলে কিছুই দেখতে পাই না। কিন্তু থোয়াংসা চাইয়ের একেবারে বিড়ালের মত চোখ, এই অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পায়। তার পিছু পিছু আমরা সাহেবের আস্তানার কাছাকাছি এলাম। একপাশে একটা তাঁবু, ভিতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, সেই আলোতে তাঁবুটাকে কি যে সুন্দর দেখাচ্ছে, বলার মত নয়! এটা নিশ্চয়ই ফ্রেডারিক সাহেবের তাঁবু, এখনও নিশ্চয় ঘুমায় নি, তাহলে হয়ত আলো নিভিয়ে দিত। তাঁবুর সামনে বেশ খানিকটা দূরে একটা আগুন জ্বলছে, সেই আগুনের সামনে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে একজন মানুষ। আমরা আতঙ্কিত হয়ে দেখলাম, মানুষটার হাতে একটা বন্দুক।

তাবুর পাশে নানা রকম বাক্স, সেগুলির মাঝে নিশ্চয় রয়েছে নানারকম যন্ত্রপাতি। আমাদের সেগুলি আগুন ধরিয়ে নষ্ট করতে হবে।

ছোটি চাচা বন্দুক হাতে মানুষটাকে দেখে খুব ঘাবড়ে গেলেন। আমাদের কাঁধ খামচে ধরে ফিসফিস করে বললেন, ভেবে দ্যাখ সত্যিই চেষ্টা করবি কি না। গুলি করে মেরে টেরে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এতদূর এসে আমরা তো পিছিয়ে যেতে পারি না। আমরা মাথা নেড়ে বললাম, ভয় পাবেন না ছোটি চাচা, ঠিক জ্বালিয়ে দেব সবকিছু।

বন্দুক হাতে মানুষটাকে দেখে পরিকল্পনা একটু রদবদল করা হল। ঠিক করা হল, থোয়াংসা চাই তার আগুনের তীর ছুঁড়বে মানুষটার পেছন থেকে যেন সে দেখতে না পায়। থোয়াংসা চাইয়ের সাথে থাকবে শুধু একজন, অন্যেরা আগেই সরে যাবে। পালিয়ে যাবার রাস্তায় টর্চ লাইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, কোন দিক দিয়ে যেতে হবে দেখানোর জন্যে। সবাই থোয়াংসা চাইয়ের সাথে থাকতে চায়। গলা নামিয়ে খানিকক্ষণ তর্কাতর্কি করে শেষ পর্যন্ত আমাকে যেতে দেয়া হল।

আমি আর থোয়াংসা চাই দাঁড়িয়ে রইলাম তখন অন্যেরা ধীরে ধীরে সরে গেল। আমরা তখন আরেকটু এগিয়ে গেলাম। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি থোয়াংসা

www.MurchOna.com

চাইয়ের একটা তীর নিয়ে কেরোসিন তেলে ভাল করে ভিজিয়ে নিয়ে ফস করে দেয়াশলাইটা দিয়ে জ্বালিয়ে দিলাম। সাথে সাথে তীরটা মশালের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

আমরা বন্দুক হাতে মানুষটার পেছন দিকে ছিলাম, কিন্তু আগুনের শিখায় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠতেই লোকটা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আমি সাথে সাথে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম।

থোয়াংসা চাই তীরটা ধনুকে লাগিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয়, সে বুঝি কি করবে ভুলে গেছে। কিন্তু আমি জানি, সে অপেক্ষা করছে আগুনটা ভাল করে ধরার জন্যে না হয় তীরটা ছুটে যাবার সময় নিভে যাবে। বন্দুক হাতে মানুষটা অবাক হয়ে থোয়াংসা চাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সে নিশ্চয়ই একেবারে হতবাক হয়ে গেছে। ঘন অরণ্যে নিশি রাতে একটা পাহাড়ি ছেলে হাতে তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তীরের মাথায় দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন, দৃশ্যটা নিশ্চয়ই প্রায় অশরীরি! লোকটা বন্দুক হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে থোয়াংসা চাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি চাপা গলায় বললাম, মার থোয়াংসা চাই! মার!

থোয়াংসা চাই খুব ধীরে ধীরে ধনুকটা প্রায় আকাশের দিকে মুখ করে ধরে, খুব ধীরে ধীরে তীরটা টেনে আনে তারপর ছেড়ে দেয়। জ্বলন্ত আগুনের ফুলকির মত তীরটা ওপরে উঠে যায় তারপর নিচে নামতে থাকে, সাহেবের তাবুর ওপর দিয়ে গিয়ে এটা নিচে এসে পড়ে, ঠিক যেখানে বাক্সবোঝাই জিনিসগুলি রেখেছে সেখানে। তীরটা নিভে গেল না, বরং আগুনটা ছড়িয়ে পড়ল বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে।

বন্দুক হাতে লোকটার মনে হল কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে ব্যাপারটা কি হচ্ছে। যখন বুঝতে পারল, তখন বিকট চিৎকার করতে করতে আগুন নেভানোর জন্যে ছুটে যায়। তার চিৎকার শুনে সাহেব তাঁর তাঁবু খুলে বের হল, ছোট একটা লাল জাঙিয়া ছাড়া পরনে আর কিছু নেই। আগুনটা দেখে সে হঠাৎ বিচিত্র একটা কাজ করল, সেটা নেভানোর কোন চেষ্টা না করে উল্টোদিকে ছুটতে ছুটতে গিয়ে নদীর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন কিছু বেশি আগুন নয়, একটু চেষ্টা করলেই নিভিয়ে ফেলতে পারত কিন্তু কেন সেটা নেভানোর চেষ্টা করল না বুঝতে পারলাম না। বন্দুক হাতে মানুষটা দুই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দেখলাম, সেও ছুটে গেল সাহেবের পেছনে পেছনে। আমি আর থোয়াংসা চাই দেখলাম, আশে পাশে কেউ নেই। আগুনটা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে, অন্য তীরগুলি ব্যবহার করার কোন দরকার নেই।

থোয়াংসা চাই তখন উঠে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে গেল। আশে পাশে কাউকে না দেখে সে আরেকটু এগিয়ে গেল, তারপর আরেকটু— আর হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম সাহেব কেন আগুনটা নেভানোর কোন চেষ্টা না করে পালিয়ে গেছে। ঐগুলি ডিনামাইটের বাক্স! আমরা ডিনামাইটের বাক্সে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি, এক্ষুণি নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ করে পুরোটা ফাটবে। সর্বনাশ! সর্বনাশ!!

www.MurchOna.com

আমি বিস্ফোরিত চোখে দেখলাম, থোয়াংসা চাই ওদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে! কি করছি বুঝতে না পেরেই আমি তার দিকে ছুটে গেলাম, তাকে জাপটে ধরে আমি টেনে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম, তার গায়ে মোষের মত জোর, এতটুকু সরাতে পারলাম না। আমি বেপরোয়ার মত আবার তাকে ধাক্কা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে করতে কয়েক পা পিছিয়েছি ঠিক তক্ষুণি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মনে হল পুরো পৃথিবী দুলে উঠল।

আমরা নিশ্চয়ই ঠিক সেই সময় মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি কারণ আগুনের একটা হলকা আমাদের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। আমি আর থোয়াংসা চাই গুড়ি মেরে সরে যেতে থাকি, দাউদাউ করে চারদিকে আগুন জ্বলছে, আগুনের গরম হলকা লাগছে আমাদের চোখমুখে।

বিস্ফোরণটা ঘটে যাবার সাথে সাথে সাহেব আর লোকজন ছুটে আসতে থাকে, ঘটিবাটি যা আছে সেটাতে করে পানি আনতে থাকে আগুন নেভানোর জন্যে। কিন্তু তখন সেটা বিশাল এক আগুন, নেভানো খুব সহজ ব্যাপার নয়।

আমরা জঙ্গলে গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে দেখলাম সাহেব বন্দুক হাতের মানুষটার শার্টের কলার ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করছে, কেমন করে হল? কেমন করে হল?

লোকটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল স্থানীয় মানুষ। ট্রাইবাল পিপল। বাচ্চা ছেলে। বাচ্চা ছেলে।

সাহেব গর্জন করে জিজ্ঞেস করল, কয়জন ছিল?

একজন। জাস্ট ওয়ান।

কেন করল?

পাহাড়ি দানো। চায় না আমরা যাই। ভেরি ডেঞ্জারাস।

সাহেব ইংরেজিতে বলল, আমি পাহাড়ি দানোর মুখে পেচ্ছাব করে দিই।

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ছোট চাচা, খালেদ আর রাজু ভেবেছিল, আমি আর থোয়াংসা চাই বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেছি। যখন দেখল আমরা ভালয় ভালয় ফিরে এসেছি, তাদের কী যে আনন্দ হল বলার মত নয়। ছোট চাচা এক হাতে আমাকে, আর এক হাতে থোয়াংসা চাইকে বুকের মাঝে চেপে ধরে অনেকক্ষণ একটা গাছের নিচে বসে রইলেন। আমি ছোট চাচাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ছোট চাচা, আমরা ভাল আছি, কিচ্ছু হয় নি। সত্যি কিচ্ছু হয় নি।

ছোট চাচা কিছু না বলে আরো জোরে আমাদের বুকে চেপে ধরে রাখলেন। টর্চলাইটটা জ্বালানো নিষেধ কিন্তু আমি লিখে দিতে পারি, যদি সেটা জ্বালাতাম তাহলে দেখতাম ছোট চাচার চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। ছোট চাচা অনেক রাগারাগি করেন, কিন্তু তার মনটা একেবারে বাচ্চাদের মত নরম!

www.MurchOna.com

৯. রাতের যাত্রা

নৌকায় ফিরে এসে আমরা সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ করে আমরা টের পেতে শুরু করেছি ব্যাপারটা ছেলেমানুষি ব্যাপার নয়। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে এখন, আমাদের কেউ মারা যেতে পারে, খুন হয়ে যেতে পারে কেউ।

ছোট চাচা বললেন, খুব সাবধানে এগুতে হবে।

খালেদ বলল, যখন কোথাও ফসিল পাওয়া যায় খুব সাবধানে সেটা আস্তে আস্তে তুলতে হয়। আর এই ব্যাটা বদমাইস ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে উড়িয়ে ফসিল বের করতে এসেছে।

রাজু বলল, আমাদের দেশের একটা সম্পদ, তার জন্যে কোন মায়া দয়া নাই।

ছোট চাচা বললেন, আগুনে অনেক ক্ষতি হয়েছে ওদের কিন্তু আমার মনে হয় তবু ওরা চেষ্টা করবে।

আমরা মাথা নাড়লাম।

সাহেবের লোকজন এখনো জানে না আমাদের কথা, ভেবেছে থোয়াংসা চাই একা নিজে নিজে করেছে! খুব ভাল হয়েছে এটা। আমরা লুকিয়ে আরো কিছু করতে পারব।

কি করবে?

ব্যাটা বদমাইসদের আটকে রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুলিশ আসছে।

কেমন করে আটকে রাখবেন?

ছোট চাচা মাথা চুলকালেন তারপর বললেন, কিছু একটা বুদ্ধি বের করতে হবে।

ভয় দেখালে কেমন হয়?

কেমন করে দেখাবি? একজন দু'জন মানুষকে ভয় দেখানো যায়। এতজন মানুষ যদি একসাথে থাকে, হাতে বন্দুক, ভয় দেখাতে গিয়ে খুন হয়ে যাবি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ছোট চাচা বললেন, ব্যাটা বদমাইসগুলি কাল ভোরের আগে রওনা দিতে পারবে না, আমাদের তার আগেই সেখানে পৌছাতে হবে।

খুব ভোরে উঠে রওনা দিয়ে দেব।

উঁহু, ছোট চাচা মাথা নাড়লেন। ভোরের জন্যে অপেক্ষা করা যাবে না। আমাদের এখুনি রওনা দিতে হবে।

এখুনি? আমরা প্রথমে ভাবলাম ছোট চাচা ঠাট্টা করছেন কিন্তু দেখলাম ঠাট্টা নয় সত্যি সত্যি এখুনি রওনা দিতে চান। আমি বললাম, এই মাঝ রাতে?

হ্যাঁ, ছোট চাচা মাথা নাড়লেন, অ্যাডভেঞ্চারে যখন যাবি, ঠিক করেই যাওয়া যাক। এই যুদ্ধে আর এপার ওপার নেই। আজ রাতেই আমরা ফসিলের কাছে পৌছে যাব, কাল সারা দিন থাকবে কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্যে। তার মাঝে নিশ্চয়ই পুলিশ এসে যাবে।

www.MurchOna.com

আমাদের একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু এখুনি রওনা দেব শুনে ঘুম চটে গেল। সবাই নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। ভোরে খাবার জন্য মুসলিম ভাই বেশ কয়টা রুটি তৈরি করেছিলেন, সেগুলো নিয়ে নিলাম। এমনিতে খাওয়ার জন্যে চিড়া আর গুড়। চিড়ার ওপরে নাকি খাবার নেই, যতদিন খুশি রাখা যায়, যেভাবে খুশি খাওয়া যায়! মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন পাকিস্তানী মিলিটারির হাত থেকে বাঁচার জন্যে মানুষেরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা দীর্ঘ পথ পার হওয়ার সময় সাথে নিত চিড়া। আমাদের নিজেদের তখন হঠাৎ মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনী মনে হতে থাকে।

আমরা রওনা দেওয়ার সময় মুসলিম ভাই বলল, আমি এখানে পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করব। তারা যদি সময়মত না আসে তাহলে আরো কিছু মাঝি নিয়ে আমি যাব আপনাদের খোঁজে।

ছোট চাচা বললেন, ঠিক আছে।

আমরা গভীর রাতে অন্ধকার পথে মোটামুটিভাবে একটা অজানা গন্তব্য পথে রওনা দিলাম। কেউ বলে দেয় নি কিন্তু আমরা সবাই জানি সেখানে নিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করছে বিচিত্র বিস্ময়।

বেশ খানিকটা ঘুরে সাহেবদের তাঁবু এবং লোকজনকে পাশ কাটিয়ে আমরা ছোট স্রোতধারার পাশে হাজির হলাম। এখন এটার তীর ধরে হেঁটে যেতে হবে দীর্ঘ পথ। আমরা টর্চ জ্বালিয়ে যাচ্ছিলাম, থোয়াংসা চাইয়ের সেটা খুব পছন্দ হল না। জংগল থেকে কিছু শুকনো ডাল এনে আগুন জ্বালিয়ে মশাল তৈরি করে নিল, মনে হয় বুনো পশু আগুন দেখলে ধারে কাছে আসবে না। থোয়াংসা চাইয়ের হাতে একটা মশাল, সে সবার আগে আগে যাচ্ছে, আমরা পেছনে পেছনে। গভীর রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোথাও কোন জনমানব নেই। গভীর অরণ্যের মাঝে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমাদের বুকে কেমন জানি শিহরণ হতে থাকে।

রাজু নিচু গলায় বলে, ছোট চাচা।

কি হল।

একটা গল্প বলেন, শুনি।

গল্প?

হ্যাঁ।

কিসের গল্প?

আমি বললাম, ভূতের।

ছোট চাচা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, ভয় পাবি না তো?

না, পাব না।

শোন তাহলে, ছোট চাচা শুরু করলেন, আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম শওকত। তাদের বাসা মুহম্মদপুরে। আমাদের সাথে পড়ে। সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার আগে আমাদের পড়ার খুব চাপ। একদিন তার বাসায় গেছি, অঙ্ক করতে করতে রাত

www.MurchOna.com

হয়ে গেল। কঠিন সব অঙ্ক। একটা শেষ করতে ঘন্টাখানেক লেগে যায়। চার চারটা পারশিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান শেষ করে দেখি রাত বারটা বেজে গেছে।

শওকত বলল, এত রাত হয়েছে বাসায় যেয়ে কি করবি? থেকে যা এখানে।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

শওকত বলল, বাসায় চিন্তা করবে না তো?

আমি বললাম, আমার বাসায় কারো আমার জন্য কোন মাথাব্যথা নেই। দু'তিন দিন না গেলেও কেউ খোঁজ করবে না।

আমি ছোট চাচার গল্পে বাধা দিয়ে বললাম, না ছোট চাচা, সেটা মোটেও ঠিক নয়। আমি প্রত্যেকদিন তোমার খোঁজ করি।

ছোট চাচা বললেন, তোরা হয়তো করিস কিন্তু আর কেউ করে না। যাই হোক, শওকত বলল, চল ঘুমুবি।

শওকতদের তিনতলা বাসা। ছাদে একটা ছোট ঘর তৈরি করা হয়েছে, সেখানে শওকত থাকে। তার ঘরটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সে নিচে চলে গেল।

আমার ঘুম খুব বেশি। যে কোন জায়গায় আমি যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ি, কিন্তু কেন জানি শওকতের ঘরে শুয়ে আমার ঘুম আসতে চাইল না। আমি শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম আর কেমন জানি আমার এক ধরনের অস্বস্তি হতে লাগল। অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে যখন এপাশ ওপাশ করছি তখন হঠাৎ শুনি ছাদে কে যেন হাঁটছে। অনেক রাত হয়েছে, এত রাতে কারো ছাদে হাঁটাহাটি করার কথা না, আমি বেশ অবাক হলাম। যাই হোক, ব্যাপারটাতে গুরুত্ব না দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছি তখন মনে হল একজন নয়, বেশ কয়েকজন হাঁটছে। এত রাতে শওকতদের বাসার সবাই ছাদে চলে এসেছে? আমি বেশ অবাক হলাম।

বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেছে, তখন শুনলাম ছাদে লোকজন শুধু হাঁটছে না, নিচু গলায় কথা বলছে। বেশির ভাগ মনে হল মেয়েদের গলা, আর কথাগুলিও যেন কেমন, মনে হয় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, মনে হল যেন একটু একটু কাঁদছে।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। বিছানা থেকে উঠে আমি দরজা খুললাম, আর—

ছোট চাচা থেমে গেলেন আর আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললাম, আর?

ছোট চাচা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, দেখলাম আমার ঘরের সামনে অনেক মানুষ ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম, দেখি কিছু পুরুষ, কিছু মহিলা, তাদের শরীরে রক্ত, মুখে রক্ত, হাত পা ছিন্ন ভিন্ন, ভেতর থেকে হাড় বের হয়ে আছে। আমি মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে কোন মতে বললাম, কে?

সাথে সাথে মানুষগুলি নড়তে শুরু করে, দেখি একজন আরেকজনের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে, চিৎকার করতে শুরু করেছে, ছুটতে শুরু করেছে। তারপর কিছু বোঝার আগে দেখি ছাদে একটি মানুষও নাই। ধু ধু ফাঁকা। শুধু একটা কাক কা কা করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যেতে থাকে।

www.MurchOna.com

আমি তখন নিশ্চয়ই বিকট চিৎকার করে উঠেছিলাম কারণ দেখলাম সাথে সাথে শওকত আর তার বাসার লোকজন ছুটে এসেছে ওপরে। আমি কিছু বলার আগেই সে আমাকে ধরে বলল, নিচে আয়, তুই নিচে আয়—

আমি বললাম, শওকত, আমি দেখলাম—

শওকত বলল, আমি জানি। আমি জানি। আসলে আমারই ভুল হয়েছে। তুই নতুন মানুষ, তোকে একা ঘুমাতে দেয়া ঠিক হয় নাই।

আমি থর থর করে কাঁপছিলাম, শওকত বলল, একাত্তর সালে মুহম্মদপুরের এই এলাকায় বাঙালিদের মেরে কেটে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। ছাব্বিশে মার্চ ভোরে এই বাসাতে ছাব্বিশটা ডেডবডি পড়েছিল। সেই থেকে এই বাসায় এরকম, আমাদের কখনো কিছু হয় না, কিছু দেখি না। নতুন কেউ এলে ভয় পায়—

আমরা অনেকক্ষণ কোন কথা বললাম না। খালেদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি বানিয়ে খুব সুন্দর গল্প বলতে পার। একেবারে সত্যি গল্পের মতন।

ছোট চাচা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি বানিয়ে বলি নাই খালেদ।

বলেছিলাম ভয় পাব না, কিন্তু গল্প শুনে ভয়ে হাত পা আমাদের শরীরের ভিতরে ঢুকে যেতে চাইছে। আমরা কোন কথা না বলে চুপচাপ হাঁটতে থাকি। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, একটা ছোট স্রোতধারার পাশে দিয়ে হাঁটছি। দুপাশে ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়। রাত জাগা পাখির ডাক শুনছি। মাঝে মধ্যে পাতার ওপর দিয়ে শরশর করে কিছু একটা চলে যাচ্ছে, কে জানে সাপ নাকি অন্য কিছু। সবার সামনে দিয়ে থোয়াংসা চাই হাঁটছে, তার হাতে একটা মশাল। মশালের আলোতে সবকিছু কী আশ্চর্য, কী অবাস্তব মনে হচ্ছে!

আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে গেলাম। মনে হয়, এই হাঁটার বুঝি আর কোন শেষ নেই। প্রথম প্রথম পা ব্যথা করছিল, কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর সেই ব্যথাও কেমন জানি কমে গেল। আমাদের ঘাড়ের বোঝাগুলি আস্তে আস্তে ভারী হতে শুরু করল কিন্তু আমরা জানি আমাদের থামার কোন সময় নেই, তাই সেই ভারী ঝোলা ঘাড়ে নিয়েই আমরা হাঁটতে থাকি।

হাঁটতে হাঁটতে যখন মনে হল আর পারি না তখন রাজু বলল, ছোট চাচা, আর তো পারি না।

খালেদ বলল, হ্যাঁ ছোট চাচা, এখন একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার।

ছোট চাচা বললেন, ঠিক ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট। বেশি বিশ্রাম নিলে আর নড়তে পারবি না।

আমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করি। মনে হয় এক অন্তহীন পথ—যার শুরু নেই, শেষ নেই। অন্ধকারের মাঝে এক অজানা জায়গায় যেন আমরা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছি।

www.MurchOna.com

মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে আর বাকী সময় হেঁটে হেঁটে হঠাৎ এক সময় লক্ষ্য করি, আকাশে কেমন জানি আলো দেখা যাচ্ছে! আমরা কি হেঁটে হেঁটে একটা রাত পার করে দিয়েছি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ছোট চাচা, কয়টা বাজে?

পাঁচটা।

রাজু বলল, ছোট চাচা আমি আর পারব না। আর এক পা হাঁটলেই আমি মরে যাব।

ছোট চাচা বললেন, আর একটু। যখন হ্রদের কাছে পৌঁছাব—

খালেদ বলল, অসম্ভব।

আমি বললাম, অসম্ভব!

থোয়াংসা চাই কি বলল বুঝতে পারলাম না কিন্তু হাত পা নেড়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে যে জিনিসটা বলল সেটা যাই হোক আরো কয়েকঘণ্টা হেঁটে যাওয়ার সমর্থন হতে পারে না।

ছোট চাচা বললেন, ঠিক আছে, এখন কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়া যাক। ভোরে আবার শুরু করব।

আমরা সাথে সাথে সেখানেই লম্বা হয়ে শুইয়ে পড়ছিলাম, থোয়াংসা চাই আপত্তি করল। মাটিতে ঘুরে ঘুরে কিছু একটা দেখে আমাদের বোঝাল, বনের পশু এখানে পানি খেতে আসে।

ছোট চাচা বললেন, সর্বনাশ! পানি খেতে এসে আমাদের খেয়ে নেবে না তো!

আমি বললাম, জল এবং খাবার, জলখাবার!

থোয়াংসা চাই আমাদের রসিকতা বোঝার কোন চেষ্টাই করল না, আমাদের নিয়ে সে উপরে উঠে যেতে লাগল। বেশ খানিকটা ওপরে একটা পাথুরে সমতল জায়গা তার বেশ পছন্দ হল বলে মনে হল। সেখানে কিছু শুকনো ডালপালা জড়ো করে বড় একটা আগুন তৈরি করে সে সাথে সাথে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

আমরা আগুনটা ঘিরে বসলাম। ঝোলা খুলে একটা চাদর বের করে মাটিতে বিছিয়ে মাথার নিচে ঝোলাটা দিয়ে আমি শুয়ে পড়ে বললাম, হাতি দিয়ে টেনেও এখন কেউ আমার চোখ খোলা রাখতে পারবে না।

ছোট চাচা বললেন, সবাই একসাথে ঘুমালে চলবে না। একজন একজন করে পাহারা দিতে হবে।

রাজু বলল, রূপকথার সেই প্রথম প্রহর কোটালপুত্র, দ্বিতীয় প্রহর মন্ত্রিপুত্র, তৃতীয় প্রহর রাজপুত্র?

হ্যাঁ। কে পাহারা দেবে প্রথম প্রহর? কে হবে কোটালপুত্র?

আমরা কেউ রাজি হলাম না। ছোট চাচা বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমিই হব কোটালপুত্র। ঠিক এক ঘণ্টা পর টোপনকে তুলে দেব। টোপন এক ঘণ্টা পর তুলবে

www.MurchOna.com

খালেদকে। খালেদ তুলবে রাজুকে। রাজু তুলবে থোয়াংসা চাইকে।

আমরা বললাম, ঠিক আছে।

খুব ক্লান্ত হয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল মাটিতে শোওয়া মাত্রই বুঝি ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু সাথে সাথে ঘুম এল না, বেশ খানিকক্ষণ জেগে রইলাম। শুনতে পেলাম একজন একজন করে সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে। ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসের একটা আলাদা রকম শব্দ রয়েছে। থোয়াংসা চাই তার ঘুমের মাঝেই কিছু একটা বলে হেসে ফেলল, ছেলেটা কি হাসতেই না পারে! আমি মৃদু স্বরে ডাকলাম, ছোট চাচা—

ছোট চাচা কোন উত্তর দিলেন না।

আমি আবার ডাকলাম, ছোট চাচা।

এবারে ছোট চাচার নাক ডাকা শুনতে পেলাম। ছোট চাচা যখন ঘুমান, তখন হালকা বাঁশির মত নাক ডাকে!

আমাদের প্রথম প্রহর পাহারা দেয়ার কোটালপুত্র ঘুমিয়ে গেছে, ঠিক রূপকথায় যেরকম হয়। তাকে ডেকে দেব ভাবতে ভাবতে আমিও ঘুমিয়ে গেলাম।

১০. ফসিল

আমাদের ঘুম ভাঙল খালেদের চিৎকারে। প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে সে, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠলাম, বেশ খানিকক্ষণ লাগল বুঝতে আমি কোথায়। হঠাৎ করে সব মনে পড়ে গেল, তখন লাফিয়ে দাঁড়ালাম আমি, খালেদের কাছে ছুটে গেলাম, সে হাত দিয়ে কি যেন দেখাচ্ছে। আমার পিছু পিছু অন্য সবাই ছুটে এসেছে। আমরা পাহাড়ের এক কিনারায় দাঁড়িয়ে সামনে তাকালাম, আর হঠাৎ মনে হল হৃৎস্পন্দন বুঝি থেমে গেল!

সে কী অপরূপ, সে কী বিস্ময়কর দৃশ্য! চারপাশে খাড়া পাহাড়ের সারি আর তার ঠিক মাঝখানে ছবির মত একটা হ্রদ। নীল টলটলে পানি, মনে হচ্ছে কেউ যেন আকাশের এক টুকরা ভেঙ্গে এখানে গেঁথে দিয়েছে। খাড়া পাথরের দেয়াল আর সেই পাথর থেকে একটা প্রাণীর মাথা বের হয়ে আসছে। একটা প্রাণীর কঙ্কাল, বিশাল মুখ হাঁ করে আছে, ভয়ঙ্কর দাঁত, দেখে মনে হয়, এক্ষুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল না, পাথরে আটকা পড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

খালেদ সেটার দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে, টি-রেক্স! টি-রেক্স! টি-রেক্স! আমরা টি-রেক্সকে পেয়েছি।

রাজু দু'হাতে মুখ চেপে ধরে রেখে ফিসফিস করে বলল, কী সুন্দর! ইশ! কী সুন্দর!

সেই অপূর্ব দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। সাড়ে ছ' কোটি

www.MurchOna.com

বছর আগে কী প্রতাপে এই প্রাণীটি রাজত্ব করে বেড়িয়েছে। কী ভয়ানক ছিল তার ক্ষমতা, কী ভয়ঙ্কর ছিল তার চেহারা, কী অচিন্ত্যনীয় ছিল তার ক্ষমতা! আজ সেই ভয়ঙ্কর টি-রেক্স পাথরে ফসিল হয়ে বন্দী হয়ে আছে? আমার বিশ্বাস হতে চায় না।

থোয়াংসা চাই চুপ করে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকে, মনে হয় সে তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।

আমরা দীর্ঘ সময় ধরে চুপ করে সেখানে বসে এই আশ্চর্য সুন্দর হ্রদ, তাকে ঘিরে থাকা পাথরের দেয়াল আর পাথরে আটকে থাকা টি-রেক্সের ফসিলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পর ছোট চাচা বললেন, চল, নিচে হ্রদের তীরে যাই।

আমরা বললাম, চল।

আমাদের ঝোলা তুলে আমরা পাহাড়টা থেকে নেমে হ্রদের কাছে গেলাম, মনে হচ্ছিল খুব কাছে কিন্তু হেঁটে আসতে আসতে অনেকক্ষণ লেগে গেল। হ্রদের তীরে একটা পাথরের ওপর বসে আমরা নাশতা করতে থাকি। হ্রদের ঠাণ্ডা পানিতে হাত মুখ ধোয়ার পর শরীরটা খুব ঝরঝরে লাগছে, খিদেটাও বেশ চাগিয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে একটা আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারব। নাশতার আয়োজন অবশ্যি খুব বেশি না। আটার রুটি আর গুড়। কাল রাতে মুসলিম ভাই যখন রুটিগুলি তৈরি করছিল আমি মনে মনে ভাবছিলাম কে এগুলি খাবে? এই সকালে সেই রুটিগুলি দেখে আমার মুখে পানি এসে গেল। গুড় দিয়ে আটার রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে যে এত মজা সেটা কে জানত?

খাওয়া শেষ করে থোয়াংসা চাই আঁজলা করে হ্রদের পানি খেল পেট পুরে। তার দেখাদেখি আমরাও নেমে গেলাম, দুই হাত আঁজলা করে ঢকঢক করে পানি খেলাম, বুক জুড়িয়ে গেল একেবারে। খালেদ খানিকক্ষণ হিংসাতুর চোখে আমাদের দেখে সেও পানিতে নেমে এল। ছোট চাচা বললেন, খালেদ, তুমি এই পানি খেয়ো না, অসুখ করবে।

খালেদ বলল, এটা তো প্রায় স্বর্গের মত! এখানে রোগ জীবাণু আসবে কোথেকে!

নাশতা শেষ করে আমরা আবার পাথরের ওপর বসে টি-রেক্সের ফসিলটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী সুন্দর জায়গাটা! খালেদ ঠিকই বলেছে, জায়গাটা মনে হয় কেউ স্বর্গ থেকে তুলে এনেছে। আমি কখনো স্বর্গ দেখি নি। কিন্তু মনে হয় নিশ্চয় এরকমই হবে। এত সুন্দর! এত অপূর্ব! পাহাড়ের মাঝে আটকে থাকা টি-রেক্সের ফসিলটি একেবারে অশরীরি একটি ব্যাপার। দেখে একই সাথে কেমন জানি ভয় করে আবার কেমন জানি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। শুধু মাথাটা দেখা যাচ্ছে, পাথরের মাঝখানে নিশ্চয়ই শরীরের বাকি অংশটা গেঁথে আছে। খালেদ তার ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে অনেক ক'টি ছবি তুলল। আমরা তখন খানিকক্ষণ ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম। চারদিকে পাথর ছড়ানো, তার মাঝে অসংখ্য ফসিল। বড় বড় প্রাণীর

www.MurchOna.com

কঙ্কালের একটু বের হয়ে আছে। আমি একটা টেনে বের করার চেষ্টা করছিলাম, খালেদ একেবারে হা হা করে উঠল। ফসিলকে নাকি খুব যত্ন করে ধরতে হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করে অবশ্যি বোঝা যায় এগুলো পাথর হয়ে গেছে। আমার মত দুর্বল মানুষ সেটা টেনে বের করা দূরে থাকুক একটা দাগ পর্যন্ত দিতে পারবে না।

আমরা পুরো এলাকাটা ঘুরে ঘুরে একটা রত্নভাণ্ডার আবিষ্কার করলাম। এত অল্প জায়গার মাঝে এত ডাইনোসোরের ফসিল কেমন করে এল, সেটা একটা রহস্য! হয়তো এখানে কোন চোরাবালি ছিল বা বিশাল কোন লুকানো খাদ ছিল, কে বলতে পারবে। সাড়ে ছ' কোটি বছর তো ছেলে খেলা নয়।

সব দেখেশুনে ছোট চাচা গম্ভীর গলায় বললেন, এটা হচ্ছে আমাদের দেশের সম্পদ। বিদেশের ডাকাতেরা এসে এটা লুটেপুটে নেবে, আমি সেটা হতে দেব না। জান থাকতে হতে দেব না।

আমি মাটিতে পা দাপিয়ে বললাম, কখনো না।

রাজু বলল, কখনো না।

খালেদ বলল, নেভার! নেভার এগেন।

কি নিয়ে কথা হচ্ছে থোয়াংসা চাই ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু তার রাম দা'টা মাথার ওপর দিয়ে শাঁই শাঁই করে ঘুরিয়ে একটা রণ হুঙ্কার ছাড়ল।

রাজু বলল, বদমাইসগুলি মনে হয় সকালের আগে রওনা দেবে না।

হ্যাঁ।

এখানে পৌছাতে পৌছাতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

হ্যাঁ।

রাত্রি বেলা তো জায়গাটা দেখতে পাবে না, কাজেই কিছু করতে পারবে না। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কাজেই আমরা যা করতে চাই ভোর হওয়ার আগেই করতে হবে।

খালেদ জিজ্ঞেস করল, কি করবে ছোট চাচা?

ছোট চাচা মাথা চুলকালেন। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ভয় দেখিয়ে সবগুলিকে ভাগিয়ে দিতে হবে।

কিভাবে ভয় দেখাবে?

ছোট চাচা আবার তার মাথা চুলকাতে লাগলেন।

ঠিক এই সময় আমরা থোয়াংসা চাইয়ের উল্লাস ধ্বনি শুনতে পেলাম, তাকিয়ে দেখি সে হ্রদে বসে থাকা একটা পাখিকে তীর দিয়ে গেঁথে ফেলেছে। সাদা ধবধবে পাখিটা রক্তে লাল হয়ে ছটফট করছে। থোয়াংসা চাই পানিতে ছুটে গিয়ে পাখিটা তুলে আনে। ছোট চাচা এগিয়ে গিয়ে বললেন, আহা, পাখিটাকে কেন মারল!

থোয়াংসা চাই এসে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল এই পাখিটি খেতে খুব মজা!

পাখিটা তখনো ছটফট করছে, দেখে আমাদের কারো খাওয়ার কথা মাথায় এল

www.MurchOna.com

না। ছোট চাচা হাত বাড়িয়ে পাখিটা নিলেন আর ঠিক তখন পাখিটা ডানা ঝাপটে উঠল আর এক ঝলক রক্ত ছিটকে এসে ছোট চাচার হাতমুখ আর কাপড় লাল হয়ে উঠল। ছোট চাচা নিজের রক্তমাখা কাপড়টার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।

কি আইডিয়া?

দাঁড়া বলছি। ছোট চাচা নিজের রক্তমাখা শার্টটা খুলে নিচে বিছিয়ে বললেন, এই শার্টটা আরো ভাল করে রক্ত দিয়ে ভেজাতে হবে।

পাখিটা কষ্ট পাচ্ছিল, তাকে এমনিতেই জবাই করে নেয়া দরকার। ছোট চাচা তার শার্টের ওপর জবাই করলেন। তার এত সুন্দর শার্টটা পাখির রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। ছোট চাচা তখন শার্টটা পাথরে ঘষে ঘষে এখানে সেখানে ছিঁড়ে ফেললেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি করছ ছোট চাচা?

পাহাড়ি দানো একটা মানুষকে ধরে খেয়ে ফেলেছে। এটা তার শার্ট।

পাহাড়ি দানো?

হ্যাঁ।

আমরা এখানে পাহাড়ি দানোর জন্ম দেব।

কেমন করে?

বলছি শোন্।

ছোট চাচা তখন তার পরিকল্পনাটা খুলে বললেন, শুনে আমরা আনন্দে লাফাতে থাকি! এরকম চমৎকার বুদ্ধি শুধু ছোট চাচার মাথা থেকেই বের হতে পারে। হাতে সময় বেশি নেই, ছোট চাচার সাথে আমরা কাজে লেগে গেলাম।

প্রথমে হ্রদের কাছের নরম মাটিতে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পাহাড়ি দানো নামের সেই রহস্যময় প্রাণীর পায়ের ছাপ তৈরি করলাম। চার হাত দূরে দূরে একেকটা পায়ের ছাপ, সামনে তিনটা বড় নখ, পেছনে একটা ছোট, দেখে মনে হয়, হ্রদের ভেতর থেকে অতিকায় একটা প্রাণী উঠে এসে হ্রদের পাশ দিয়ে পাহাড়ের দিকে হেঁটে গেছে। কাছাকাছি রক্তমাখা ছিন্নভিন্ন শার্টটা রাখা হল। গাছের ডাল ভেঙে সেটা মাটিতে ঘষে ঘষে একটু হুটোপুটির মত চিহ্ন রাখা হল। দেখে কোন সন্দেহ থাকে না, হ্রদ থেকে একটা বিশাল দানব আকৃতির প্রাণী হেঁটে হেঁটে বের হয়ে এসে একটা মানুষকে ধরে খেয়ে ফেলে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। পায়ের ছাপের আশে পাশে আমাদের পায়ের ছাপও রয়ে গিয়েছিল, এবারে খুব সাবধানে সেগুলি গাছের ডাল দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে দেয়া হল। ছোট চাচা আমাদের বারবার বলে দিলেন, এখন থেকে খুব সাবধান, হ্রদের কাছাকাছি গেলে পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে, যেন পায়ের ছাপ না পড়ে।

পাহাড়ি দানোর পায়ের ছাপ তৈরি করে ছোট চাচা আমাদের নিয়ে হ্রদের পাশে খাড়া পাহাড়টায় ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। সোজাসুজি ওঠা গেল না, পেছন দিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেক সময় নিয়ে উঠতে হল। ছোট চাচা আন্দাজ করছেন, সাহেব তার

www.MurchOna.com

দলের লোকগুলি নিয়ে হ্রদের কাছাকাছি কোথাও রাত কাটাবে। তিনি এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করতে চান যেটা হবে অনেক ওপরে, সহজে কেউ আসতে না পারবে না, কিন্তু সে জায়গাটা নিচে থেকে খুব সহজে দেখা যাবে। শেষ পর্যন্ত এ রকম একটা জায়গা পাওয়া গেল। একপাশে উঁচু পাথরের দেয়াল, মাঝখানে খানিকটা জায়গা মোটামুটি সমতল। ছোট চাচার কথা মত, আমরা সেখানে কিছু পাথরের স্তূপ দাড়া করলাম। বিছানার একটা চাদর ছিল, সেটাতে বড় একটা চোখ আর দাঁত আঁকা হল কাদা মাটি দিয়ে। রাতের অন্ধকারে এটা নাড়াচাড়া করলে আবছা অন্ধকারে দূর থেকে মনে হবে ভয়বাহ একটা প্রাণীর মাথা নাড়াচাড়া করছে।

পাহাড়ি দানোর গর্জন কেমন করে তৈরি করা যায় সেটা নিয়ে গবেষণা করা হল। দুই হাতে মুখ ঢেকে থোয়াংসা চাই নানা ধরনের বিচিত্র শব্দ করতে পারে, সেখান থেকে বেছে বেছে একটা শব্দ ঠিক করা হল। হ্রদের পাশে এই এলাকার একটা বিশেষত্ব রয়েছে। ছোট একটা শব্দ করলেও সেটা খুব চমৎকারভাবে অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যায়। মনে হয় চারপাশে পাথরের দেয়ালগুলি থেকে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে আসে। খুঁজে খুঁজে কিছু ফাঁপা ডালপালা বের করা হল, একটার সাথে আরেকটা টোকা দিলে বিচিত্র এক ধরনের শব্দ হয়, পাহাড়ি দানো ছুটে বেড়াচ্ছে বোঝানোর জন্যে এটা দিয়ে শব্দ করা হবে।

আমরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট পাথর সাবধানে এমনভাবে স্তূপ করে রাখলাম যেন আস্তে টোকা দিলেই সেটা হুড়মুড় করে পড়ে যায়। পাহাড়ি দানোটা যখন ছোটাছুটি করবে তখন এগুলি ধাক্কা দিয়ে ফেলে মোটামুটি একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি করা হবে।

বিকেল হবার আগেই আমাদের সব প্রস্তুতি হয়ে গেল। এখন শুধু অপেক্ষা করা।

অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে আমরা আবার এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি। পাথরের আড়ালে আরো নানা ধরনের ফসিল খুঁজে বের করলাম আমরা। হ্রদের পাশে এক জায়গায় হঠাৎ কি একটা প্রাণীর পায়ের ছাপ দেখে থোয়াংসা চাই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রাণীটা কি সে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করল কিন্তু আমরা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। থোয়াংসা চাই জায়গাটা ভাল করে দেখে হঠাৎ তার জিনিসপত্র নামিয়ে তার সেই ফাঁদ তৈরি করতে শুরু করল। প্রাণীটি কি আমরা জানি না কিন্তু মনে হচ্ছে সে এটা না ধরে ফিরে যাবে না। আমরা থোয়াংসা চাইকে সাহায্য করলাম, মোটা একটা গাছের ডালকে খুব কায়দা করে বাঁকা করে আনা হল, একটা বড় পাথরও এবারে কোথায় জানি বেঁধে দিল, ফাঁদটা গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেয়া হল যেন দেখা না যায়। আমরা থোয়াংসা চাইয়ের ফাঁদ তৈরি করায় এত ব্যস্ত ছিলাম যে, লক্ষ্যই করি নি বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। ছোট চাচা ওপর থেকে ডাক দিলেন, সবাই ওপরে চলে আস। সময় হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন জানি করে ওঠে, কি হবে আজ রাতে?

www.MurchOna.com

১১. পাহাড়ি দানো

অন্ধকার হবার আগেই সাহেব আর তার দলবল এসে হাজির হল। সবার সামনে সাহেব, তার মাথায় হ্যাট, বুকে একটা কালো চশমা ঝুলছে, হাফ প্যান্ট, ভারী বুট। তার সাথে সাথে কাচু মিয়া। ঘেমে একেবারে চুপসে আছে। তাদের বেশ পেছনে অন্য লোকজন। তাদের মাথায় কাঠের খালি বাক্স, নিশ্চয়ই এগুলিতে করে ফসিলগুলি নেবে।

লোকগুলি তাদের মাথার জিনিসগুলি নামিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়। আমরা ভোরে যখন পাহাড়ে টি-রেক্সের ফসিলটি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এই লোকগুলিও সেরকম হতবাক হয়ে আছে। আমরা ভয় পাই নি, কিন্তু মনে হল এই লোকগুলি বেশ ভয় পেয়েছে। পাহাড়ে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমরা অপেক্ষা করতে থাকি কখন তারা হ্রদের আরেকটু কাছাকাছি গিয়ে পাহাড়ি দানোর পায়ের ছাপটা দেখবে।

কিছুক্ষণের মাঝেই একজন হ্রদের কাছাকাছি হেঁটে গেল। হঠাৎ সে পাহাড়ি দানোর পায়ের ছাপটা দেখে, সাথে সাথে সে পাথরের মত জমে গেল। একবার সামনে তাকাল, আরেকবার পেছনে তাকাল তারপর হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে ছুটতে শুরু করল। তার গলার স্বর শুনে মনে হতে থাকে পাহাড়ি দানো বুঝি তাকে তাড়া করেছে, আরেকটু হলেই তাকে খপ করে খেয়ে ফেলবে!

লোকটার চিৎকার শুনে সবাই তার কাছে ছুটে গেল, লোকটা এক নিঃশ্বাসে কিছু একটা বলল এবং আরো কয়েকজন তার পিছু পিছু পাহাড়ি দানোর পায়ের ছাপ দেখতে গেল। আমরা ওপরে থেকেই বুঝতে পারি, নিচে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ফ্রেডারিক সাহেবকে গিয়ে কেউ একজন কিছু একটা বলল তখন দেখলাম সেও ছুটে গেল। পাহাড়ি দানোর পায়ের চিহ্নের পিছু পিছু কয়েকজন সাহসী মানুষ হাঁটতে থাকে আর হঠাৎ করে তারা ছোটি চাচার রক্তমাখা শার্টটা আবিষ্কার করে ফেলল। মানুষগুলি তখন গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে এবং অন্য সবাই সেখানে ছুটে যায়। সবাই রক্তমাখা শার্টটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে, উত্তেজিত কথাবার্তা হতে থাকে, কিছুক্ষণের মাঝেই মানুষগুলি জটলা করতে শুরু করে।

আমরা ওপর থেকে বুঝতে পারি মানুষগুলি এখানে রাত কাটাতে সাহস পাচ্ছে না। তারা বলছে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হোক, তারা এই মুহূর্তে চলে যেতে চায়। সাহেব কাচু মিয়াকে দিয়ে তাদের জানিয়ে দিল যে সব মালপত্র আবার ফিরিয়ে নিতে হবে। যদি না নেয় তাদের একটি পয়সাও দেয়া হবে না।

লোকগুলি হত দরিদ্র মানুষ। অল্প কিছু পয়সার জন্যে এখানে এসেছে, এখন এখানে থাকার সাহস নেই কিন্তু চলেও যেতে পারছে না। দেখলাম সবাই মিলে কাছাকাছি জটলা করতে থাকে। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে গেলে লোকগুলি আগুন

জ্বালিয়ে রান্নাবান্না শুরু করে। আমরা ওপর থেকে শুনতে পাই পাহাড়ি দানো ছাড়া আর কিছু নিয়ে কেউ কথা বলছে না।

আমরা পাথরের আড়ালে বসে সবাইকে লক্ষ্য করতে থাকি। খাবার দাবার যা ছিল দুপুরেই শেষ হয়ে গেছে। অ্যাডভেঞ্চারে বের হলে মনে হয় খিদে বেশি পায়। থোয়াংসা চাইয়ের পাখিটা রান্নার কোন উপায় নেই বলে খাওয়া গেল না। এখন মনে হচ্ছে পুড়িয়েই বেশ খাওয়া যেত। আমাদের সাথে শুকনো চিড়ে ছাড়া আর কিছু নেই। বসে বসে সেটাই চিবিয়ে যাচ্ছি সবাই। চিড়ের একটা ভাল গুণ রয়েছে, অল্প একটু খেলেই খানিকক্ষণ পরে বেশ পেট ভরে যায়।

যখন রাত বেশ গভীর হয়েছে ছোট চাচা আমাদের কাজ শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন। আমি আর রাজু মিলে চাদরটা ধরে দাঁড়ালাম। মাঝামাঝি একটা চোখ আঁকা আছে, একপাশে কিছু দাঁত, আঁকা হয়েছে কাদা মাটি দিয়ে, এমন কিছু স্পষ্ট ছবি নয়। কিন্তু আবছা অন্ধকারে অনেক দূর থেকে দেখলে এটাকে নিশ্চয়ই পাহাড়ি দানোর মাথা বলে মনে হবে। আগে থেকে ঠিক করে রাখা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আমি আর রাজু চাদরটা নাড়তে থাকি, দূর থেকে যেন মনে হয় মাথাটা নড়ছে।

এবারে নিচের লোকগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। কাজটি খুব কঠিন হবার কথা নয়। প্রথমে থোয়াংসা চাই দু'হাত মুখের উপর চেপে বিকট একটা আওয়াজ করল, প্রথমে ছোট ছোট কয়েকটা ডাক তারপর লম্বা একটা ডাক। ভয়ঙ্কর সেই গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। এতটুকু ছেলের গলায় এরকম জোর কেমন করে হল কে জানে। নিচে যারা শুয়ে ছিল তারা সেই বিকট গর্জন শুনে লাফিয়ে জেগে ওঠে। ছোট চাচা সেই সময় স্তূপ করে রাখা পাথরগুলি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন, ভয়ঙ্কর শব্দ করে সেগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়তে থাকে। শব্দ শুনে মনে হতে পারে, পুরো পাহাড় বুঝি মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে।

নিচে ভয়াবহ আতঙ্ক শুরু হয়ে যায়, লোকজন চিৎকার করে খোদাকে ডাকতে থাকে। আমি আর রাজু চাদরটা নাড়তে থাকি এবং হঠাৎ একজন সেটা দেখতে পায়। লোকটা "পাহাড়ি দানো" "পাহাড়ি দানো" বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে।

খালেদ ফাঁপা গাছের ডালগুলি ঠুকে ঠুকে এক ধরনের শব্দ করতে থাকে, আমরা পাহাড়ি দানোর মাথা নাড়তে থাকি। থোয়াংসা চাই বিকট শব্দ করতে থাকে আর ছোট চাচা তখন আরেকটা পাথরের স্তূপ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। ভয়ঙ্কর শব্দ করে পাথর নিচে গড়িয়ে পড়তে থাকে, নিচের মানুষগুলি এবারে আতঙ্কে একেবারে দিশেহারা হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি কেউ কেউ এবারে ছুটতে শুরু করেছে।

আমরা এবার পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে থাকি, বিকট একটা শব্দ করে থোয়াংসা চাই আর সাথে সাথে ছোট চাচা আগে থেকে দাঁড়া করানো পাথরের স্তূপগুলো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। আমরা দুপ দাপ করে তখন আরেকটু নিচে নেমে আসি, তারপর আরো নিচে—

নিচের মানুষগুলির কাছে মনে হতে থাকে ভয়ঙ্কর সেই পাহাড়ি দানো বুঝি নিচে নেমে আসছে। তারা চিৎকার করে ছোটাছুটি করতে থাকে। হৈ চৈ করে মানুষগুলি নিজের জিনিসগুলি তুলে নেয় তারপর প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে। কয়েক মিনিটের মাঝে দেখতে পেলাম সব মানুষ জায়গাটা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

আমরা আনন্দে আর হাসি চাপতে পারি না। ভয় একটা বিচিত্র জিনিস, যখন সেটা হঠাৎ করে শুরু হয় সেটা কোন যুক্তিতর্ক মানে না। অমানুষিক একটা ভয় দ্রুত একজনের কাছ থেকে আরেকজনের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে, কিছু বুঝার আগেই সবাই আতঙ্কে অধীর হয়ে সম্পূর্ণ অবাস্তব কাজকর্ম করে ফেলে।

আমরা খুব ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম কেউ কি তখনো রয়ে গেছে কি না, মনে হল নেই। সাহেব কাচু মিয়া সবাই প্রাণের ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে! ছোট চাচার ভয় দেখানোটা এত ভাল কাজ করবে কখনো চিন্তা করি নি। আমরা তখন পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসতে থাকি। গত রাতে ভাল ঘুম হয় নি, সাহেব তার সুন্দর তাঁবুটা ফেলে গেছে, তার ভেতরে শুয়ে খুব আরামে একটা ঘুম দেব। কাল ভোরের মাঝে নিশ্চয় পুলিশ এসে যাবে।

আমরা নিচু গলায় কথা বলতে বলতে নেমে আসছি, বড় একটা পাথর থেকে সাবধানে নিচে নেমে আসলাম তখন হঠাৎ শুনলাম 'ক্লিক' করে একটা শব্দ হল।

কিসের শব্দ শোনার জন্যে মাথা ঘুরিয়েছি, আর সাথে সাথে তীব্র টর্চ লাইটের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আমি শুনতে পেলাম সাহেবটা ভারি গলায় বলছে, দুই হাত মাথার ওপরে তুলে দাঁড়াও। একটু নড়লে গুলি করে মাথার খুলি ছাতু করে দেব।

ফ্রেডারিক সাহেব কথা বলেছে ইংরেজিতে কিন্তু তবু আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধে হল না, প্রচণ্ড আতঙ্কে আমরা পাথরের মত জমে গেলাম।

১২. কাল রাত্রি

কি হচ্ছে বুঝতে আমাদের কিছুক্ষণ লাগল। আমরা ধরা পড়ে গেছি। চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ফ্রেডারিক সাহেব তার বন্দুকটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে কাচু মিয়া। ভয়ে আতঙ্কে হঠাৎ মনে হতে থাকে, আমি বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাব। অনেক কষ্ট করে তবু দাঁড়িয়ে রইলাম। আড় চোখে দেখলাম আমার সামনে রাজু, এক পাশে খালেদ, পিছনে ছোট চাচা। থোয়াংসা চাইকে দেখতে পেলাম না।

ফ্রেডারিক সাহেব আবার চিৎকার করে বলল, হ্যান্ডস আপ!

আমরা যন্ত্রের মত হাত উপরে তুললাম।

সাহেব এক হাতে বন্দুকটা ধরে রেখে অন্য হাতে সশব্দে কাচু মিয়ার গালে একটা

www.MurchOna.com

চড় মেরে ইংরেজিতে বলল, দেখছ তোমার পাহাড়ি দানো? দেখছ? স্টুপিড গাধা কোথাকার।

ফ্রেডারিক সাহেবের এরকম চড় খেয়েও কাচু মিয়া অপ্রতিভের মত হেসে বলল, বুঝতে পারি নাই স্যার! একেবারে বুঝতে পারি নাই।

আমাকে বুঝালে এরা ফিরে চলে গেছে। এখন তাহলে আসল কোথা থেকে? হ্যাঁ, কোথা থেকে এল? আকাশ থেকে?

কাচু মিয়া গালে হাত বুলাতে বুলাতে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, আমাকে মাঝিরা বলেছে, ওরা দেখেছে ওদের চলে যেতে। একজন বড় মানুষ আর তিনজন বাচ্চা। মিছা কথা বলেছিল।

এই হচ্ছে তোমার একজন বড় মানুষ আর তিনজন ছোট বাচ্চা। ভাল করে দেখে নাও, আর কিছুক্ষণ পরে থাকবে একটা বড় মানুষের ডেডবডি আর তিনটা বাচ্চা ছেলের ডেডবডি!

সাহেবের কথা শুনে আমরা ভয়ানক চমকে উঠি। রাজু ভীত মুখে একবার আমার দিকে তাকাল দেখলাম, তার সমস্ত মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

কাচু মিয়া দাঁত কিড়মিড় করে বলল, আমার হাতে ছেড়ে দেন আমি এক কোপে যদি এদের গলা না নামিয়ে দেই।

সেটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি যাও সব কুলীদের গিয়ে ডেকে আন।

এখন কেমন করে ডেকে আনব? এতক্ষণে সবাই তো দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

ফ্রেডারিক সাহেব মুখ লাল করে বলল, আই ডোন্ট কেয়ার। তুমি যদি গিয়ে কুলী যোগাড় করে না আন, তিনটা ডেডবডির জায়গায় চারটা ডেডবডি পড়ে থাকবে।

সাহেব এবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, দুই হাত ওপরে তুলে সামনের দিকে হাঁট।

আমরা দুই হাত ওপরে তুলে সামনের দিকে হাঁটতে থাকি। প্রথমে রাজু, তারপর আমি, আমার পর খালেদ, খালেদের পরে ছোট চাচা। থোয়াংসা চাই নেই, সাহেব কিংবা কাচু মিয়া তাকে খুঁজছেও না। তারা জানেও না যে, আমাদের সাথে থোয়াংসা চাই ছিল। সে কি একা কিছু একটা করতে পারবে?

কাচু মিয়া আমাদের পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, কত বড় বদমাইসের দল। বিলের নিচে যখন মাছে এসে লাশকে ঠুকরে ঠুকরে খাবে, তখন বুঝবে মজা। আমার সাথে মামদোবাজি।

ফ্রেডারিক সাহেব ভারি গলায় বলল, কি বলছ?

জে না। কিছু না।

তাবুর সামনে এসে ফ্রেডারিক সাহেব আমাদের মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসতে বলল।

আমরা কোন কথা না বলে হাঁটু গেড়ে বসলাম।

সাহেব তার হাঁটুতে বন্দুকটা রেখে রাগে গরগর করতে করতে বলল, এই বদমায়েসী কেন করেছ?

ছোট চাচা এই প্রথম একটা কথা বললেন, বদমায়েসী কে করেছে? আমরা, না তোমরা?

কাচু মিয়া হুঙ্কার দিয়ে বলল, চোপ্!

ছোট চাচা বললেন, এটা আমাদের দেশের সম্পদ, তুমি বিদেশী মানুষ, এই সম্পদ চুরি করে নিতে চাও? ডাকাতি করে নিতে চাও?

কাচু মিয়া আবার হুঙ্কার দিয়ে বলল, খবরদার।

ছোট চাচা বললেন, তুমি ভেবেছ তুমি পার পেয়ে যাবে? কক্ষনো না। আমি পুলিশকে খবর পাঠিয়েছি। তারা আসছে। কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে।

ফ্রেডারিক সাহেব হঠাৎ একটু হকচকিয়ে গেল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কাচু মিয়ার দিকে তাকাল। কাচু মিয়া মাথা নেড়ে বলল, আরে না, স্যার। পরিস্কার মিছা কথা, ভয় দেখাচ্ছে।

আমরা চুপ করে বসেছিলাম, কেউ একটা কথাও বলছি না, হঠাৎ শুনলাম খালেদ পরিস্কার গলায় একেবারে আমেরিকান ইংরেজিতে বলল, না ফ্রেড, এই মানুষটি মিথ্যে কথা বলছে না।

খালেদের ইংরেজি উচ্চারণ শুনে সাহেব একেবারে চমকে উঠল, বলল, তুমি এরকম ইংরেজি কোথায় শিখেছ?

আমি একজন আমেরিকান। আমার জন্ম আমেরিকায়, বড় হয়েছি আমেরিকায়, কথা বলি আমেরিকানদের মত, চিন্তা করি আমেরিকানদের মত। এই পোড়া দেশে তোমার যেরকম যন্ত্রণা হচ্ছে, আমারো সেই রকম হচ্ছে।

আমরা অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকালাম আর সাথে সাথে বুঝে গেলাম সে কিছু একটা করার পরিকল্পনা করছে। ফ্রেডারিক সাহেব খানিকক্ষণ খালেদের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি বলার চেষ্টা করছ?

আমি গত তিনদিন থেকে এই মানুষটার শক্ত খুলির ভেতরে একটা জিনিস ঢোকানোর চেষ্টা করছি। খালেদ বুড়ো আঙুল দিয়ে ছোট চাচাকে দেখিয়ে বলল, মানুষটার মাথা নিরেট পাথর।

ছোট চাচাও বুঝে গেলেন কিছু একটা ব্যাপার হচ্ছে। রেগে যাবার ভান করে বললেন, খালেদ, তুমি চুপ করবে?

খালেদ ছোট চাচাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, এই মানুষটা এই দেশের অন্য সব মানুষের মত মাথা খারাপ। বিষয়বুদ্ধি বলে কিছু নেই। আমি তাকে কম করে হলেও একশবার বলেছি, এটা জানাজানি করিয়ে লাভ নেই। ফসিলগুলি লুকিয়ে তুলে নিয়ে যাই, মোটা দামে বিক্রি করা যাবে, লোকটা রাজি হয় নাই।

www.MurchOna.com

ছোট চাচা আবার চিৎকার করে বললেন, এটা আমার দেশের সম্পদ। আমি কাউকে নিতে দেব না।

খালেদ গলা নিচু করে বলল, ফ্রেড, এই মানুষটার বিচারবুদ্ধি বলে কিছু নেই, মাথাও খুব গরম। আমার মনে হয় তাকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তুমি বিশ্বাস করবে না, এই লোকটা গতকাল আমার গায়ে হাত তুলেছে। আমেরিকা হলে শিশু নির্যাতনের জন্যে ছ'বছর জেল হয়ে যেতো!

ফ্রেডারিক সাহেব খালেদকে ঠিক তখনো বিশ্বাস করে নি কিন্তু ছোট চাচাকে বেঁধে ফেলার বুদ্ধিটা লুফে নিল। কাচু মিয়াকে বলল, তার তাঁবুর ভেতর থেকে নাইলনের দড়ি বের করে ছোট চাচাকে বেঁধে ফেলতে।

ছোট চাচা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে খালেদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। খালেদ তার দৃষ্টি এড়িয়ে সাহেবকে বলল, আমি তোমার সাথে একটা ডিল করতে পারি?

কি ডিল?

আমরা আজকে সকালে এখানে এসেছি, পুরো জায়গাটা ভাল করে দেখেছি। এখানে নানা রকম ফসিল রয়েছে, সবচেয়ে চমকপ্রদ ফসিল হচ্ছে ডাইনোসোরের ডিম, একটা ভেঙে তার ভেতর থেকে বাচ্চা বের হচ্ছে। কমপ্লিট ফসিল। তুমি যদি রাজি থাক আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব, তুমি তুলে নিয়ে যেতে পারবে, মিলিওন ডলারে বিক্রি হবে।

তার বদলে তুমি কি চাও?

আমাকে কয়েকটা ফসিল নিয়ে যেতে দেবে। পুলিশের কথাটা সত্যি— আজ রাতে পালাতে না পারলে আর কখনো এই ফসিল নেয়া যাব না।

ফ্রেডারিক সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে খালেদের দিকে তাকিয়ে রইল, তখনো ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

খালেদ বলল, আমাদের হাতে সময় বেশি নাই। এই একমাত্র সুযোগ।

কাচু মিয়া তখন ছোট চাচাকে মাটিতে ফেলে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। ছোট চাচা যন্ত্রণার একটা শব্দ করলেন। আমার খুব মায়া লাগল, কিন্তু কিছু করার নেই।

খালেদ আবার বলল, তোমারা দু'জন বড় মানুষ, তোমাদের কাছে বন্দুক, আর আমরা মাত্র তিনজন বাচ্চা— তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে না চাইলে নাই কিন্তু ডাইনোসোরের ডিমটা দেখে আসতে তো কোন ক্ষতি নেই। আমি চোখ বুঁজে বলতে পারি, কার্নেগি মিউজিয়ামে সেটা এক মিলিওন ডলারে বিক্রি হবে।

সাহেব শেষ পর্যন্ত একটু নরম হল। বলল, ঠিক আছে আমাকে নিয়ে যাও। আমি না দেখে কোন কথা দিচ্ছি না।

ঠিক আছে। কিন্তু যদি তোমার পছন্দ হয় তাহলে আমাকে আমার পছন্দ মত কয়েকটা ফসিল নিয়ে আজ রাতের মাঝে পালিয়ে যেতে দেবে?

সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, দেব।

www.MurchOna.com

চল, তাহলে যাই।

সাহেব আমাকে আর রাজুকে দেখিয়ে বলল, এরা দু'জন?

এরা আমাদের সাথে যাবে, জায়গাটা দিনের বেলা দেখেছি, রাতের বেলা খুঁজে পেতে একটু ঝামেলা হতে পারে। এরা থাকলে সাহায্য করতে পারবে।

বেশ, তাহলে চল।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। প্রথমে খালেদ তার পিছনে রাজু তারপর আমি। আমার পিছনে সাহেব, তার হাতে বন্দুক, সাহেবের পিছনে কাচু মিয়া। দু'জনের হাতে বড় দুটো টর্চ লাইট।

খালেদের পিছু পিছু আমরা হাঁটতে থাকি আর ঠিক তখন আমি বুঝে গেলাম খালেদ কি করতে যাচ্ছে। সে সাহেবকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে থোয়াংসা চাইয়ের ফাঁদের দিকে। কোথায় আছে থোয়াংসা চাই? নিশ্চয় আশেপাশে কোন পাথরের আড়াল থেকে লুকিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ঠিক প্রয়োজনের সময় নিশ্চয়ই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার রাম দা নিয়ে। আমার বুক ধ্বক ধ্বক করতে থাকে উত্তেজনায়। সবকিছু হবে তো ভালভাবে? একজন ফাঁদে আটকা পড়ে গেলেও আরেকজন রয়ে যাবে, তাকে আমাদেরই সামলে নিতে হবে। পারব তো সামলে নিতে? কিছু একটা হয়ে যাবে না তো? আমি চোখ বন্ধ করে খোদাকে ডাকতে থাকি।

খালেদ গলার স্বর খুব স্বাভাবিক করে সাহেবের সাথে একটা আলোচনা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বাস্কেটবল খেলায় কারা এসেছে, কাদের আসা উচিত ছিল, এ ধরনের কথাবার্তা। সাহেবের কথাবার্তায় খুব একটা উৎসাহ নেই। হুঁ হাঁ করে কথা শেষ করে দিচ্ছে।

আমরা থোয়াংসা চাইয়ের ফাঁদের কাছে এসে গেছি। আর কয়েক পা গেলেই মাটিতে লুকানো দড়ির ফাঁদ। খুব সাবধানে সেটা পার হয়ে যেতে হবে। আমার বুক ধ্বক ধ্বক করতে থাকে, দেখলাম খালেদ একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে ফাঁসটা পার হল। রাজুও পার হল লাফ দিয়ে। এক জায়গায় তিনজনই লাফ দিলে সাহেব যদি কিছু সন্দেহ করে? আমি তাই না লাফিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলাম। আড়চোখে সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছি, প্রাণপণে খোদাকে ডাকছি, আর ঠিক জাদুমন্ত্রের মত ঘটল ব্যাপারটি। সাহেব পা দিল দড়ির ফাঁসে আর একেবারে বিদ্যুতের গতিতে উল্টে গেল সে। এক পা ওপরে দিয়ে ঝুলে গেল সাথে সাথে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটেছে যে, সাহেব কিছু বুঝতেই পারল না। কাচু মিয়া ভয় পেয়ে একটা চিৎকার দিল, সাথে সাথে আমরা তিনজন এক সাথে কাচু মিয়ার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মাটিতে ফেলে গায়ের জোরে তাকে কিল ঘুষি মারছি, চেপে রেখেছি মাটিতে, উঠতে দিচ্ছি না কিছুতেই।

সাহেব উল্টো অবস্থায় ঝুলতে থাকে, তখনো সে এক হাতে টর্চ লাইট, অন্য হাতে বন্দুকটা ধরে রেখেছে। ঝুলে থেকে ঘুরছে সে, তাই বন্দুকটা আমাদের দিকে ধরতে পারছে না। সেই অবস্থায় চিৎকার করে বলল, ছেড়ে দাও ওকে। খুন করে ফেলব না

হয়।

আমরা ছাড়লাম না কাচু মিয়াকে। আরো জোরে ঠেসে ধরে রাখলাম মাটিতে।

ছেড়ে দাও। সাহেব তখনো বন্দুকটা আমাদের দিকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে, পারছে না। ঠিক তখন আমরা দেখতে পেলাম, থোয়াংসা চাই তার রাম দা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে। তার ভাষায় কি যেন বলল সে হিংস্র গলায়।

সাহেব আমাদের ছেড়ে এবার বন্দুকটা থোয়াংসা চাইয়ের দিকে ধরল। চিৎকার করে বলল, থামো, না হয় গুলি করে দেব।

থোয়াংসা চাই থামার কোন লক্ষণ দেখাল না। রাম দা'টা মাথার ওপর ঘুরিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে এগিয়ে আসতে থাকে।

সাহেব কেমন জানি ভয় পেয়ে যায় হঠাৎ, ঝুলে থেকে ভয় পাওয়া গলায় বলল, এটা কে?

আমাদের বন্ধু থোয়াংসা চাই।

তাকে বল থামতে, না হলে আমি গুলি করব।

তুমি বল, আমরা তার ভাষা জানি না।

ভাষা জান না?

না।

সাহেব অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বন্দুকটা থোয়াংসা চাইয়ের দিকে ধরে। চিৎকার করে বলে, গুলি করে দেব। গুলি করে দেব কিন্তু, থামছে না কেন?

খালেদ মাথা নেড়ে বলল, থোয়াংসা চাই কখনো বন্দুক দেখে নি, সে জানে না এটা কি?

গুলি করব আমি।

খালেদ চিৎকার করে বলল, তুমি উল্টো হয়ে ঝুলছো ফ্রেড। তুমি ঠিক করে গুলি করতে পারবে না। চেষ্টা করতে যেও না, থোয়াংসা চাই এক কোপে তোমার মাথা ফেলে দেবে। খোদার কসম।

আই ডোন্ট কেয়ার। সাহেব বন্দুকটা তুলে ধরে। থোয়াংসা চাই ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে আসে। এক পা। তারপর আরেক পা। তারপর আরেক পা। আমরা অমানুষিক আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলি।

সমস্ত অরণ্যে যেন একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা নেমে আসে। সমস্ত পৃথিবী, গাছপালা, আকাশ বাতাস যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে। আমাদের সমস্ত শরীর, সমস্ত অনুভূতি যেন অপেক্ষা করতে থাকে গুলির ভয়ঙ্কর শব্দের জন্যে, ভয়ংকর আর্তনাদের জন্যে, ভয়াবহ চরম একটা পরিণতির জন্যে।

কতক্ষণ সময় কেটেছে আমরা জানি না, মনে হতে থাকে যেন কয়েক যুগ। ভয়ে ভয়ে আমরা চোখ খুলে তাকাই। থোয়াংসা চাই তার রাম দা'টা তখন তুলে ধরে রেখেছে

www.MurchOna.com

কোপ দেয়ার ভঙ্গিতে আর ঠিক তার বুকের মাঝে ফ্রেড বন্দুকটা ধরে রেখেছে। ট্রিগারে আঙুল। একজন আরেক জনের চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কী ভয়ঙ্কর, কী অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য !

খালেদ ফিসফিস করে বলল, আমার কথা শোন ফ্রেড। বন্দুকটা ফেলে দাও।

ফ্রেড তার কথা শুনল বলে মনে হল না। খোয়াংসা চাই স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের পলক পর্যন্ত ফেলছে না। সমস্ত শরীর ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে আছে।

খালেদ আবার বলল, বন্দুকটা ফেলে দাও ফ্রেড।

আমরা দেখতে পেলাম খুব ধীরে ধীরে ফ্রেড তার বন্দুকটা নামিয়ে আনে তারপর হাত থেকে নিচে ফেলে দেয়। হেরে গেছে সে। হেরে গেছে একটা পাহাড়ি শিশুর সাহসের কাছে।

আমাদের বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে।

ছোট চাচার হাত পিছন দিকে শক্ত করে বেঁধে কাচু মিয়া তাকে উপুড় করে ফেলে রেখেছিল। ছোট চাচা অনেক কষ্ট করে সোজা হয়ে বসেছেন। সেই অবস্থায় যখন আমাদেরকে আসতে দেখলেন এত অবাক হলেন বলার মত নয়, তাকে অবাক করে দেয়ার জন্যে আমরা ব্যাপারটা করেছিও অনেক চমকপ্রদ। কাচু মিয়া এবং ফ্রেড দু'জনের হাত পিছনে বাঁধা, দড়ি ধরে কাচু মিয়ার পিছনে রাজু, ফ্রেডের পিছনে খালেদ, সামনে খোয়াংসা চাই, তার ঘাড়ে বিশাল রাম দা। আমি সবার পেছনে, আমার হাতে বন্দুক। খোয়াংসা চাইয়ের হাতে একটা টর্চ লাইট, আমার হাতে আরেকটা। আমরা গান গাইতে গাইতে আসছিলাম। খুব তাড়াতাড়ি গানটা তৈরি হয়েছে তাই খুব উঁচু দরের শিল্পকর্ম হয় নি। কিন্তু গভীর রাতে এই জঙ্গলের মাঝে সেটি চমৎকার শোনাচ্ছিল। গানটা এরকমের—

প্রথমে আমি বলি :

কাচু মিয়া ফ্রেডি মিয়া দুই শয়তান —

তখন অন্য সবাই বলে : দুই শয়তান।

আমি আবার বলি :

ধরে আনি পিছ মোড়া ডান বাম ডান।

অন্য সবাই তখন মাটিতে পা দাপিয়ে বলে :

ডান বাম ডান
ডান বাম ডান।

তখন খোয়াংসা চাই তার রাম দা ঘুরিয়ে এক পাক নেচে মুখে হাত দিয়ে বলে :

হুয়া হুয়া হুয়া হুয়া।

আমরা সবাই বলি : ঘ্যাং ঘ্যাং ঘ্যাং।

www.MurchOna.com

তারপর আমরা সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে বিকট স্বরে ঘ্যাং ঘ্যাং করতে থাকি।

যদি আমরা এমনি এমনি চলে আসতাম, তাহলে বেশি দেরি হত না কিন্তু এই গানটার কারণে আমাদের পৌঁছাতে একটু দেরি হল। আমাদের দেখে ছোট চাচার মুখের যা একটা অবস্থা হল সেটা দেখার মত। দুই চোখ বিস্ফোরিত হয়ে একেবারে গোল আলুর মত, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। শুধু বলছেন, তো– তো– তো– তোরা– তোরা– তোরা–

আমি বললাম, হ্যাঁ, চাচা, আমরা!

থোয়াংসা চাই ছুটে গিয়ে রাম দা দিয়ে ঘ্যাঁচ করে ছোট চাচার বাঁধন কেটে দিল। তারপর মুখে হাত দিয়ে বলল, হুয়া হুয়া হুয়া।

আমরা সবাই বললাম, ঘ্যাং ঘ্যাং ঘ্যাং!

১৩. শেষ কথা

মুসলিম ভাই পুলিশকে নিয়ে হাজির হল পরের দিন দুপুর বেলা। আমরা ততক্ষণে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। রাতে খুব ভাল ঘুম হয় নি, হওয়ার কথাও নয়। এত উত্তেজনার মাঝে ঘুম আসতে চায় না। ফ্রেড আর কাচু মিয়াকে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সারা রাত একজন না হয় আরেকজন পাহারা দিয়েছে। ছোট চাচা পর্যন্ত জেগেছিলেন যখন তার পাহারা দেবার কথা। কাচু মিয়া আর ফ্রেড অবশ্যি কোন রকম ঝামেলা করেনি। ফ্রেড প্রথম দিকে আমাদের সাথে কথা বলছিল, তাকে ছেড়ে দিলে সে কত টাকা দিবে, এ ধরনের কথা। ছোট চাচা তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি পুঁজিবাদী দেশের মানুষ, মনে কর টাকা দিয়ে সব হয়। তোমার দেশে হয়তো হয় কিন্তু এখানে হয় না।

ফ্রেড বলল, তোমার টাকার দরকার নেই?

আছে, কিন্তু টাকার লোভ নেই।

ফ্রেড আর কোন কথা বলল না। ছোট চাচা না হয়ে যদি বড় চাচা হতেন তাহলেই সর্বনাশ হত!

পুলিশ অফিসার কাচু মিয়াকে এভাবে বেঁধে রেখেছি দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, এইবার পেয়েছি ব্যাটাকে। জন্মের মত সিধে করে দেব।

অনেক খুনখারাপি করেছে, প্রমাণের অভাবে নাকি সবসময় ছাড়া পেয়ে যায়। এবারে আর ছাড়াছাড়ি নেই। ফ্রেডকে নিয়ে অবিশ্যি পুলিশ অফিসার খুব আশাবাদী নন। মাথা নেড়ে বললেন, খবর পৌঁছানো মাত্র ওপর থেকে টেলিফোন আসবে, তখন ছেড়ে দিতে হবে।

ছোট চাচা বললেন, কোন সমস্যা নেই। ঢাকায় গিয়ে সব খবরের কাগজে

www.MurchOna.com

এমনভাবে খবরটা ছাপানো হবে যে, কারো বাবার সাধ্যি হবে না তাকে ছাড়িয়ে নেয়। পুলিশ ভদ্রলোক অবশ্যি তবু মাথা নেড়ে বললেন, এই সাদা চামড়ার লোকের কিছু হয় না। দেশের পর দেশ জ্বালিয়ে দেয় তবু কিছু হয় না!

ছোট চাচা বললেন, এই ফসিলগুলির কিছু হবে না তো?

পুলিশ অফিসার বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন, দেশের সম্পদ। আমরা জান দিয়ে রক্ষা করব। ফিরে গিয়েই আমি রিপোর্ট পাঠাচ্ছি হেড অফিসে।

আমাদের ফিরে আসতে আসতে আরো দু'দিন কেটে গেল। সাঙ্গু নদীতে নৌকা ভাসিয়ে মুসলিম ভাই আমাদের ফিরিয়ে আনল। থোয়াংসা চাইকে নামিয়ে দেয়া হল তার পাহাড়ে। আমাদের বিশ্বাসই হতে চাইছিল না তাকে ছেড়ে আমরা চলে যাব। নৌকা থেকে নেমে থোয়াংসা চাই আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে কিছু একটা বলল। আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না। খালেদ তার হাত ধরে বলল, থোয়াংসা চাই, আবার দেখা হবে।

আমি বললাম, তুমি আমাদের প্রাণের বন্ধু।

রাজুর মনটা খুব নরম। সে থোয়াংসা চাইকে জড়িয়ে ধরে একেবারে হু হু করে কেঁদে ফেলল। আর তাকে কাঁদতে দেখে আমরাও কেঁদে ফেললাম। আর আমাদের কাঁদতে দেখে থোয়াংসা চাইও ঠোঁট কামড়ে কাঁদতে শুরু করল।

ছোট চাচা বললেন, ছিঃ কাঁদে না। আবার আমাদের দেখা হবে। আমরা আবার আসব।

মুসলিম ভাই বলল, এসে আমাকে খোঁজ করবেন। আমি এই পাহাড়ে এসে থোয়াংসা চাইকে বের করব।

খালেদ বলল, হ্যাঁ, আবার আসব। বাবা বলেছে, আমরা আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসব। এই পাহাড়েই থাকব আমরা!

থোয়াংসা চাই কিছু বলল না। এগিয়ে এসে প্রথমে আমাকে, তারপর খালেদকে, তারপর রাজুকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরে মুখ ঘুরিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল। যতক্ষণ না সে ঘন অরণ্যে অদৃশ্য না হয়ে গেল আমরা তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখের পানিতে তখন বনজঙ্গল পাহাড় সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে, থোয়াংসা চাই থাকলেও তাকে দেখতে পেতাম না।

ফসিলের ব্যাপারটা নিয়ে অনেক হৈ চৈ হয়েছিল। খালেদের তোলা ছবিগুলো দিয়ে খবরের কাগজে কাগজে বড় বড় লেখা বের হয়েছিল। প্রথম প্রথম সাংবাদিকেরা এসে আমাদের সাথে কথা বলেছে, আমাদের ছবিও কোথায় কোথায় ছাপা হয়েছে। খালেদ আমেরিকা গিয়ে নাকি কংগ্রেসম্যানদের কাছে ফ্রেডের কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছে। সেখানেও নাকি সেটা নিয়ে খানিকটা হৈ চৈ হয়েছে। হীরা চাচা চিঠি লিখে জানিয়েছেন,

অনেকদিন দেশের বাইরে থাকা হল। এখন দেশে ফিরে আসতে চান। খালেদকে নিয়েই তার একটু ভয় ছিল, এখন তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। আমরা খুব আশা নিয়ে অপেক্ষা করে আছি। কে জানে হীরা চাচাকে দেখে হয়তো বড় চাচা, জয়নাল চাচা আর সুন্দর চাচা একটু মানুষ হবেন! আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনে তারা যা একটা কাণ্ড করলেন সেটা আর বলার নয়।

সেই রহস্যময় পাহাড় থেকে ফসিল তুলে আনা শুরু হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম টি-রেক্সের ফসিল, কিন্তু এটার ঠিক নাম হচ্ছে টার্বোসোরাস। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, টি-রেক্সের কাছাকাছি এক ধরনের ডাইনোসোর। ফসিলগুলি রাখার জন্যে যাদুঘরে একটা আলাদা বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে। এখনো পুরোপুরি শেষ হয় নি। আমরা একদিন দেখতে গিয়েছিলাম, কোন মানুষজন নেই দেখে দরজার ফাঁক দিয়ে আমি আর রাজু ঢুকে গেলাম। শক্ত কংক্রিটের একটা টেবিলে একটা ডাইনোসোরের মাথা রাখা আছে। কী ভয়ঙ্কর তার মুখ। আমি একটু হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছি, হঠাৎ পিছন থেকে একজন খপ করে আমাদের ঘাড় ধরে ফেলল। আমরা তাকিয়ে দেখি একজন বয়স্ক মানুষ, চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে বলল, কি করছ এখানে, হ্যাঁ?

দেখছি।

এটা কি রঙ তামাশার জিনিস? জান এটা কি? জান?

আমি কিছু বলার আগেই লোকটা গর্জন করে বলল, জান এটা কোথা থেকে এসেছে? জান? দেশের কত বড় সম্পদ তুমি জান? জান?

আমি আবার কিছু বলার আগেই লোকটা আমাদের ঘাড় ধরে ঠেলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে থাকে, বাইরে ঠেলে দিয়ে বলে, আর কখনো যেন তোমাদের না দেখি এখানে। দুষ্টু ছেলে।

আমরা খুব অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আর এমন রাগ উঠল বলার মত নয়। লোকটা দরজা বন্ধ করতে করতে থেমে গিয়ে বলল, এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বলার আছে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আছে।

কি?

আমি দুই হাত মুখে ধরে বললাম, হুয়া হুয়া হুয়া হুয়া!

রাজুর এক সেকেন্ড সময় লাগল বুঝতে, যেই বুঝতে পারল তখন দুই হাত ওপরে তুলে লাফাতে লাফাতে বলল, ঘ্যাং ঘ্যাং ঘ্যাং!

কি হচ্ছে? কী হচ্ছে এটা?

আমি বললাম, টি-রেক্সকে জিজ্ঞেস করে দেখেন। সে জানে।

লোকটা খুব অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

www.MurchOna.com

লেখকের কথা

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন আমরা বান্দরবন থাকতাম। বান্দরবন খুব সুন্দর জায়গা। ছোট বেলায় সেটিকে যে কী রহস্যময় মনে হত, কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। আমার বাবা সেখানে পুলিশে চাকুরি করতেন। আরাকান থেকে সেখানে ডাকাতেরা আসত আর আমার বাবাকে নৌকা করে পাহাড়ে যেতে হত তাদের সাথে মুখোমুখি হবার জন্যে। বাবা এসে আমাদের সেই রহস্যময় পাহাড়ের গল্প করতেন, আমরা অবাক হয়ে শুনতাম। বান্দরবন স্কুলে আমার অনেক উপজাতীয় বন্ধু ছিল, একটি মগ বাচ্চা ছিল আমার প্রাণের বন্ধু, তার নাম ছিল থোয়াংসা চাই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বাবাকে পাকিস্তান মিলেটারিরা মেরে ফেলেছিল। বান্দরবনের সেই রহস্যময় এলাকা নিয়ে আমার বাবার যত লেখালেখি ছিল সব তখন হারিয়ে গেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে সব সময় আমি ভাবতাম, আমার বাবা যেখানে গিয়েছিলেন সেই পাহাড়ে একদিন আমি বেড়াতে যাব। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন দুজন বন্ধুকে নিয়ে সত্যি একবার সেই রহস্যময় এলাকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। একজন মাঝি নৌকা করে আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। নৌকায় থাকা, নৌকায় খাওয়া, অন্ধকার নেমে এলে নৌকাতে ঘুম। কী চমৎকার ছিল সেই রহস্যময় পাহাড়, সেই বন, সেই নদী, সেই উপজাতীয় মানুষ। আর কী চমৎকার রান্না করত সেই হাসিখুশি মাঝি। সেই মাঝির নাম ছিল মুসলিম, আমরা তাকে ডাকতাম মুসলিম ভাই।

এই বইয়ের সমস্ত চরিত্র, সমস্ত ঘটনা কাল্পনিক। শুধু শুধু দুটি নাম, 'থোয়াংসা চাই' আর 'মুসলিম ভাই' কাল্পনিক নয়। নাম দুটি সত্যি।

T-Rax Er Sondhane by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com